# শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ (আন্তর্জাতিক)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ, নবদ্বীপ

# শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণী

“হরিভজন-পরায়ণ ভক্ত গুরুর নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস। ভক্ত নিত্যকাল গুরুর আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করিয়া থাকেন। যেখানে গুরু ও বৈষ্ণবের আনুগত্য বাদ দিয়া হরিভজনের প্রয়াস—তাহা হরিভজন নহে—মায়ার ভজন। কোনও ব্যক্তি যদি গুরুর আনুগত্য ব্যতীত নিজ মতানুযায়ী সদাচার, তীর্থভ্রমণ, ভগবদ্ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ যাজন, ত্যাগ, তপস্যাচরণ, নামসঙ্কীর্ত্তন, তপ, ধ্যান প্রভৃতি যাবতীয় ভক্ত্যঙ্গানুশীলনও(?) করিতে প্রবৃত্ত হন, তবেও তিনি একটুকুও হরিভজন করিতেছেন না, পরন্তু নিজেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছারূপ কাম চরিতার্থ করিতেছেন মাত্র।

‘নিজেন্দ্রিয় প্রীতি’ হরিভজনের কপটসজ্জায় প্রকাশিত হইয়া উপভোগের ছলনায় অনেক সময় লোকদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। প্রতিষ্ঠাশা কনক, কামিনী সংগ্রহেচ্ছায় হরিভজনের কপট অভিনয় ‘হরিভজন’ নহে, কেবল কৈতবযুক্ত আত্মবঞ্চনা ও পরবঞ্চনা মাত্র।

হরিভজনের মূলই গুরু ও বৈষ্ণবানুগত্য। গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনের ছলনা “ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওয়ার” ন্যায় কুচেষ্টা। বদ্ধাবস্থায় ত’ গুরুর আনুগত্য ব্যতীত হরিভজনে প্রবেশ লাভই করা যাইতে পারে না—সিদ্ধাবস্থাতে যে সিদ্ধদেহে হরিভজন-প্রণালী তাহাতেও নিত্য গুরুদেবের আনুগত্য বর্ত্তমান। শ্রীহরির নিত্য আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীগুরুদেব ও তদনুগজনের আনুগত্য না থাকিলে অহংগ্রহোপাসনারূপ অপরাধমাত্র সার হয়।”

—ভগবান্ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-ধারায়
শ্রীবৃন্দাবনধামরজঃপ্রাপ্ত পরম পূজ্যপাদ
শ্রীশ্রীমৎ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ কীর্ত্তিত

# শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ন্যাসিকুল-মুকুটমণি সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তবিৎ
**শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের**
কৃপানির্দ্দেশে সঙ্কলিত

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের সেবাইত-আচার্য্য
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
**শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ**
সম্পাদিত

তদীয় প্রিয়তম পার্ষদ তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত
সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য
**ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজের**

শ্রেষ্ঠ পার্ষদবর ও বর্তমান সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য
**ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তিতিলক নিরীহ মহারাজের**
তত্ত্বাবধানে

নবদ্বীপ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (আন্তর্জাতিক)
হইতে প্রকাশিত

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ কর্ত্তৃক সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম সংস্করণ—১৩ই চৈত্র, ২৮শে মার্চ, ইং ১৯৮৩ সাল (শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর)।

দ্বিতীয় সংস্করণ—২৭শে শ্রাবণ, ১২ই আগষ্ট, ইং ২০০১ সাল (শ্রীজন্মাষ্টমী তিথি)

তৃতীয় সংস্করণ—১১ই পৌষ, ৭ই জানুয়ারী, ইং ২০১১ সাল (শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি)

চতুর্থ সংস্করণ—৩০শে গোবিন্দ, ১১ই চৈত্র, ২২শে মার্চ, ইং ২০২৪ সাল (শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসর)

Web address: scsmathinternational.com

Email: info@scsmathinternational.com

মুদ্রণ:

গিরি প্রিন্ট সার্ভিস

৯১ বৈঠখানা রোড

কলিকাতা ৭০০০০৯

# সূচীপত্র

**বন্দনা**

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ ............ ১

**শ্রীগুরু-বন্দনা**

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ ............ ৩
শ্রীগুরুদেব-স্তুতি (জয় জয় গুরুদেব আচার্য্য নির্ম্মল) ............ ৬
শ্রীগুরু-আরতি (জয় জয় গুরুদেবের আরতি উজ্জ্বল) ............ ৭
শ্রীগুরু-আরতি-স্তুতি (জয় 'গুরু-মহারাজ' যতিরাজেশ্বর) ...... ৯
শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ (সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং) ............ ১০
শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম ............ ১৫
শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্ (সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক) ............ ১৬
গুরুদেব! কৃপাবিন্দু দিয়া ............ ১৮
গুরুদেব! বড় কৃপা করি' ............ ১৮
গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে ............ ১৯
গুরুদেব! কবে মোর সেই দিন হবে ............ ২০
গুরুদেবে ব্রজবনে ............ ২১
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ ............ ২২

**শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা**

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর ............ ২৩
এইবার করুণা কর ............ ২৪
ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর সুসম্পদ ............ ২৪
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ! করি এই নিবেদন ............ ২৫
কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর ............ ২৬
কিরূপে পাইব সেবা ............ ২৭
ধন মোর নিত্যানন্দ ............ ২৭

মন, তুমি তীর্থে সদা রত ........................................................ ২৮
ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ ......................................২৯
বৈষ্ণব কে ? (দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব) ........................ ৩০
বিরহ-গীতি (যে আনিল প্রেমধন) ..........................................৩৪

**শ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনা**

নিতাই পদ-কমল .......................................................................৩৫
অক্রোধ পরমানন্দ ..................................................................... ৩৬
নিতাই গুণমণি আমার ........................................................... ৩৬
পরম করুণ পহুঁ দুই জন ...........................................................৩৭
দয়াল-নিতাই চৈতন্য ব'লে .......................................................৩৭
আরে ভাই! নিতাই আমার দয়া অবধি .................................. ৩৮
নিতাই মোর জীবন ধন ............................................................৩৯
দয়া কর মোরে নিতাই ............................................................৪০
নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন ..........................................৪০
নিতাই আমার পরম দয়াল .......................................................৪০
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক (জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায়) ....৪১
রাঢ় মাঝে এক চাকা নামে আছে গ্রাম ......................................৪২
গোরা প্রেমে গরগর নিতাই আমার ...........................................৪২
ইহা কলিযুগ ধন্য নিত্যানন্দ চৈতন্য ...........................................৪৩
এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই ...........................................৪৩
নিতাই চৈতন্য দোঁহে বড় অবতার ............................................৪৪
'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর ..........................................৪৫
কবে হবে বল, সে দিন আমার ..................................................৪৫
দালালের গীত (বড় সুখের খবর গাই) ........................................৪৭
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তুতি (বলরাম নিত্যানন্দ দয়া কর মোরে) ......... ৪৮
শ্রীমন্নিত্যানন্দ-দ্বাদশকম্ (যোঽনন্তোঽনন্তবক্ত্রৈর্নিরবধি) ...........৫০

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্ (শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং) ........৫৫

## শ্রীমন্মহাপ্রভু-বন্দনা

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং ............................................৫৯
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ ........................................................................ ৬০
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশস্তুবন্তি ........................................................ ৬০
নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ ............................................................ ৬০
প্রভাতি গীতি (কলি-কুক্কুর-কদন যদি চাও হে) ...................... ৬০
জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে ........................................৬১
অরুণোদয় কীর্ত্তন (উদিল অরুণ পূরব ভাগে) ......................... ৬২
জয় শচীনন্দন, সুর-মুনিবন্দন ..................................................৬৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি' ..........................................৬৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ......................................... ৬৫
কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া ........................................ ৬৬
গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ ........................................৬৭
অবতার সার গোরা অবতার .....................................................৬৭
কলি-ঘোর-তিমিরে ................................................................ ৬৮
যদি গৌর না হ'ত ....................................................................৬৯
বিমল হেমজিনি ...................................................................... ৭০
হা হা কবে গৌর-নিতাই ......................................................... ৭১
ভাইরে ! ভজ গোরাচাঁদের চরণ ..............................................৭২
কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া .......................................................৭২
এ মন ! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর .............................................৭৩
গায় গোরা মধুর স্বরে .............................................................৭৪
গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে .....................................................৭৫
কবে গৌর-বনে ...................................................................... ৭৫
কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পার .......................................৭৬

'হরি' ব'লে মোদের গৌর এলো ........................................ ৭৭
নগর ভ্রমণ করে গৌর এল ঘরে ................................................ ৭৭
শ্রীশ্রীপ্রেমধাম দেব স্তোত্রম (দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত) ................ ৭৮

**শরণাগতি গীতি**

আমার জীবন, সদা পাপে রত ................................................ ৯১
কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে ........................................ ৯২
এমন দুর্ম্মতি, সংসার-ভিতরে ................................................ ৯৩
দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে ........................................ ৯৪
ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন ........................................................ ৯৬
এ ঘোর-সংসারে, পড়িয়া মানব ............................................ ৯৬
গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু .................................................... ৯৭
আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি' ................................................ ৯৮
সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া ................................................ ৯৯
ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া ........................................ ১০০
মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর ............................................ ১০১
আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান ................................................ ১০২
প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া ................................................ ১০৩
শুন মোর দুঃখের কাহিনী ........................................................ ১০৪
মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয় ............................................ ১০৫
তাতল সৈকতে, বারি বিন্দুসম ................................................ ১০৫
হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ........................................ ১০৬
হরি হরি ! বড় শেল মরমে রহিল ............................................ ১০৭
অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' ............................ ১০৮
হরিবল হরিবল হরিবল ভাই রে ................................................ ১১১
শিক্ষা-গীতি (মন রে, কেন আর বর্ণ অভিমান) ........................ ১১২
রূপের গৌরব কেন ভাই ............................................................ ১১৩

ও মন ! কি করে বরণ কুল ..................................................... ১১৪
আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন ............................ ১১৫
বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস ............................................. ১১৫
নিবেদন (গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন) ................................. ১১৬
নিবেদন (গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার জ্বালা) ........................... ১১৭
নিবেদন (গোপীনাথ, আমার উপায় নাই ) ............................. ১১৯
জীবের দুর্গতি ও সাধুসঙ্গে নিস্তার (চিৎকণ জীব কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর)... ১২০
আমার সমান হীন নাহি এ সংসার ....................................... ১২১
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার ............................................ ১২২

## শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-বন্দনা

বিভাবরী শেষ .............................................................. ১২৩
যশোমতীনন্দন ........................................................... ১২৫
জনম সফল তা'র ......................................................... ১২৬
শুন হে রসিক জন ......................................................... ১২৭
হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ ...................................... ১২৮
জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন ........................................ ১২৯
রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর ................................................... ১৩০
জয় রাধামাধব জয় কুঞ্জবিহারী ......................................... ১৩০
রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে ............................................... ১৩১
বিরজার পারে শুদ্ধ পরব্যোম-ধাম ..................................... ১৩১
রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই .......................................... ১৩২
দশাবতারস্তোত্রম্ (প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং) .......... ১৩৩

## শ্রীআরতি-গীতি

শ্রীভোগারতি-গীতি (ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি) .............. ১৩৫
শ্রীগৌর-আরতি (জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিক শোভা) ....... ১৩৭
শ্রীসারস্বত-আরতি (জয়রে জয়রে জয় গৌর-সরস্বতী) .......... ১৩৭

শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্য-আরতি (জয় গুরু মহারাজ করুণাসাগর) ... ১৩৯
শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে গুপ্ত-গোবর্দ্ধন আরতি (জয় জয় গিরিরাজের) ... ১৪০
শ্রীশ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন আরতি (জয় জয় গিরিরাজের...শোভা) .. ১৪১
যুগল-আরতি (জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-যুগল-মিলন) .................. ১৪২
শ্রীতুলসী-পরিক্রমা-গীতি (নমো নমঃ তুলসী মহারাণি) .......... ১৪৩
শ্রীতুলসী-পরিক্রমা-গীতি (নামো নমঃ তুলসী ! কৃষ্ণপ্রেয়সী) ... ১৪৪
শ্রীপ্রসাদ সেবায় গীতি (শরীর অবিদ্যা-জাল) ......................... ১৪৫
একদিন শান্তিপুরে ........................................................ ১৪৫
শচীর অঙ্গনে কভু ......................................................... ১৪৬
একদিন নীলাচলে .......................................................... ১৪৬
শ্রীহরিবাসর-গীতি (শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান) ........ ১৪৭
শুদ্ধ ভকত-চরণ-রেণু ..................................................... ১৪৮

**বিশেষ পদাবলী**

দশবিধ নামাপরাধ (হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রসার) ................. ১৫১
শ্রীগুরু-প্রশস্তিঃ (আপনাকে জানাই কোটি দণ্ডবৎ নতি) .......... ১৫৩
কনকসুরুচিরাঙ্গং সুন্দরং .................................................. ১৫৬
শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ-জীব-ভাব-সম্ভরং ................................ ১৫৬
প্রণতি-দশকম্ (নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং) ................................১৫৭
শ্রীগুরু-প্রশস্তি (ভাগ্যাধীশ ! ত্বদীয়ো বিমলসুখময়ঃ) ............ ১৬০
স্তবকুসুমাঞ্জলিঃ (হরিভক্তিরসামৃতদানপরং) ......................... ১৬১
শ্রীগুরু-প্রশস্তিঃ (শ্রীগৌরমণ্ডল-মাঝে হাপানিয়া গ্রাম)............১৬৩
নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্নবিচ্ছিন্নকর্ত্রী ......................................১৬৬
গৌরাঙ্গৈক-গতির্ব্রজাশ্রিতমতিঃ শ্রীগৌরধামস্থিতিঃ .................১৬৬
গৌড়ে গাঙ্গতটে নবব্রজ-নবদ্বীপে তু মায়াপুরে .......................১৬৬
ভগবান্-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী ........................................... ১৬৭
শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্ (ভয়ভঞ্জন-জয়শংসন) .......... ১৬৭

আচার্য্য-বন্দনা (জয়রে জয়রে জয় পরমহংস মহাশয়) ............. ১৭০
শ্রীশ্রীদয়িতদাস-দশকম্ (নীতে যস্মিন্ নিশান্তে) ...................... ১৭৪
জয় গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ............................................ ১৭৯
গুরুদং গ্রন্থদং গৌরধামদং ........................................................ ১৭১
গৌরাঙ্গৈকগতিং গদাধরমতিং ..................................................... ১৭১
গুরু-রূপ-হরিং গৌরং রাধা-রুচি-রুচাবৃতম্ ............................... ১৭১
শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-বিরহ-দশকম্ ................................................. ১৮২
শ্রীগৌরকিশোর-নমস্কার-দশকম্ .............................................. ১৮৭
পরমগুর্ব্বষ্টকম্ (শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং) ......................... ১৯১
শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্ .................................................................... ১৯২
নীলাম্ভোধিতটে সদা স্ববিরহাক্ষেপান্বিতং বান্ধবং .................... ১৯৪
শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-যুগলাষ্টকম্ ................................................ ১৯৫
শ্রীশ্রীবাসাষ্টকম্ ....................................................................... ১৯৭
শ্রীশ্রীষড় গোস্বাম্যষ্টকম্ ........................................................... ১৯৮
শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকম্ ............................................ ২০২
শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী-প্রভুর শোচক ............................................ ২০৬
শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর শোচক ....................................... ২১৩
শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রভুর শোচক ................................ ২১৮
যঃ সাংখ্যপঙ্কেন কুতর্কপাংশুনা .............................................. ২২৩
শ্রীল-জীব-গোস্বামি-প্রভুর শোচক ........................................... ২২৩
শ্রীল-গোপাল-ভট্ট-গোস্বামি-প্রভুর শোচক ............................. ২২৮
শ্রীল-রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামি-প্রভুর শোচক .............................. ২২৯
শ্রীশ্রীনরোত্তম-প্রভোরষ্টকম্ ..................................................... ২৩২
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বাসরে (অরুণ বসনে সোনার) .... ২৩৪
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব (চৌদ্দশত সাতশকে মাস যে) ..... ২৩৬
শ্রীগৌরহরি কুসুম-স্তবকাষ্টকম্ (গুরুরূপ-বিরাজিত-নন্দসুতং) ... ২৪২

শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্ (সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত-মনুজ) ....................২৪৪
শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকং (হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর) ................................. ২৪৮
শ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্ ............... ২৫০
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম (নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে) .............. ২৫৩
শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-বন্দনা (শ্রুতিচ্ছাদোগ্যাখ্যা বদতি) ................. ২৫৬
শ্রীশ্রীগোদ্রুম-চন্দ্র-ভজনোপদেশঃ (যদি তে হরি-পাদসরোজ) .. ২৬১
শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্
পীতবরণ কলিপাবন গোরা ....................................................২৬৩
তুহুঁ দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী ........................................... ২৬৪
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার ........................................... ২৬৪
প্রভু ! তব পদযুগে মোর নিবেদন ........................................... ২৬৫
অনাদি করমফলে ....................................................................২৬৬
অপরাধ-ফলে মম .....................................................................২৬৭
গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল ...........................................২৬৮
বন্ধুগণ ! শুনহ বচন মোর .........................................................২৭০
শ্রীনামাষ্টকম্
শ্রীরূপ-বদনে শ্রীশচীকুমার ................................................. ২৭২
জয় জয় হরিনাম চিদানন্দামৃতধাম ....................................... ২৭৩
বিশ্বে উদিত, নাম-তপন ..........................................................২৭৪
জ্ঞানী জ্ঞান-যোগ, করিয়া যতনে .............................................২৭৫
হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ .................................................... ২৭৬
বাচ্য ও বাচক, দুই স্বরূপ তোমার .............................................২৭৭
ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার ............................................ ২৭৮
নারদমুনি, বাজায় বীণা ...........................................................২৭৯
শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর শতনাম (নগরে নগরে গোরা গায়) .........২৮০
যশোমতী স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন ............................................ ২৮০

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ........................................................................ ২৮৩
রাধাবল্লভ, মাধব, শ্রীপতি, মুকুন্দ ................................................ ২৮৩
রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ................................................................ ২৮৩
রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ ............................................................ ২৮৪
জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ ..................................... ২৮৪
ময়ূর-মুকুট পীতাম্বরধারী ........................................................... ২৮৪
শ্রীত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল ............................................ ২৮৫
শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্ (নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং) ................. ২৮৬
শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্ (কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিনসঙ্গীত) ............ ২৮৮
শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা (মন্মানস-মধুকর মর্পয়) .................................. ২৯০
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার ........................................................ ২৯০
শ্রীশ্রীকৃষ্ণবন্দ্রাষ্টকম্ (অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি) ...............২৯১
বৃন্দাবনোৎসব (বসতু মনো মম মদনগোপালে) ..................... ২৯৩
শ্রীশ্রীরাধামাধব-মহোৎসব (স্মরতু মনো মম নিরবধি) ..............২৯৪
জয় জয় রাধামাধব রাধামাধব রাধে......................................... ২৯৫
ব্রজরাজ-সুতাষ্টকম্ (নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং) ................. ২৯৬
শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্ (নিজপতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং) .... ২৯৮
শ্রীকুঞ্জবিহারী স্তবাষ্টকং (ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ) ................. ৩০০
শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্ (বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম্মধর্ম্মোক্তিরঙ্গৈ) ............ ৩০১
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড-মাহাত্ম্য (সমুদ্র-সম্ভবা গাভী সুরভী আপন) .... ৩০৩
শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ-গর্ব্বহারি-গৌরভা) ... ৩০৪
শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্রলক্ষ্মী) ......... ৩০৬
শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি) ..................... ৩০৮
রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা ..........................................৩১০
রাধিকা চরণ পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম ..................................... ৩১০
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর ..........................................৩১১

(জয়) রাধে ! রাধে ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ .............................. ৩১২
বরজ-বিপিনে, যমুনা কুলে .............................................. ৩১৩
**শতকোটি গোপী মাধব মন** ................................................৩১৪
গোষ্ঠ (আমার শপতি লাগে) ..............................................৩১৪
শ্রীসদাশিব গঙ্গাধর প্রণাম মন্ত্র (দেবাদিদেবমহিভূষণমন্দুকাশং) ..... ৩১৫
শ্রীশ্রীললিতাষ্টকম্ (রাধামুকুন্দ-পদ-সম্ভব-ঘর্ম্মবিন্দু) ............... ৩১৬
শ্রীমদ্-উপদেশামৃতম্ (বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং) ........... ৩১৮
ঋক্ তাৎপর্য্যম্ (তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং) ................................ ৩২০
অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ........................................................ ৩২০
শ্রীগায়ত্রী-নির্গলিতার্থম্ (ভ্বাদেস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যবিহিতং) ........ ৩২০
তিলক ধারণ মন্ত্র ............................................................... ৩২১
নাম সঙ্কীর্ত্তন (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ) ........................... ৩২২
হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ........................................ ৩২৩
নামাপরাধ .........................................................................৩২৪
বৈষ্ণবাপরাধ ..................................................................... ৩২৪
সেবাপরাধ..........................................................................৩২৪
ধামাপরাধ ......................................................................... ৩২৫
কলির পাঁচ স্থান.................................................................. ৩২৫
পঞ্চরোগ............................................................................ ৩২৬
ভক্তির প্রতিকূল ................................................................. ৩২৬
ভক্তির অনুকূল .................................................................. ৩২৬
**জয় ধ্বনি** ........................................................................ ৩২৭

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রথম সংস্করণের

# নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অহৈতুকী করুণায় অতি স্বল্পসময়ে 'শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বহুদিনের একটি অভাব পূর্ণ হইল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ-সরস্বতী-ধারায় যে কীর্ত্তনগুলি শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সময়ে প্রত্যহ ও বিশেষ বিশেষ দিনে গীত হইত এবং এখনও শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠে গীত হইয়া থাকে, প্রায় তৎসমুদয় কীর্ত্তনই এই শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলিতে পাইবেন।

আমাদের পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্মের সর্ব্বকালের অকৃত্রিম বন্ধু, আমাদের প্রতি অকপট স্নেহশীল পরম ভাগবত শ্রীবৃন্দাবন-ধাম-রজঃপ্রাপ্ত পূজ্যপাদ শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এই সংগীতগুলি পরম আদরের সহিত সাশ্রুনয়নে সুধাবিনিন্দিত সুমধুরকণ্ঠে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-সুন্দরগণের তৃপ্তি বিধান করিতেন। প্রধানতঃ তিনিই আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের রচিত সংস্কৃত পদ্যাবলী সানন্দে, স্বেচ্ছায় গর্ব্বভরে ভারতের সর্ব্বত্র শ্রীরূপ-রঘুনাথের আনুগত্যময় সম মর্য্যাদায় স্থাপন ও প্রচারের দ্বারা জীবকল্যাণ বিধান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছেন। তাই তাঁহার পবিত্র স্মৃতি রক্ষা-কল্পে তাঁহার প্রিয় কীর্ত্তনগুলি একত্রিত করিয়া তাঁহারই শ্রীকরকমলে সমর্পিত হইল। তিনি কৃপা করিয়া আমাদের প্রতি নিত্যকাল সুপ্রসন্ন থাকুন—এই প্রার্থনা।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ ও পরমভাগবত শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ বিরহপ্রকাশ মহারাজ এই গ্রন্থ প্রকাশে বিশেষ আনুকূল্য করিয়া বৈষ্ণব জগতে এক মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়া সকলের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

অদোষদরশী বৈষ্ণবগণ ! সম্পাদনায় অযোগ্যতা নিবন্ধন যে সমস্ত ত্রুটী এই অপ্রাকৃত গীতাঞ্জলির সৌন্দর্য্যহানি করিয়াছে, তাহা কৃপাপূর্ব্বক মার্জ্জনা করিয়া পরবর্ত্তী সংস্করণের সুষ্ঠু-সেবার জন্য এই অধমকে জ্ঞাপন করিলে ধন্য হইব। ইতি—

বিনীত দীনাধম
সম্পাদক
(শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ
দেবগোস্বামী মহারাজ)

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দ্বিতীয় সংস্করণের

# নিবেদন

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য পরমহংসকুল-বরেণ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের কৃপা নির্দ্দেশে সঙ্কলিত শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় এবং ভক্তগণের এই গ্রন্থের জন্য বিশেষ চাহিদা থাকায় বর্তমানে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ বিশ্ববরেণ্য শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের সম্পাদনায় ও কৃপানির্দ্দেশে শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি নবকলেবরে জীবের পরম মঙ্গলের জন্যে পুনঃ প্রকাশিত হলেন।

শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলিতে মহাজনগণের অপ্রাকৃত অনুভূতি লব্ধ শাস্ত্রের সার কথাগুলিই বিভিন্ন স্তব, স্তুতি, প্রার্থনা, গীতি রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এগুলির নিত্যানুশীলন আমাদের পরম মঙ্গল সাধন করতে পরে। আজ শুধু প্রাচ্যেই নয়, পাশ্চাত্ত্যের বহু ভাগ্যবান জীব মধুলোভে মৌমাছির মত এসবের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁর নিজজনগণের ভবিষ্যত-বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। শুধু যারা দুর্ভাগা তারাই এসবের দিব্য মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন নি। 'যে জন কৃষ্ণভজে সে বড় চতুর', অর্থাৎ চতুর ভাগ্যবান জীবগণ যেখানেই থাকুন না কেন তাঁরা প্রাকৃত কবির কাব্য সঙ্গীতের

প্রতি আকর্ষণ ছেড়ে দিয়ে এই সব অপ্রাকৃত কবির কাব্য ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্ত হবেন। যেহেতু এসব দিব্য-চেতন বস্তুর অনুশীলনের দ্বারাই আমাদের চিত্ত শুদ্ধ হয়ে শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের শ্রীচরণে শুদ্ধভক্তি লাভ করতে পারে, যেটি আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। আর এই গীতি সমূহের শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারা আমরা শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের সুখবিধান করে তাঁদের কৃপালাভ করতে পারব।

তাই দেখা যাচ্ছে শ্রীগৌড়ীয়-গীতাঞ্জলি আজ সারা বিশ্বেই সুকৃতি-সম্পন্ন ভক্তগণের কণ্ঠহার রূপে সমাদর লাভ করেছেন। শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের বিশেষ ইচ্ছায় এই সংস্করণে আরো কিছু নতুন গীতি সংযোজন করা হল। সেগুলো যেমন শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও শ্রীকৃষ্ণের শতনাম, গোস্বামীগণের শোচক, সম্পূর্ণ প্রেম-ধাম-দেব স্তোত্রম্, শ্রীনামাষ্টকগীতি ইত্যাদি।

অদোষদরশী বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণে প্রার্থনা প্রকাশনার অযোগ্যতার জন্যে এই গ্রন্থে যে ভুল-ত্রুটি হয়েছে তা কৃপা-গুণে সংশোধন করে শুদ্ধ-সেবার যোগ্যতা এ অধমকে প্রদান করুণা যাতে চিরকাল শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের সেবা সুষ্ঠু-ভাবে করে জীবন সার্থক করতে পারি। ইতি—

বিনীত দীনাধম
প্রকাশক

**শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ :**

"শুদ্ধভক্ত ও শাস্ত্রের সাহায্যে আমাদের বিশ্বাসকে উন্নত করা উচিত। এই জগৎ যে অসৎ বা অস্থায়ী এবং অপ্রাকৃত জগৎ যে সৎ বা নিত্য তা বুঝতে সাধু ও শাস্ত্র আমাদেরকে সাহায্য করবেন। সেই সময় জড় জগতকে আমাদের কাছে রাত্রি মনে হবে। অপ্রাকৃত জগৎকে মনে হবে দিন। বর্তমানে অপ্রাকৃত জগৎ আমার কাছে অন্ধকারময়, আর মরণশীল এই জগতে আমরা জেগে রয়েছি। একজনের কাছে যা রাত্রিস্বরূপ অন্যের কাছে তা দিন। আইনষ্টাইন বা নিউটন যা দেখতে পেয়েছেন একজন সাধারণ লোক তা দেখতে পাবে না। একজন সাধারণ লোকের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ একজন সাধুর কাছে তা উপেক্ষিত। সুতরাং আমাদের এই জড় জগতের সুবিধা লাভকে উপেক্ষা করে সেই অপ্রাকৃত নিত্যজগতে প্রবেশ করার চেষ্টা করতে হবে।"

**শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ :**

"যজ্ঞ করতে গেলে যদি পূজারী অবশেষে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র করেছেন, তাহলে উনি ভাববেন যে, যজ্ঞটা একদম সম্পূর্ণ হয়েছে। যা কিছু করি আমাদের সব কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ত্তন সহিত করতে হবেঃ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। সব কিছু এই মন্ত্র সহিত করলে সব সম্পূর্ণ হবে এবং কৃষ্ণ ও গুরু-গৌরাঙ্গ সন্তুষ্ট হবেন।"

**শ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ :**

"আমি প্রতি দিন কীর্ত্তনগুলো গাই আপনাদের অনুশীলনের জন্য, আপনাদেরকে কীর্ত্তন করাবার জন্য। প্রতি দিন, সকালে ও সন্ধ্যায়, আমি একই কীর্ত্তন করি—কিসের জন্য ? আমি সব কীর্ত্তনগুলো করতে পারি কিন্তু আমি সেটা করি না কারণ আপনাদেরও কীর্ত্তন অনুশীলন করতে হবে। যেখানে থাকুন না কেন, আপনাদেরও সকালে ও সন্ধ্যায়

একই কীর্ত্তনগুলো করতে হবে। মাঝে মাঝে আপনারা রুচি বা স্বাদ পাচ্ছেন না, কিন্তু আপনাদের ভাবতে হবে, 'কেন আমি রুচি পাচ্ছি না ? কিছু খারাপ জিনিষ আমার মনে প্রবেশ করেছে, সেইজন্য আমি কীর্ত্তন করতে রুচি পাচ্ছি না।' কেউ হয়ত ভাল গায়ক নয়, হয়ত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র গাইতে পারে না কিন্তু কৃষ্ণ আপনাদের সুর শুনতে চান না। কৃষ্ণ জানেন আপনারা কী গাইছেন এবং আপনারা কী বলতে চান। গুরুদেব সেটা জানেন। কীর্ত্তনের অর্থ বুঝতে পারলে আপনারা বেশী আনন্দ পাবেন, তাহলে সেটা কীর্ত্তন হবে। আমরা গান গাই না—আমরা কীর্ত্তন করি। গান গাওয়া ও কীর্ত্তন করা এক জিনিষ নয়। অধিকাংশে লোকগুলো কীর্ত্তনের অর্থ না জেনে গান করে, কিন্তু অর্থ জানলে আপনারা কীর্ত্তন করতে আনন্দ অনুভব করতে পারেন। 'নিষ্ঠা' মানে আমি যা কিছু করব প্রতি দিন সেটা করব। সবার কাছে এইরকম সেবাপ্রবৃত্তি থাকে না। আজ করি, কালকে করব না—সেটা devotion (ভক্তি) নয়, সেটা emotion (মানসিক আবেগ)।

ভক্তগণের লীলাগুলো স্মরণ করতে করতে আপনাদের মন পরিষ্কার হবে। সেটা চিরকাল হতে হবে। আমাদের নিষ্ঠা দরকার। কীর্ত্তন-প্রভাবে স্মরণ হইবে : ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের লীলাগুলো আমরা কীর্ত্তন দ্বারা স্মরণ করতে পারি। যখন আপনারা 'নিতাই-পদকমল কোটীচন্দ্র-সুশীতল' গান, আপনারা নিত্যানন্দ প্রভুকে স্মরণ করতে পারেন (নিত্যানন্দ প্রভুর মুখ আপনাদের মনে আসবে)। 'গুরুদেব কৃপাবিন্দু দিয়া কর এই দাসে' গাইলে আপনারা গুরুদেবের মুখ স্মরণ করতে পারেন। কীর্ত্তনের দ্বারা আপনারা সব কিছু স্মরণ করতে পারেন। আমাদের কাছে শ্রবণ ও কীর্ত্তন মূলসাধন। একাই থাকলে আপনারা সব সময় কীর্ত্তন করবেন। আমি সব সময় সবাইকে বলি যে, আপনারা পঞ্চ কীর্ত্তন মুখস্থ করবেন : সকালে পঞ্চ কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যা সময় পঞ্চ কীর্ত্তন করবেন। সব সময় কীর্ত্তন করবেন।"

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিতিলক নিরীহ মহারাজ
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের বর্ত্তমান সভাপতি-আচার্য্য

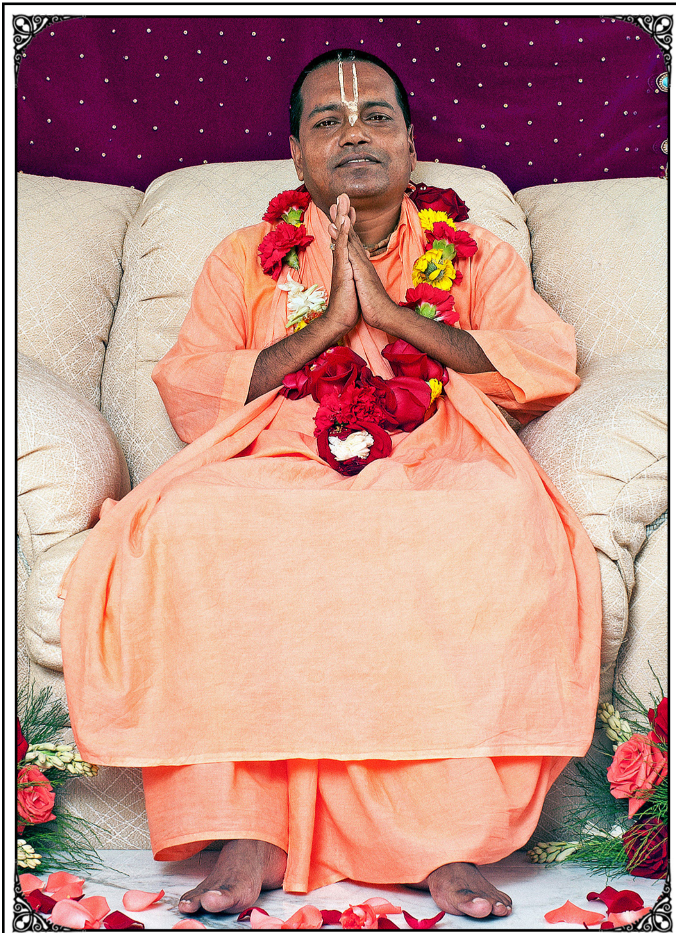

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিনির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

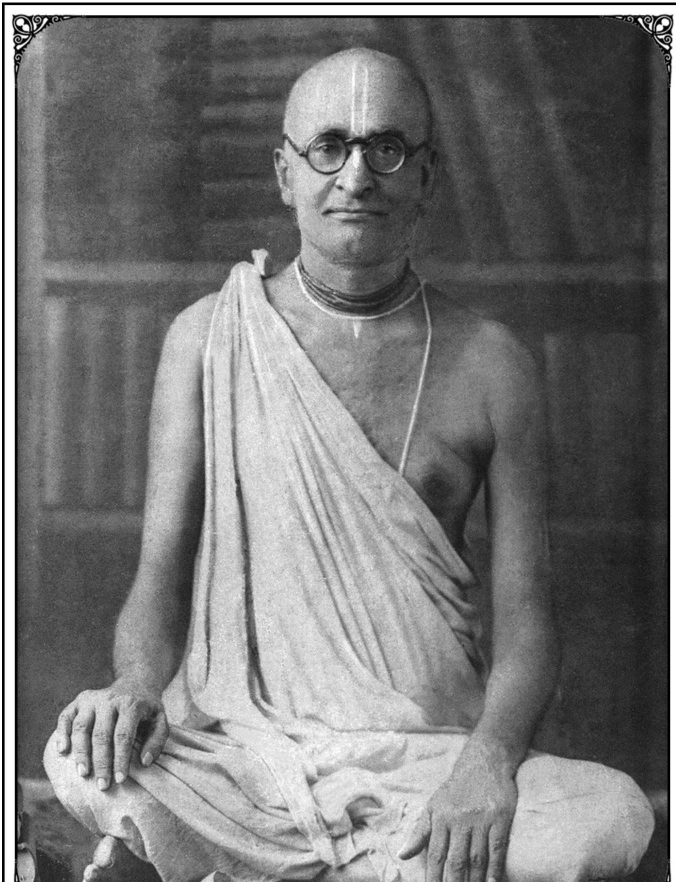

ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু

ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ

শ্রীব্রহ্ম - মাধ্ব - গৌড়ীয় - সম্প্রদায়াচার্য্যভাস্কর - শ্রীরূপানুগপ্রবর

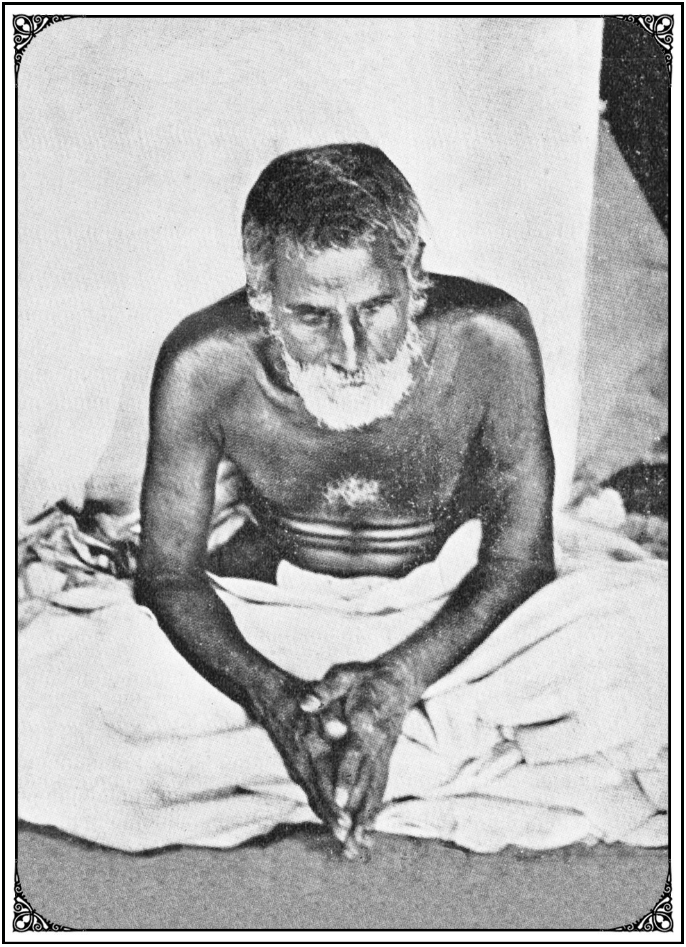

ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌর কিশোর দাস বাবাজী মহারাজ

শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর সম্বন্ধে : "আমার গুরুদেব নিজের নাম লিখতে পারতেন না তবু আমরা কখনও ভাবি নি যে, তিনি বোকা বা অশিক্ষিত মানুষ। সব বিদ্যা, সব শিক্ষা তাঁর বিশ্বাসে ছিল। উপরন্তু, এই জগতে এমন বিদ্যা নেই, এই চৌদ্দভুবনে এমন বুদ্ধি-বিবেক নেই, এমন মানুষ বা দেবতা নেই যে আমার গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের একমাত্রই ধূলীকণার চাইতে বেশি ওজন হতে পারে।"

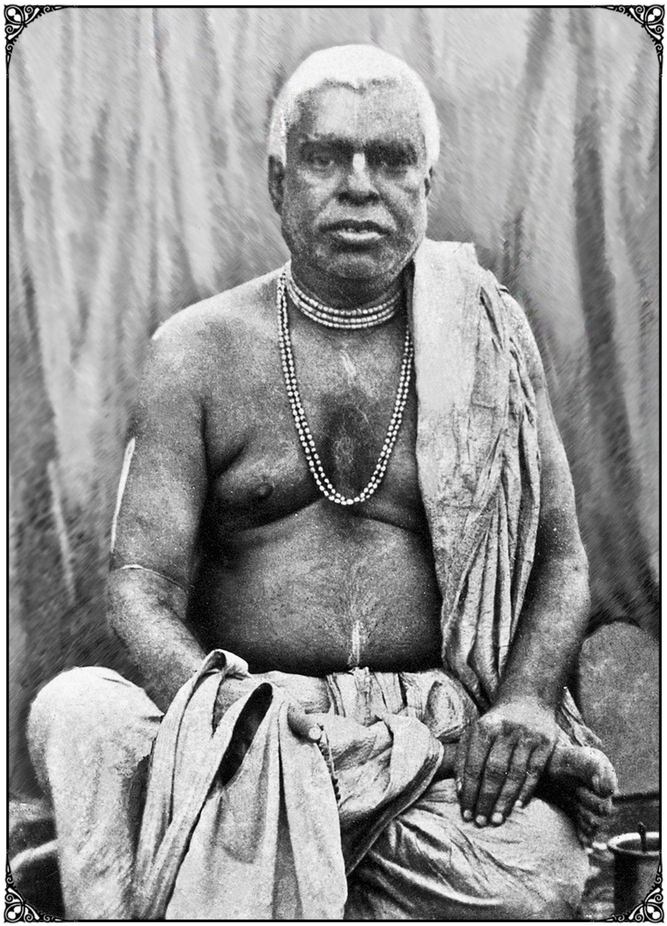

সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধসিদ্ধান্ত-ধারা পুনরাবিষ্কারক,

শ্রীগুরু-শ্রীগ্রন্থ-শ্রীগৌরধাম-শ্রীনাম-শ্রীভক্তি পরমদাতা

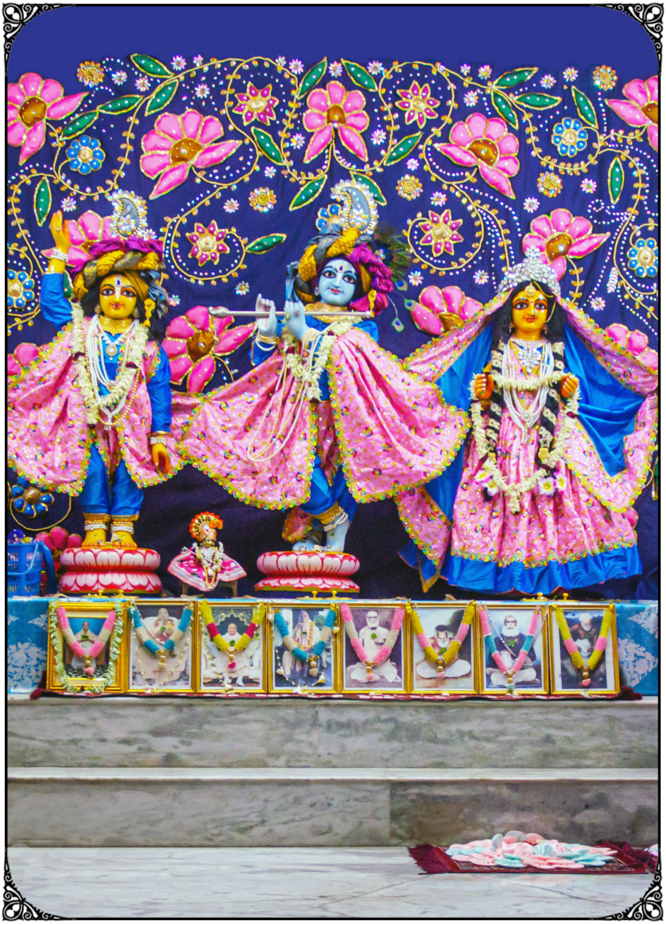

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-মদনমোহন জীউ,
শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ, শ্রীতারকেশ্বর

# — ঃ বন্দনা ঃ —

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

পূজ্য-শ্রীগুরুবর্গ-বন্দিত-মহাভাবান্বিতায়াঃ সদা
পৌর্বাপর্য্য-পরম্পরা-প্রচলিত-প্রাজ্য প্রমূর্ত্তাকৃতেঃ ।
ভক্তের্নির্ম্মল-নির্ঝরস্য নিভৃতং সংরক্ষকং সাদরম্
বন্দে শ্রীগুরুদেবম্ আনত-শিরা আচার্য্য-বর্য্যং নিজম্ ॥

গুর্ব্বাভীষ্টসুপূরকং গুরুগণৈরাশীষসংভূষিতং
চিন্ত্যাচিন্ত্যসমস্তবেদনিপুণং শ্রীরূপপন্থানুগম্ ।
গোবিন্দাভিধমুজ্জ্বলং বরতনুং ভক্ত্যন্বিতং সুন্দরং
বন্দে বিশ্বগুরুঞ্চ দিব্যভগবৎ-প্রেম্ণো হি বীজপ্রদম্ ॥

দেবং দেব্যতনুং সুছন্দবদনং বালার্কচেলাঞ্চিতং
সান্দ্রানন্দপুরং সদেকবরণং বৈরাগ্য-বিদ্যাম্বুধিম্ ।
শ্রীসিদ্ধান্তনিধিং সুভক্তিলসিতং সারস্বতানাম্বরং
বন্দে তং শুভদং মদেকশরণং ন্যাসীশ্বরং শ্রীধরম্ ॥

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতি বিদিতো গৌড়ীয়-গুর্ব্বন্বয়ে
ভাতো ভানুরিব প্রভাতগগনে যো গৌর-সংকীর্ত্তনৈঃ।
মায়াবাদ-তিমিঙ্গিলোদরগতানুদ্ধৃত্য জীবানিমান্
কৃষ্ণপ্রেম-সুধাব্ধিগাহনসুখং প্রাদাৎ প্রভুং তং ভজে॥

নমো গৌরকিশোরায় ভক্তাবধূতমূর্ত্তয়ে।
গৌরাঙ্ঘ্রিপদ্মভৃঙ্গায় রাধাভাবনিষেবিণে॥

বন্দে ভক্তিবিনোদং শ্রীগৌরশক্তিস্বরূপকম্।
ভক্তিশাস্ত্রজ্ঞসম্রাজং রাধারসসুধানিধিম্॥

গৌরব্রজাশ্রিতাশেষৈর্বৈষ্ণবৈর্বন্দ্যবিগ্রহম্।
জগন্নাথপ্রভুং বন্দে প্রেমাব্ধিং বৃদ্ধবৈষ্ণবম্॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম-প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥

জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্মম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ॥

দীব্যদ্বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ-
শ্রীমদ্রত্নাগারসিংহাসনস্থৌ।

শ্রীগান্ধর্ব্বা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ
প্রেষ্ঠালিভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥

শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ ॥

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥

অথ নত্বা মন্ত্রগুরূন্ গুরূন্ ভাগবতার্থদান্ ।
ব্যাসান্ জগদ্গুরূন্ নত্বা ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জয়ঃ সপরিকর-শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-
গোবিন্দসুন্দর-পাদপদ্মানাং জয়স্তু

# — ঃ শ্রীগুরু-বন্দনা ঃ —

কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ, হন কৃষ্ণসেবোন্মুখ,
ব্রহ্মা হৈতে নারদের মতি ।
নারদ হৈতে ব্যাস, মধ্ব কহে ব্যাস-দাস,
পূর্ণপ্রজ্ঞ পদ্মনাভ গতি ॥১॥

নৃহরি মাধব-বংশে, অক্ষোভ্য পরমহংসে,
শিষ্য বলি অঙ্গীকার করে ।

অক্ষোভ্যের শিষ্য জয়- তীর্থ নামে পরিচয়,
তাঁর দাস্যে জ্ঞানসিন্ধু তরে ॥২॥
তাঁহা হৈতে দয়ানিধি, তাঁর দাস বিদ্যানিধি,
রাজেন্দ্র হইল তাঁহা হৈতে ।
তাঁহার কিঙ্কর জয়- ধর্ম্ম নামে পরিচয়,
পরম্পরা জান ভালমতে ॥৩॥
জয়ধর্ম্ম-দাস্যে খ্যাতি, শ্রীপুরুষোত্তম-যতি,
তাঁ'হ'তে ব্রহ্মণ্যতীর্থ সূরি ।
ব্যাসতীর্থ তাঁর দাস, লক্ষ্মীপতি ব্যাসদাস,
তাঁহা হইতে মাধবেন্দ্র পুরী ॥৪॥
মাধবেন্দ্র পুরীবর, শিষ্যবর শ্রীঈশ্বর,
নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত বিভু ।
ঈশ্বরপুরীকে ধন্য, করিলেন শ্রীচৈতন্য,
জগদ্গুরু গৌর মহাপ্রভু ॥৫॥
মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য,
রূপানুগ জনের জীবন ।
বিশ্বম্ভর প্রিয়ঙ্কর, শ্রীস্বরূপ-দামোদর,
শ্রীগোস্বামী রূপ-সনাতন ॥৬॥
রূপপ্রিয় মহাজন, জীব-রঘুনাথ হন,
তাঁর প্রিয় কবি কৃষ্ণদাস ।
কৃষ্ণদাস-প্রিয়বর, নরোত্তম সেবাপর,
যাঁর পদ বিশ্বনাথ-আশ ॥৭॥

বিশ্বনাথ ভক্তসাথ, বলদেব জগন্নাথ,
তাঁর প্রিয় শ্রীভক্তিবিনোদ ।
মহাভাগবতবর, শ্রীগৌরকিশোরবর,
হরিভজনেতে যাঁর মোদ ॥৮॥
তদনুগ-মহাজন, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন-ধন,
যেবা দিল পুরি জগকাম ।
শ্রীবার্ষভানবীবরা, সদা সেব্য সেবাপরা,
তাঁহার দয়িতদাস নাম ॥৯॥
তদভিন্ন দেহদিব্য, স্বরূপ-রূপ-রঘু-জিব্য,
সদা সেব্য যাঁর পাদপদ্ম ।
সুসিদ্ধান্ত মূর্ত্তিধর, শ্রীশ্রীধর গুরুবর,
রূপানুগ-সাধুশ্রেয় সদ্ম ॥১০॥
তাঁর প্রিয় মহোহভীষ্ট, স্থাপনে সদাসচেষ্ট,
ভক্তিসুন্দর শ্রীগোবিন্দ নাম ।
তাঁর প্রিয় মনোনীত, আচার-প্রচারে রত,
ভক্তিনির্ম্মল শ্রীআচার্য্য নাম ॥১১॥
তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্যবর, গুরুসেবায় অবিরত,
ভক্তিতিলক শ্রীনিরীহ নাম ।
এই পরম্পরা ধন, সবে গৌর-নিজজন,
তাঁদের উচ্ছিষ্টে মোর কাম ॥১২॥

# শ্রীগুরুদেব-স্তুতি

জয় জয় গুরুদেব আচার্য্য নির্ম্মল।
কোলদ্বীপ মাঝে তোমার লীলা অবিরল ॥১॥
তুমি ভক্তি নির্ম্মল তোমার করুণা নির্ম্মল।
তোমার মত গুরু পাওয়া ভুবনে বিরল ॥২॥
তুমি দয়াল তুমি মুক্ত তুমি করুণাময়।
গোলোক মাঝারে তোমার মহিমা যে গায় ॥৩॥
গুরু-কৃপায় তুমি কর আসন অলঙ্কৃত।
অধম জনেরে কৃপা কর অবিরত ॥৪॥
মহাপ্রভুর কথা মত গ্রামে গঞ্জে গিয়া।
হরিনামে ভুবনখানি দিলে যে ভরিয়া ॥৫॥
পরম্পরা-ধারা তুমি কর আলোকিত।
সূর্য্যের কিরণের মত ত্রিভুবন ভূষিত ॥৬॥
গুরু-আজ্ঞায় বহু-দেশে মন্দির স্থাপিয়া।
মহাপ্রভুর শিক্ষা তুমি দিলে যে বিলাইয়া ॥৭॥
পাপি-তাপি যত ছিল প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে।
ভকতি-সিদ্ধান্ত-ধারা পৌঁছে দিলে এসে ॥৮॥
পতিত-পাবন তুমি করুণার সিন্ধু।
অধম জনার তুমি অগতির বন্ধু ॥৯॥
মত্ত মাতঙ্গ গতি মধুর মন্দ হাস।
যেন তুমি অবধূত নিতাইয়ের প্রকাশ ॥১০॥
কীর্ত্তন করহ তুমি জীবের লাগিয়া।

চেতন করাও তুমি কৃষ্ণনাম দিয়া ॥১১॥
ঝলমল আঁখি যেন পূর্ণ-শশধর ।
কোথাও না দেখি এমন দয়ার সাগর ॥১২॥
প্রেম-রসে ভাসাইলা অখিল সংসার ।
ডুবিল কোলদ্বীপ জাহ্নবীর ধার ॥১৩॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর আদি ভাবে মনে মনে ।
অনন্ত ভাবেন যারে সহস্রবদনে ॥১৪॥
তোমার মুরতি সদা করিব আরতি ।
নয়ন ভরিয়া সেই হেরিব মুরতি ॥১৫॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে কীর্ত্তন ।
এ অধম মাগে সদা তাঁহার চরণ ॥১৬॥

## শ্রীগুরু-আরতি

জয় জয় গুরুদেবের আরতি উজ্জ্বল ।
গোবর্দ্ধন-পাদপীঠে ভুবন-মঙ্গল ॥১॥
শ্রীভক্তিসুন্দর দেব প্রভু শিরোমণি ।
গোস্বামী গোবিন্দ জয় আনন্দের খনি ॥২॥
আজানুলম্বিত ভুজ দিব্য কলেবর ।
অনন্ত প্রতিভা ভরা দিব্য গুণধর ॥৩॥
গৌর-কৃষ্ণে জানি তব অভিন্ন স্বরূপ ।
সংসার তারিতে এবে শুদ্ধ-ভক্তরূপ ॥৪॥

রূপানুগ-ধারা তুমি কর আলোকিত।
প্রভাকর সম প্রভা ভুবন-বিদিত ॥৫॥
শুদ্ধ ভক্তি প্রচারিতে তোমা সম নাই।
অকলঙ্ক ইন্দু যেন দয়াল নিতাই ॥৬॥
উল্লসিত বিশ্ববাসী লভে প্রেমধন।
আনন্দে নাচিয়া গাহে তব গুণগণ ॥৭॥
স্থাপিলা আশ্রম বহু জগত মাঝারে।
পরমহংস-ধর্ম্ম-জ্ঞান-শিক্ষার প্রচারে ॥৮॥
চিন্ত্যাচিন্ত্য-বেদজ্ঞানে তুমি অধিকারী।
সকল সংশয় ছেত্ত্বা সুসিদ্ধান্তধারী ॥৯॥
তোমার মহিমা গাহে গোলোক মণ্ডলে।
নিত্য-সিদ্ধ পরিকরে তব লীলাস্থলে ॥১০॥
পতিত-পাবন তুমি দয়ার সমীর।
সর্ব্বকার্য্যে সুনিপুণ সত্য-সুগম্ভীর ॥১১॥
অপূর্ব্ব লেখনী ধারা প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য।
সদা হাস্য মিষ্ট ভাষী সুশীল কবিত্ব ॥১২॥
সাধুসঙ্গে সদানন্দী সরল বিনয়ী।
সভামধ্যে বক্তা শ্রেষ্ঠ সর্ব্বত্র বিজয়ী ॥১৩॥
গৌড়ীয় গগনে তুমি আচার্য্য-ভাস্কর।
নিরন্তর সেবাপ্রিয় মিষ্ট কণ্ঠস্বর ॥১৪॥
তোমার করুণা মাগে ত্রিকাল বিলাসে।
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সেবামাত্র আসে ॥১৫॥

কৃপা কর ওহে প্রভু শ্রীগৌর-প্রকাশ।
আরতি করয়ে সদা এ অধম দাস ॥১৬॥

---

## শ্রীগুরু-আরতি-স্তুতি

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

জয় 'গুরু-মহারাজ' যতিরাজেশ্বর।
শ্রীভক্তিরক্ষক দেব-গোস্বামী শ্রীধর ॥১॥
পতিতপাবন-লীলা বিস্তারি ভুবনে।
নিস্তারিলা দীনহীন আপামর জনে ॥২॥
তোমার করুণাঘন মুরতি হেরিয়া।
প্রেমে ভাগ্যবান জীব পড়ে মুরছিয়া ॥৩॥
সুদীর্ঘ সুপীব্য দেহ দিব্য-ভাবাশ্রয়।
দিব্যজ্ঞান-দীপ্তনেত্র দিব্যজ্যোতির্ম্ময় ॥৪॥
সুবর্ণ-সূরজ-কান্তি অরুণ-বসন।
তিলক, তুলসীমালা, চন্দন-ভূষণ ॥৫॥
অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গশোভা করে ঝলমল।
ঔদার্য্য-উন্নতভাব মাধুর্য্য-উজ্জ্বল ॥৬॥
অচিন্ত্যপ্রতিভা, স্নিগ্ধ, গম্ভীর, উদার।
জড়জ্ঞান-গিরিবজ্র দিব্য-দীক্ষাধার ॥৭॥
গৌর-সংকীর্ত্তন-রাস-রসের আশ্রয়।
'দয়াল নিতাই' নামে নিত্য প্রেমময় ॥৮॥

সাঙ্গোপাঙ্গে গৌরধামে নিত্য-পরকাশ ।
গুপ্ত-গোবর্দ্ধনে দিব্য-লীলার বিলাস ॥৯॥
গৌড়ীয়-আচার্য্য-গোষ্ঠী-গৌরব-ভাজন ।
গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তমণি কণ্ঠ-বিভূষণ ॥১০॥
গৌর-সরস্বতী-স্ফূর্ত্ত সিদ্ধান্তের খনি ।
আবিষ্কৃত গায়ত্রীর অর্থ-চিন্তামণি ॥১১॥
একতত্ত্ব বর্ণনেতে নিত্য-নবভাব ।
সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য, এসব প্রভাব ॥১২॥
তোমার সতীর্থবর্গ সবে একমতে ।
রূপ-সরস্বতী ধারা দেখেন তোমাতে ॥১৩॥
তুলসীমালিকা হস্তে শ্রীনাম-গ্রহণ ।
দেখি' সকলের হয় 'প্রভু' উদ্দীপন ॥১৪॥
কোটীচন্দ্র-সুশীতল ও পদ ভরসা ।
গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দলীলামৃত-লাভ-আশা ॥১৫॥
অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রকাশ ।
সানন্দে আরতি স্তুতি করে দীন দাস ॥১৬॥

— — —

## শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্ম-স্তবকঃ

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং
যুগধর্ম্মধুরন্ধর-পাত্রবরম্ ।

বরদাভয়দায়ক-পূজ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১॥

ভজনোর্জ্জিতসজ্জনসঙ্ঘপতিং
পতিতাধিককারুণিকৈকগতিম্ ।
গতিবঞ্চিতবঞ্চকাচিন্ত্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥২॥

অতিকোমলকাঞ্চনদীর্ঘতনুং
তনুনিন্দিতহেমমৃণালমদম্ ।
মদনার্ব্বুদবন্দিতচন্দ্রপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৩॥

নিজসেবকতারকরঞ্জিবিধুং
বিধুতাহিত-হুঙ্কৃতসিংহবরম্ ।
বরণাগতবালিশ-শন্দপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৪॥

বিপুলীকৃতবৈভবগৌরভুবং
ভুবনেষু বিকীর্ত্তিত-গৌরদয়ম্ ।
দয়নীয়গণার্পিত-গৌরপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৫॥

চিরগৌরজনাশ্রয়বিশ্বগুরুং
গুরুগৌরকিশোরকদাস্যপরম্ ।
পরমাদৃতভক্তিবিনোদপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৬॥

রঘুরূপসনাতনকীর্ত্তিধরং
ধরণীতলকীর্ত্তিতজীবকবিম্ ।
কবিরাজ-নরোত্তমসখ্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৭॥

কৃপয়া হরিকীর্ত্তনমূর্ত্তিধরং
ধরণীভরহারক-গৌরজনম্ ।
জনকাধিকবৎসলস্নিগ্ধপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৮॥

শরণাগতকিঙ্করকল্পতরুং
তরুধিক্কৃতধীরবদান্যবরম্ ।
বরদেন্দ্রগণার্চ্চিতদিব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥৯॥

পরহংসবরং পরমার্থপতিং
পতিতোদ্ধরণে কৃতবেশযতিম্ ।
যতিরাজগণৈঃ পরিসেব্যপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১০॥

বৃষভানুসুতাদয়িতানুচরং
চরণাশ্রিত-রেণুধরস্তমহম্ ।
মহদদ্ভুতপাবনশক্তিপদং
প্রণমামি সদা প্রভুপাদপদম্ ॥১১॥

## শ্রীশ্রীপ্রভুপাদপদ্মস্তবকের বঙ্গানুবাদ

কোটি কোটি সুজনকর্ত্তৃক আরাধিত শ্রীপাদপদ্মযুগ, (কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনরূপ) যুগধর্ম্মসংস্থাপক, (বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার) পাত্ররাজ, (নিখিল জীবের) ভয়হরণকারিগণের মনোঽভীষ্টপ্রদাতা সর্ব্বপূজ্য শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১॥

ভজনসমৃদ্ধ সুজনগণের অধিপতি, পতিতজনের প্রতি অধিক করুণাময় ও তাঁহাদের একমাত্র গতি এবং বঞ্চকগণের বঞ্চনাকারী গতিবিশিষ্ট অচিন্ত্যচরণে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥২॥

অতি কোমল সুবর্ণবর্ণ দীর্ঘতনুকে আমি প্রণাম করি—যাঁহার তনু কর্ত্তৃক স্বর্ণময় মৃণালের মত্ততা নিন্দিত হইতেছে। কোটি কোটি মদন কর্ত্তৃক বন্দিত নখচন্দ্রসমূহ যে শ্রীগুরুপাদপদ্মের শোভা বিস্তার করিতেছে, আমার প্রভুর সেই পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৩॥

তারকরঞ্জন চন্দ্রের ন্যায় যিনি নিজ সেবকমণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদের চিত্ত প্রফুল্লিত করিয়া থাকেন, ভক্তিদ্বেষিগণ যাঁহার হুঙ্কারে বিদ্রাবিত হয় এবং নিরীহ জনগণ যাঁহার পাদপদ্ম বরণ করিয়া পরম কল্যাণ লাভ করেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৪॥

যিনি শ্রীগৌরধামের বিপুল বৈভবশোভা প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গের মহাবদান্যতার কথা যিনি নিখিল ভুবনে বিঘোষিত করিয়াছেন এবং নিজ কৃপাভাজন জনের হৃদয়ে যিনি শ্রীগৌরপাদপদ্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৫॥

যিনি গৌরাশ্রিত জনগণের নিত্য আশ্রয়স্থল ও জগদ্‌গুরু, যিনি নিজ গুরু শ্রীগৌরকিশোরের সেবাপরায়ণ এবং যিনি শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্বন্ধমাত্রে পরমাদরবিশিষ্ট, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৬॥

যিনি শ্রীরূপসনাতন ও রঘুনাথের কীর্ত্তিকেতন উত্তোলন করিয়া বিরাজমান, এই ধরণীতলে যাঁহাকে পাণ্ডিত্যপ্রতিভাময় শ্রীজীবের অভিন্নতনু বলিয়া অনেকে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন এবং যিনি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তমের সমপ্রাণ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৭॥

জীবের প্রতি কৃপা করিয়া যিনি মূর্ত্তিমান্ হরিকীর্ত্তন-স্বরূপে প্রকাশিত, ধরণীর অপরাধভার-বিদূরণকারী শ্রীগৌরপার্ষদ এবং জীবের প্রতি জনকাপেক্ষাও অধিক বাৎসল্যের সুকোমল আকরকে আমি প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৮॥

শরণাগত কিঙ্করগণের (অভীষ্টপ্রদানে) যিনি কল্পতরুসদৃশ, বৃক্ষকেও ধিক্কারকারী যাঁহার বদান্যতা ও সহিষ্ণুতা এবং বরদশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণও যাঁহার দিব্য শ্রীপাদপদ্মের পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহাকে প্রণাম করি; আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৯॥

পরমহংসকুলতিলক, পরমপুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসম্পত্তির যিনি অধিপতি, পতিতকুলের উদ্ধার নিমিত্ত যিনি যতিবেশ (ভিক্ষুবেশ) ধারণকারী এবং শ্রেষ্ঠ ত্রিদণ্ডী যতিগণ যাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবা করিতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম করি, আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১০॥

যিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর পরম প্রিয় অনুচর, যাঁহার শ্রীচরণরেণু আমি মস্তকে ধারণ করিবার সৌভাগ্যের অভিমান করিতেছি, সেই অদ্ভুত পাবনীশক্তিসম্পন্ন শ্রীপাদপদ্মে আমি প্রণাম করি—আমার প্রভুর পদনখজ্যোতিঃপুঞ্জকে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১১॥

---

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম, কেবলভকতিসদ্ম,
বন্দোঁ মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই,
কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাঁহা হৈতে ॥১॥

গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, সেই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥২॥

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্য জ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে,
বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥৩॥

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, অধম জনার বন্ধু,
লোকনাথ লোকের জীবন।
হা হা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
এ অধম লইল শরণ ॥৪॥

# শ্রীগুর্ব্বষ্টকম্

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠক্কুর বিরচিতম্)

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-
ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥১॥

মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-
বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গ-ভাজো
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥২॥

শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-
শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৩॥

চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-
স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৪॥

শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-
মাধুর্য্যলীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।

প্রতিক্ষণাস্বাদন-লোলুপস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৫॥

নিকুঞ্জযূনো রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ
র্যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতি-বল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৬॥

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৭॥

যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ-প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদাৎ ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥৮॥

শ্রীমদ্ গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈ-
র্ব্রাহ্মে মুহুর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥৯॥

গুরুদেব !
কৃপাবিন্দু দিয়া, কর এই দাসে,
তৃণাপেক্ষা অতি দীন ।
সকল সহনে, বল দিয়া কর,
নিজমানে স্পৃহাহীন ॥১॥
সকলে সম্মান, করিতে শকতি,
দেহ নাথ যথাযথ ।
তবে ত' গাইব, হরিনাম সুখে,
অপরাধ হবে হত ॥২॥
কবে হেন কৃপা, লভিয়া এ জন,
কৃতার্থ হইবে নাথ ।
শক্তিবুদ্ধিহীন, আমি অতি দীন,
কর মোরে আত্মসাথ ॥৩॥
যোগ্যতা বিচারে, কিছু নাহি পাই,
তোমার করুণা সার ।
করুণা না হৈলে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
প্রাণ না রাখিব আর ॥৪॥

— — —

গুরুদেব !
বড় কৃপা করি', গৌড়বন-মাঝে,
গোদ্রুমে দিয়াছ স্থান ।

আজ্ঞা দিল মোরে, এই ব্রজে বসি’,
হরিনাম কর গান ॥১॥
কিন্তু কবে প্রভো, যোগ্যতা অর্পিবে,
এ দাসেরে দয়া করি’।
চিত্ত স্থির হবে, সকল সহিব,
একান্তে ভজিব হরি ॥২॥
শৈশব-যৌবনে, জড়সুখ-সঙ্গে,
অভ্যাস হইল মন্দ।
নিজকর্ম্ম-দোষে, এ দেহ হইল,
ভজনের প্রতিবন্ধ ॥৩॥
বার্দ্ধক্যে এখন, পঞ্চরোগে হত,
কেমনে ভজিব বল’।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তোমার চরণে,
পড়িয়াছি সুবিহ্বল ॥৪॥

---

গুরুদেব! কবে তব করুণা প্রকাশে।
শ্রীগৌরাঙ্গলীলা, হয় নিত্যতত্ত্ব,—
এই দৃঢ় বিশ্বাসে।
‘হরি’ ‘হরি’ বলি’, গোদ্রুম কাননে,
ভ্রমিব দর্শন আশে ॥১॥

নিতাই, গৌরাঙ্গ, অদ্বৈত, শ্রীবাস,
গদাধর — পঞ্চজন ।
কৃষ্ণনাম-রসে, ভাসা'বে জগৎ,
করি' মহাসংকীর্ত্তন ॥২॥
নর্ত্তন-বিলাস, মৃদঙ্গ-বাদন,
শুনিব আপন কাণে ।
দেখিয়া দেখিয়া, সে লীলা-মাধুরী,
ভাসিব প্রেমের বানে ॥৩॥
না দেখি' আবার, সে লীলা-রতন,
কাঁদি 'হা গৌরাঙ্গ' বলি' ।
আমারে বিষয়ী, 'পাগল' বলিয়া,
অঙ্গেতে দিবেক ধূলি ॥৪॥

— — —

গুরুদেব ! কবে মোর সেই দিন হবে ?
মন স্থির করি', নির্জ্জনে বসিয়া,
কৃষ্ণনাম গা'ব যবে ।
সংসার-ফুকার, কাণে না পশিবে,
দেহ-রোগ দূরে রবে ॥১॥
'হরে কৃষ্ণ' বলি', গাহিতে গাহিতে,
নয়নে বহিবে লোর ।
দেহেতে পুলক, উদিত হইবে,
প্রেমেতে করিবে ভোর ॥২॥

গদ-গদ বাণী, মুখে বাহিরিবে,
কাঁপিবে শরীর মম।
ঘর্ম্ম মুহুর্ম্মহুঃ, বিবর্ণ হইবে,
স্তম্ভিত প্রলয়-সম ॥৩॥
নিষ্কপটে হেন, দশা কবে হ'বে,
নিরন্তর নাম গা'ব।
আবেশে রহিয়া, দেহযাত্রা করি',
তোমার করুণা পাব ॥৪॥

———

গুরুদেবে ব্রজবনে, ব্রজভূমিবাসিজনে,
শুদ্ধভক্তে আর বিপ্রগণে।
ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, যুগল-ভজনকামে,
কর রতি অপূর্ব্ব যতনে ॥১॥

ধরি মন ! চরণে তোমার।
জানিয়াছি এবে সার, কৃষ্ণভক্তি বিনা আর,
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ॥২॥

কর্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ, সকলই ত কর্ম্মভোগ,
কর্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে।
সকল ছাড়িয়া ভাই, শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই,
যাঁর কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥৩॥

ছাড়ি' দম্ভ অনুক্ষণ, স্মর অষ্টতত্ত্ব মন,
কর তাহে নিস্কপট রতি ।
সেই রতি প্রার্থনায়, শ্রীদাসগোস্বামী-পায়,
এ ভক্তিবিনোদ করে নতি ॥৪॥

— — —

শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ, সেই মোর সম্পদ,
সেই মোর ভজন-পূজন ।
সেই মোর প্রাণ-ধন, সেই মোর আভরণ,
সেই মোর জীবনের জীবন ॥১॥
সেই মোর রসনিধি, সেই মোর বাঞ্ছাসিদ্ধি,
সেই মোর বেদের ধরম ।
সেই ব্রত, সেই তপ, সেই মোর মন্ত্র জপ,
সেই মোর ধরম করম ॥২॥
অনুকূল হবে বিধি, সে-পদে হইবে সিদ্ধি,
নিরখিব এ দুই নয়নে ।
সে রূপমাধুরী-রাশি, প্রাণ-কুবলয়-শশী,
প্রফুল্লিত হবে নিশিদিনে ॥৩॥
তুয়া-অদর্শন-অহি, গরলে জারল দেহি,
চিরদিন তাপিত জীবন ।
হা হা প্রভু ! কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
নরোত্তম লইল শরণ ॥৪॥

— — —

# — ঃ শ্রীবৈষ্ণব-বন্দনা ঃ —

(ওহে) বৈষ্ণব ঠাকুর, দয়ার সাগর,
এ দাসে করুণা করি' ।
দিয়া পদছায়া, শোধ হে আমারে,
তোমার চরণ ধরি ॥১॥

ছয় বেগ দমি', ছয় দোষ শোধি',
ছয় গুণ দেহ দাসে ।
ছয় সৎসঙ্গ, দেহ হে আমারে,
বসেছি সঙ্গের আশে ॥২॥

একাকী আমার, নাহি পায় বল,
হরিনাম সংকীর্ত্তনে ।
তুমি কৃপা করি', শ্রদ্ধাবিন্দু দিয়া,
দেহ কৃষ্ণ-নাম-ধনে ॥৩॥

কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার,
তোমার শকতি আছে ।
আমি ত' কাঙ্গাল, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি',
ধাই তব পাছে পাছে ॥৪॥

ছয় বেগ : বাক্যবেগ, মনবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ ।

ছয় দোষ : অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ, লৌল্য ।

ছয় গুণ : উৎসাহ, নিশ্চয়, ধৈর্য্য, ভক্তিপোষক কর্ম্ম, সঙ্গত্যাগ, সদ্‌বৃত্তি ।

ছয় সৎসঙ্গ : দদাতি, প্রতিগৃহ্ণাতি, গুহ্যমাখ্যাতি, পৃচ্ছতি, ভুঙ্‌ক্তে, ভোজয়তে ।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই ॥১॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥২॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ ॥৩॥
হরিস্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমাস্থানে অপরাধে নাহিক এড়ান ॥৪॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরান ॥৫॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি ॥৬॥

— — —

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ, অবনীর সুসম্পদ,
শুন ভাই হঞা এক মন।
আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ ॥১॥
বৈষ্ণব চরণ-জল, প্রেমভক্তি দিতে বল,
আর কেহ নহে বলবন্ত।
বৈষ্ণব-চরণ-রেণু, মস্তকে ভূষণ বিনু,
আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥২॥

তীর্থজল পবিত্র গুণে, লিখিয়াছে পুরাণে,
সে সব ভক্তির প্রবঞ্চন।
বৈষ্ণবের পাদোদক, সম নহে এই সব,
যাতে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৩॥
বৈষ্ণব সঙ্গেতে মন, আনন্দিত অনুক্ষণ,
সদা হয় কৃষ্ণ পরসঙ্গ।
দীন নরোত্তম কান্দে, হিয়া ধৈর্য্য নাহি বান্ধে,
মোর দশা কেন হৈল ভঙ্গ ॥৪॥

———

ঠাকুর বৈষ্ণবগণ ! করি এই নিবেদন,
মো বড় অধম দুরাচার।
দারুণ-সংসার-নিধি, তাহে ডুবাইল বিধি,
কেশে ধরি' মোরে কর পার ॥১॥
বিধি বড় বলবান্, না শুনে ধরম জ্ঞান,
সদাই করম-পাশে বান্ধে।
না দেখি তারণ লেশ, যত দেখি সব ক্লেশ,
অনাথ কাতরে তেঁই কান্দে ॥২॥
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, অভিমান সহ,
আপন আপন স্থানে টানে।
ঐছন আমার মন, ফিরে যেন অন্ধজন,
সুপথ বিপথ নাহি জানে ॥৩॥

না লইনু সৎ মত, অসতে মজিল চিত্ত,
তুয়া পায়ে না করিনু আশ ।
নরোত্তম দাসে কয়, দেখি শুনি লাগে ভয়,
তরাইয়া লহ নিজ পাশ ॥৪॥

— — —

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর ।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর ॥১॥
'আমি ত বৈষ্ণব', এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি ।
প্রতিষ্ঠাশা আসি', হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী ॥২॥
তোমার কিঙ্কর, আপনে জানিব,
'গুরু' -অভিমান ত্যজি' ।
তোমার উচ্ছিষ্ট, পদজলরেণু,
সদা নিষ্কপটে ভজি ॥৩॥
নিজে শ্রেষ্ঠ জানি', উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হবে অভিমান-ভার ।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কা'র ॥৪॥
অমানী মানদ, হইলে কীর্ত্তনে,
অধিকার দিবে তুমি ।

তোমার চরণে, নিষ্কপটে আমি,
কাঁদিয়া লুটিব ভূমি ॥৫॥

---

কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে রতি না হৈল আমার ॥১॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশমাত্র রতি না জন্মিল ॥২॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হইনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফেরে মায়া সে পিশাচী ॥৩॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুকৃপা বিনা আর না দেখি উপায় ॥৪॥
অদোষ-দরশি প্রভু পতিত-উদ্ধার।
এইবার নরোত্তমে করহ নিস্তার ॥৫॥

---

ধন মোর নিত্যানন্দ, পতি মোর গৌরচন্দ্র,
প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
অদ্বৈত আচার্য্য বল, গদাধর মোর কুল,
নরহরি বিলসই মোর ॥১॥
বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।

বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে,
মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥২॥
বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মনোনিষ্ঠ,
বৈষ্ণবের নামেতে উল্লাস ।
বৃন্দাবনে চবুতরা, তাহে মোর মনোঘেরা,
কহে দীন নরোত্তম দাস ॥৩॥

---

মন, তুমি তীর্থে সদা রত ।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তীয়া,
দ্বারাবতী আর আছে যত ॥১॥
তুমি চাহ ভ্রমিবারে, এ সকল বারে বারে,
মুক্তিলাভ করিবার তরে ।
সে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম,
চিত্ত স্থির তীর্থে নাহি করে ॥২॥
তীর্থফল সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অন্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর ।
যথা সাধু, তথা তীর্থ, স্থির করি' নিজ চিত্ত,
সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥৩॥
যে তীর্থে বৈষ্ণব নাই, সে তীর্থেতে নাহি যাই,
কি লাভ হাঁটিয়া দূরদেশ ।

যথায় বৈষ্ণবগণ, সেই স্থান বৃন্দাবন,
সেই স্থানে আনন্দ অশেষ ॥৪॥
কৃষ্ণভক্তি যেই স্থানে, মুক্তিদাসী সেইখানে,
সলিল তথায় মন্দাকিনী ।
গিরি তথা গোবর্দ্ধন, ভূমি তথা বৃন্দাবন,
আবির্ভূতা আপনি হ্লাদিনী ॥৫॥
বিনোদ কহিছে ভাই, ভ্রমিয়া কি ফল পাই,
বৈষ্ণব-সেবন মোর ব্রত ॥৬॥

———

ভজ রে ভজ রে আমার মন অতি মন্দ ।
(ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ওহে আমার মূঢ় মন ভজন বিনা গতি নাই রে)
(ভজ) ব্রজবনে রাধাকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ॥১॥
(জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)
(শুদ্ধরাগ-পথ ধরি' জ্ঞান-কর্ম্ম পরিহরি' রে)
(ভজ) গৌর-গদাধরাদ্বৈত-গুরু-নিত্যানন্দ ।
(গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(গুরু কৃষ্ণপ্রিয় জেনে গৌর-কৃষ্ণে অভেদ জেনে রে)
(স্মর) শ্রীনিবাস, হরিদাস, মুরারি, মুকুন্দ ॥২॥
(গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)
(শ্রীনিবাস হরিদাসে গৌরপ্রেমে স্মর স্মর রে)

(স্মর) রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথ-দ্বন্দ্ব ।
(যদি ভজন করবে রে)
(রূপ-সনাতনে স্মর যদি ভজন করবে রে)
(স্মর) রাঘব-গোপালভট্ট-স্বরূপ-রামানন্দ ॥৩॥
(কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(রাঘব গোপালভট্টে স্মর কৃষ্ণপ্রেম যদি চাও রে)
(স্মর) গোষ্ঠীসহ কর্ণপুর সেন-শিবানন্দ ।
(অজস্রে স্মর স্মর রে)
(গোষ্ঠীসহ সেন-শিবানন্দ অজস্রে স্মর স্মর রে)
(স্মর) রূপানুগ সাধুজন ভজন-আনন্দ ॥৪॥
(ব্রজে বাস যদি চাও রে)
(রূপানুগ সাধুজনে স্মর ব্রজে বাস যদি চাও রে)

— — —

## বৈষ্ণব কে ?

(প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর রচিত)

দুষ্ট মন ! তুমি কিসের বৈষ্ণব ?
প্রতিষ্ঠার তরে, নির্জ্জনের ঘরে,
তব হরিনাম কেবল কৈতব ॥১॥
জড়ের প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
জান না কি তাহা মায়ার বৈভব ?

কনক-কামিনী, দিবস-যামিনী,
ভাবিয়া কি কাজ, অনিত্য সে সব ॥২॥
তোমার কনক, ভোগের জনক,
কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।
কামিনীর কাম, নহে তব ধাম,
তাহার মালিক কেবল যাদব ॥৩॥
প্রতিষ্ঠাশা-তরু, জড়মায়ামরু,
না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব।
বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা, তাতে কর নিষ্ঠা,
তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব ॥৪॥
হরিজনদ্বেষ, প্রতিষ্ঠাশাক্লেশ,
কর কেন তবে তাহার গৌরব।
বৈষ্ণবের পাছে, প্রতিষ্ঠাশা আছে,
তাত কভু নহে অনিত্য বৈভব ॥৫॥
সে হরিসম্বন্ধ, শূন্য-মায়াগন্ধ,
তাহা কভু নয় জড়ের কৈতব।
প্রতিষ্ঠা-চণ্ডালী, নির্জ্জনতা-জালি,
উভয়ে জানিহ মায়িক রৌরব ॥৬॥
কীর্ত্তন ছাড়িব, প্রতিষ্ঠা মাগিব,
কি কাজ ঢুঁড়িয়া তাদৃশ গৌরব।
মাধবেন্দ্রপুরী, ভাব-ঘরে চুরি,
না করিল কভু সদাই জানব ॥৭॥

তোমার প্রতিষ্ঠা, শূকরের বিষ্ঠা,
তার-সহ সম কভু না মানব।
মৎসরতা-বশে, তুমি জড়রসে,
ম'জেছ ছাড়িয়া কীর্ত্তনসৌষ্ঠব ॥৮॥
তাই দুষ্ট মন, নির্জ্জন ভজন,
প্রচারিছ ছলে কুযোগী-বৈভব।
প্রভু সনাতনে, পরম যতনে,
শিক্ষা দিল যাহা, চিন্ত' সেই সব ॥৯॥
সেই দুটি কথা, ভুল' না সর্ব্বথা,
উচ্চৈঃস্বরে কর হরিনাম-রব।
ফল্গু, আর যুক্ত, বদ্ধ, আর মুক্ত,
কভু না ভাবিহ 'একাকার' সব ॥১০॥
কনক-কামিনী, প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী,
ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত বৈষ্ণব।
সেই অনাসক্ত, সেই শুদ্ধ ভক্ত,
সংসার তথা পায় পরাভব ॥১১॥
যথাযোগ্য ভোগ, নাহি তথা রোগ,
অনাসক্ত সেই, কি আর কহব।
আসক্তিরহিত, সম্বন্ধসহিত,
বিষয়সমূহ সকলি মাধব ॥১২॥
সে যুক্ত-বৈরাগ্য, তাহা ত সৌভাগ্য,
তাহাই জড়েতে হরির বৈভব।

কীর্ত্তনে যাহার, প্রতিষ্ঠাসম্ভার,
তাহার সম্পত্তি কেবল কৈতব ॥১৩॥
বিষয়-মুমুক্ষু, ভোগের বুভুক্ষু,
দু'য়ে ত্যজ মন, দুই অবৈষ্ণব।
কৃষ্ণের সম্বন্ধ, অপ্রাকৃত স্কন্ধ,
কভু নহে তাহা জড়ের সম্ভব ॥১৪॥
মায়াবাদী জন, কৃষ্ণেতর মন,
মুক্ত অভিমানে সে নিন্দে বৈষ্ণব।
বৈষ্ণবের দাস, তব ভক্তি আশ,
কেন বা ডাকিছ নির্জ্জন আহব ॥১৫॥
যে ফল্গু-বৈরাগী, কহে নিজে ত্যাগী,
সে না পারে কভু হইতে বৈষ্ণব।
হরিপদ ছাড়ি', নির্জ্জনতা বাড়ি',
লভিয়া কি ফল, ফল্গু সে বৈভব ॥১৬॥
রাধা-দাস্যে রহি, ছাড় ভোগ-অহি,
প্রতিষ্ঠাশা নহে কীর্ত্তনগৌরব।
রাধা-নিত্যজন, তাহা ছাড়ি' মন,
কেন বা নির্জ্জন-ভজনকৈতব ॥১৭॥
ব্রজবাসীগণ, প্রচারক ধন,
প্রতিষ্ঠা-ভিক্ষুক তারা নহে শব।
প্রাণ আছে তার, সে হেতু প্রচার,
প্রতিষ্ঠাশাহীন-কৃষ্ণগাথা সব ॥১৮॥

শ্রীদয়িতদাস, কীর্ত্তনেতে আশ,
কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব ।
কীর্ত্তন-প্রভাবে, স্মরণ হইবে,
সে কালে ভজন নির্জ্জন সম্ভব ॥১৯॥

—— —— ——

# বিরহ-গীতি

যে আনিল প্রেমধন করুণা প্রচুর ।
হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য্য ঠাকুর ॥১॥
কাঁহা মোর স্বরূপ রূপ কাঁহা সনাতন ।
কাঁহা দাস রঘুনাথ পতিতপাবন ॥২॥
কাঁহা মোর ভট্টযুগ কাঁহা কবিরাজ ।
এককালে কোথা গেলা গোরা নটরাজ ॥৩॥
পাষাণে কুটিব মাথা অনলে পশিব ।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥৪॥
সে সব সঙ্গীর সঙ্গে যে কৈল বিলাস ।
সে সঙ্গ না পাঞা কান্দে নরোত্তম দাস ॥৫॥

—— —— ——

# — ঃ শ্রীনিত্যানন্দ-বন্দনা ঃ —

নিতাই পদ-কমল, কোটীচন্দ্র-সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায় ।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥১॥
সে সম্বন্ধ নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল তার,
সেই পশু বড় দুরাচার ।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যাকুলে কি করিবে তার ॥২॥
অহঙ্কারে মত্ত হৈঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি মানি ।
নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে,
ধর নিতাইয়ের চরণ দুঃখানি ॥৩॥
নিতাইয়ের চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ ।
নরোত্তম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ ॥৪॥

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায় ।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥১॥
অধম পতিত জীবের দ্বারে দ্বারে গিয়া ।
হরিনাম মহামন্ত্র দেন বিলাইয়া ॥২॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি' ।
আমারে কিনিয়া লহ ভজ গৌরহরি ॥৩॥
এত বলি' নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি' যায় ।
সোনার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায় ॥৪॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল ।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল ॥৫॥

— — —

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি ।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥১॥
প্রেমবন্যা লয়ে নিতাই আইল গৌড় দেশে ।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥২॥
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে ।
ব্রহ্মার দুর্ল্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥৩॥
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মুহান ।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম-অমিয়ার বান ॥৪॥
লোচন বলে হেন নিতাই যেবা না ভজিল ।
জানিয়া শুনিয়া সেই আত্মঘাতী হৈল ॥৫॥

— — —

পরম করুণ, পহুঁ দুই জন,
নিতাই গৌরচন্দ্র ।
সব অবতার- সার শিরোমণি,
কেবল আনন্দ কন্দ ॥১॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য-নিতাই,
সুদৃঢ় বিশ্বাস করি' ।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া,
মুখে বল হরি হরি ॥২॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই,
এমন দয়াল দাতা ।
পশুপাখী ঝুরে, পাষাণ বিদরে,
শুনি' যার গুণ-গাথা ॥৩॥
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া,
সে পদে নহিল আশ ।
আপন করম, ভুঞ্জায় শমন,
কহয়ে লোচন দাস ॥৪॥

— — —

দয়াল-নিতাই চৈতন্য ব'লে নাচ্‌রে আমার মন ।
(একবার) নাচ্‌রে আমার মন, নাচ্‌রে আমার মন ॥১॥
(এমন দয়াল তো নাই হে, মার খেয়ে প্রেম দেয়)
(ওরে) অপরাধ দূরে যাবে, পাবে প্রেম ধন ।
(ও নামে অপরাধ-বিচার তো নাই হে)

(তখন) কৃষ্ণনামে রুচি হ'বে, ঘুচিবে বন্ধন ॥২॥
(কৃষ্ণনামে অনুরাগ তো হবে হে)
(তখন) অনায়াসে সফল হ'বে জীবের জীবন ।
(নৈলে জীবন তো মিছে হে)
(কৃষ্ণ-রতি বিনা জীবন তো মিছে হে)
(শেষে) বৃন্দাবনে রাধাশ্যামের পাবে দরশন ॥৩॥
(গৌর-কৃপা হ'লে হে)

---

আরে ভাই! নিতাই আমার দয়ার অবধি!
জীবেরে করুণা করি', দেশে দেশে ফিরি' ফিরি',
প্রেম-ধন যাচে নিরবধি ॥১॥
অদ্বৈতের সঙ্গে রঙ্গ, ধরণে না যায় অঙ্গ,
গোরা প্রেমে গড়া তনুখানি ।
ঢুলিয়া ঢুলিয়া চলে, বাহু তুলি' হরি বলে,
দু-নয়নে বহে নিতাইয়ের পানি ॥২॥
কপালে তিলক শোভে, কুটিল-কুন্তল-লোলে,
গুঞ্জার আঁটুনি চুড়া তায় ।
কেশোরী জিনিয়া কটি, কটিতটে নীলধটি,
বাজন নূপুর রাঙ্গা পায় ॥৩॥
কে কহু নিতাইর গুণ, জীবে দেখি সকরুণ,
হরিনামে জগৎ তারিল ।

মদন মদেতে অন্ধ, বিষয়ে রহল ধন্ধ,
হেন নিতাই ভজিতে না পাইল ॥৪॥
ভুবনমোহন বেশ ! মজাইল সব দেশ !
রসাবেশে অট্ট অট্ট হাস !
প্রভু মোর নিত্যানন্দ, কেবল আনন্দ-কন্দ,
গুণ গায় বৃন্দবান দাস ॥৫॥

— — —

নিতাই মোর জীবন ধন, নিতাই মোর জাতি ।
নিতাই বিহনে মোর আর নাহি গতি ॥১॥
সংসার-স্থখের মুখে তুলে দিব ছাই ।
নগরে মাগিয়া খাবো গাইয়া নিতাই ॥২॥
যে দেশে নিতাই নাই, সে দেশে না যাব ।
নিতাই-বিমুখ জনার মুখ না হেরিব ॥৩॥
গঙ্গা যাঁর পদ-জল, হর শিরে ধরে ।
হেন নিতাই না ভজিয়া দুঃখ পেয়ে মরে ॥৪॥
লোচন বলে মোর নিতাই যেবা নাহি মানে ।
অনল ভেজাও তার মাঝ-মুখখানে ॥৫॥

— — —

দয়া কর মোরে নিতাই ! দয়া করে মোরে ।
অগতির গতি নিতাই, সাধু লোকে বলে ॥১॥
জয় প্রেমভক্তিদাতা-পতাকা তোমার ।
উত্তম অধম কিছু না কৈল বিচার ॥২॥
প্রেমদানে জগজনের মন কৈলা সুখী ।
তুমি হেন দয়ার ঠাকুর ! আমি কেনে দুঃখী ? ॥৩॥
কানুরাম দাস কহে—কি বলিব আমি ।
এ বড় ভরসা মোর কুলের ঠাকুর তুমি ॥৪॥

— — —

নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন ।
পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ ॥১॥
শ্রদ্ধাবান্ জন হে, শ্রদ্ধাবান্ জন হে,
প্রভুর আজ্ঞায়, ভাই, মাগি এই ভিক্ষা ।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥২॥
অপরাধশূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম ।
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন-প্রাণ ॥৩॥
কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার ।
জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম সর্ব্বধর্ম্মসার ॥৪॥

— — —

নিতাই আমার পরম দয়াল ।
আনিয়া প্রেমের বন্যা, জগত করিলা ধন্যা,
ভরিল প্রেমেতে নদী খাল ॥ধ্রু॥

লাগিয়া প্রেমের ঢেউ,		বাকি না রইল কেউ,
পাপী তাপী চলিল ভাসিয়া ।
সকল ভকত মেলি,		সে প্রেমেতে করে কেলি,
কেহ কেহ যায় সাঁতারিয়া ॥১॥
ডুবিল নদীয়াপুর,		ডুবে প্রেমে শান্তিপুর,
দোহে মিলি বাইছ খেলায় ।
তা দেখি নিতাই হাসে,		সকলেই প্রেমে ভাসে,
বাসু ঘোষ হাবুডুবু খায় ॥২॥

— — —

## শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক

জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ রায় ।
পণ্ডিত রাঘব ঘরে বিহরে সদায় ॥১॥
পারিষদ সকল দেখয়ে পরতেকে ।
ঠাকুর পণ্ডিত সে করেন অভিষেকে ॥২॥
নিত্যানন্দরূপ যেন মদন সমান ।
দীঘল নয়ান ভ্রুভাঙ প্রসন্নবয়ান্ ॥৩॥
নানা আভরণ অঙ্গে ঝলমল করে ।
আজানুলম্বিত মালা অতি শোভা ধরে ॥৪॥
অরুণ কিরণ যিনি দুখানি চরণ ।
হৃদয়ে ধরিয়া কহে দাস বৃন্দাবন ॥৫॥

— — —

রাঢ় মাঝে এক-চাকা নামে আছে গ্রাম।
তঁহি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ বলরাম ॥১॥
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ।
মূলে সর্ব্ব পিতা তানে কৈল পিতা-ব্যাজ ॥২॥
মহা জয় জয় ধ্বনি পুষ্প বরিষণ।
সঙ্গোপে দেবতাগণ করিলা তখন ॥৩॥
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা শ্রীবৈষ্ণবধাম।
অবতীর্ণ হৈলা রাঢ়ে নিত্যানন্দ রাম ॥৪॥
সেই দিন হৈতে রাঢ় মণ্ডল সকল।
পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল সুমঙ্গল ॥৫॥

— — —

গোরা প্রেমে গরগর নিতাই আমার।
অরুণ নয়ানে বহে সুরধুনী ধার ॥১॥
বিপুল পুলকাবলি শোভে হেম গায়।
গজেন্দ্র গমনে হেলি ঢুলি চলি যায় ॥২॥
পতিতেরে নিরখিয়া ভুবাহু পশারি।
কোলে করি সঘনে বোলয়ে হরি হরি ॥৩॥
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি অধমে তারিতে অবতার ॥৪॥

— — —

ইহা কলিযুগ ধন্য, নিত্যানন্দ চৈতন্য,
পতিত লাগিয়া অবতার ।
দেখি জীব বড় দুঃখী, হৈয়া সকরুণ আঁখি,
হরিনাম গাঁথি দিল হার ॥১॥
নিজগুণ প্রেমধন, দিলা গোরা জনে জন,
পতিতের আগে দান করে ।
নিজ ভক্ত সঙ্গে করি’, ফিরে পহুঁ গৌরহরি,
যাচিয়া যাচিয়া ঘরে ঘরে ॥২॥
জড়, অন্ধ, পঙ্গু যত, পশু, পাখি আদি কত,
কান্দাইল নিজ প্রেম দিয়া ।
প্রেমরসে মত্ত হৈয়া, অন্নজল তেয়াগিয়া,
ফিরে তারা নাচিয়া গাইয়া ॥৩॥
হেন পঁহু না ভজিলুঁ, জনমিয়া না মরিলুঁ,
হাতের ধন হারাইলুঁ নিধি ।
কহে হরিদাস ছার, কোন গতি নাই আর,
কেন যুগে বঞ্চিত কৈলা বিধি ॥৪॥

— — —

এইবার করুণা কর চৈতন্য-নিতাই ।
মো সমান পাতকী আর ত্রিভুবনে নাই ॥১॥
মুঞি অতি মূঢ় মতি মায়ার নফর ।
এই সব পাপে মোর তনু জর জর ॥২॥

ম্লেচ্ছ অধম যত ছিল অনাচারী ।
তা সব হইতে বুঝি মোর পাপের ভারী ॥৩॥
অশেষ পাপের পাপী জগাই মাধাই ।
তা সবারে উদ্ধারিলা তোমরা দুই ভাই ॥৪॥
লোচন বলে মুঞি অধমে দয়া নৈল কেনে ।
তুম না করিলে দয়া কে করিবে আনে ॥৫॥

— — —

নিতাই চৈতন্য দোঁহে বড় অবতার ।
এমন দয়াল দাতা না হইবে আর ॥১॥
ম্লেচ্ছ চণ্ডাল নিন্দুক পাষণ্ডাদি যত ।
করুণায় উদ্ধার করিলা কত কত ॥২॥
হেন অবতারে মোর কিছুই না হইল ।
হায়রে ! দারুণ প্রাণ কি সুখে রইল ॥৩॥
যত যত অবতার হইল ভুবনে ।
হেন অবতার ভাই না হয় কখনে ॥৪॥
হেন প্রভুর পাদপদ্ম না করি ভজন ।
হাতে তুলি মুখে বিষ করিলু ভক্ষণ ॥৫॥
গৌর-কীর্ত্তন প্রেমে জগৎ ডুবিল ।
হায়রে ! অভাগার বিন্দু পরশ নহিল ॥৬॥
কান্দে কৃষ্ণদাস কেশ ছিঁড়ি নিজ করে ।
ধিক্ ধিক্ অভাগিয়া কেনে নাহি মরে ॥৭॥

— — —

'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক শরীর ।
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর ॥১॥
আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে ।
সংসার-বাসনা মোর কবে তুচ্ছ হ'বে ॥২॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হ'বে মন ।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন ॥৩॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে হইবে আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগল-পীরিতি ॥৪॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥৫॥

কবে হবে বল, সে দিন আমার ।
(আমার) অপরাধ ঘুচি', শুদ্ধ নামে রুচি,
কৃপা-বলে হবে হৃদয়ে সঞ্চার ॥১॥
তৃণাধিক হীন, কবে নিজে মানি,
সহিষ্ণুতা-গুণ হৃদয়েতে আনি' ।
সকলে মানদ, আপনি অমানী,
হয়ে আস্বাদিব নাম-রস-সার ॥২॥
ধন জন আর, কবিতা সুন্দরী,
বলিব না চাহি দেহ-সুখকরী ।

জন্মে জন্মে দাও, ওহে গৌরহরি,
অহৈতুকী ভক্তি চরণে তোমার ॥৩॥
(কবে) করিতে শ্রীকৃষ্ণ- নাম উচ্চারণ,
পুলকিত দেহ গদগদ বচন।
বৈবর্ণ্য-বেপথু, হবে সংঘটন,
নিরন্তর নেত্রে ব'বে অশ্রুধার ॥৪॥
কবে নবদ্বীপে, সুরধুনী-তটে,
'গৌর-নিত্যানন্দ' বলি' নিষ্কপটে।
নাচিয়া গাইয়া, বেড়াইব ছুটে,
বাতুলের প্রায় ছাড়িয়া বিচার ॥৫॥
কবে নিত্যানন্দ, মোরে করি' দয়া,
ছাড়াইবে মোর বিষয়ের মায়া।
দিয়া মোরে নিজ- চরণের ছায়া,
নামের হাটেতে দিবে অধিকার ॥৬॥
কিনিব লুটিব, হরি-নাম-রস,
নাম-রসে মাতি' হইব বিবশ।
রসের রসিক- চরণ-পরশ,
করিয়া মজিব রসে অনিবার ॥৭॥
কবে জীবে দয়া, হইবে উদয়,
নিজ সুখ ভুলি' সুদীন-হৃদয়।
ভকতিবিনোদ, করিয়া বিনয়,
শ্রীআজ্ঞা-টহল করিবে প্রচার ॥৮॥

# দালালের গীত

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভি-কুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই ॥১॥
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধা-মূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায় ॥২॥
যত ভক্তবৃন্দ বসি'।
অধিকারী দেখে' নাম বেচ্‌ছে দর কষি' ॥৩॥
যদি নাম কিন্‌বে ভাই।
আমার সঙ্গে চল মহাজনের কাছে যাই ॥৪॥
তুমি কিন্‌বে কৃষ্ণনাম।
দস্তুরি লইব আমি, পূর্ণ হবে কাম ॥৫॥
বড় দয়াল নিত্যানন্দ।
শ্রদ্ধামাত্র ল'য়ে দেন পরম আনন্দ ॥৬॥
একবার দেখ্‌লে চক্ষে জল।
'গৌর' বলে' নিতাই দেন সকল সম্বল ॥৭॥
দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ-শিক্ষা।
জাতি, ধন, বিদ্যাবল না করে অপেক্ষা ॥৮॥
অমনি ছাড়ে মায়াজাল।
গৃহে থাক, বনে থাক, না থাকে জঞ্জাল ॥৯॥
আর নাইকো কলির ভয়।
আচণ্ডালে দেন নাম নিতাই দয়াময় ॥১০॥
ভক্তিবিনোদ ডাকি' কয়।
নিতাইচাঁদের চরণ বিনা আর নাহি আশ্রয় ॥১১॥

# শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ স্তুতি

বলরাম নিত্যানন্দ দয়া কর মোরে।
তব কৃপা বিনা গৌর কে জানিতে পারে ॥১॥

গৌর জন্ম অগ্রে প্রভো! তুমি জনমিয়া।
জানাইলে গৌরতত্ত্ব গৌরাঙ্গ ভজিয়া ॥২॥

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে" ॥৩॥

ইহা তব গীত বলি, গায় ভক্তগণ।
তোমাদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রকাশিত হন ॥৪॥

পতিতেরে তুমি হরিনাম প্রেম দিলে।
জগাই মাধাই আদি পাপী তরাইলে ॥৫॥

তব পদে অপরাধ যেই জন করে।
গৌরাঙ্গের কৃপা সেই পাইতে না পারে ॥৬॥

প্রেমদাতা শিরোমণি শ্রীগৌরাঙ্গ হন।
তোমা দ্বারা গৌড়দেশে নাম প্রেম দেন ॥৭॥

বীরভূম একচক্রা নামক গ্রামেতে।
আবির্ভূত হৈলে তুমি প্রেমানন্দ দিতে ॥৮॥

হাড়াই পণ্ডিত পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
তোমা হেন পুত্র পাই আনন্দিত অতি ॥৯॥

মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী (তব) প্রকটের কাল।
তখন হইল ধ্বনি আনন্দ বিশাল ॥১০॥

সন্ন্যাসীর সঙ্গ ধরি' মায়াপুরে গেলে।
নন্দন আচার্য্য ঘরে অবস্থান কৈলে ॥১১॥

সর্বজ্ঞ শ্রীগৌরচন্দ্র তাহাত' জানিলা।
তব অন্বেষণে ভক্তগণে পাঠাইলা ॥১২॥

ভক্তগণ নবদ্বীপে অনেক খুঁজিলা।
কোথাও তোমার দেখা, কেহ না পাইলা ॥১৩॥

(তখন) সর্বভক্ত সঙ্গে গৌর আপনি চলিলা।
নন্দনের গৃহে যাই তোমারে মিলিলা ॥১৪॥

কি আনন্দ উছলিল দোঁহার মিলনে।
হইল বিহ্বল দোঁহে প্রেম আলিঙ্গনে ॥১৫॥

ভাইরে পাইয়া ভাসে আনন্দ সাগরে।
শ্রীবাসের বাড়ি আনে ব্যাস পূজা তরে ॥১৬॥

নিগূঢ় তোমার তত্ত্ব গৌর জানাইল।
তোমা হৈতে গৌর 'কৃষ্ণ' জগৎ জানিল ॥১৭॥

তোমাদের করুণায় মায়া মুক্ত হই।
তোমাদের করুণায় রাধা-কৃষ্ণ পাই ॥১৮॥

তব কৃপা বিনা মোর অন্য গতি নাই।
কৃপা করি শ্রীচরণে দেহ মোরে ঠাঁই ॥১৯॥

সদা তব নাম গাই এই কৃপা কর ।
তব স্তুতি করিতেছে দীন যাযাবর ॥২০॥

---

## শ্রীমন্নিত্যানন্দ-দ্বাদশকম্

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিতম্)

যোঽনন্তোঽনন্তবক্ত্রৈর্নিরবধি হরিসংকীর্ত্তনং সংবিধত্তে
যো বা ধত্তে ধরিত্রীং শিরসি নিরবধি ক্ষুদ্রধূলীকণেব ।
যঃ শেষশ্ছত্র-শয্যাসন-বসনবিধৈঃ সেবতে তে যদর্থাঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥১॥

অংশৈর্যঃ ক্ষীরশায়ী সকলভুবনপঃ সর্ব্বজীবান্তরস্থো
যো বা গর্ভোদশায়ী দশশতবদনো দেবসূক্তৈর্বিগীতঃ ।
ব্রহ্মাণ্ডাশেষগর্ভা প্রকৃতিপতিপতির্জীবসঙ্ঘাশ্রয়াঙ্গঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥২॥

যস্যাংশো ব্যূহমধ্যে বিলসতি পরমব্যোম্নি সংকর্ষণাখ্য
আতন্বন্ শুদ্ধসত্ত্বং নিখিলহরিসুখং চেতনং লীলয়া চ ।
জীবাহঙ্কারভাবাস্পদ ইতি কথিতঃ কুত্রচিজ্জীববদ্ যঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥৩॥

যশ্চাদিব্যূহমধ্যে প্রভবতি সগণো মূলসঙ্কর্ষণাখ্যো
দ্বারাবত্যাং তদূর্দ্ধে মধুপুরি বসতি প্রাভবাখ্যো বিলাসঃ ।
সর্ব্বাংশী রামনামা ব্রজপুরি রমতে সানুজো যঃ স্বরূপে
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমনামা পরমসুখময়ঃ কোপ্যচিন্ত্যঃ পদার্থো
যদ্ গন্ধাৎ সজ্জনৌঘা নিগম-বহুমতং মোক্ষমপ্যাক্ষিপন্তি।
কৈবল্যৈশ্বর্য্যসেবা-প্রদগণ ইতি যস্যাঙ্গতঃ প্রেমদাতুঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥৫॥

যো বাল্যে লীলয়ৈকঃ পরমমধুরয়া চৈকচক্রানগর্য্যাং
মাতাপিত্রোর্জনানামথ নিজ-সুহৃদাং হ্লাদয়ংশ্চিত্তচক্রম্।
তীর্থান্ বভ্রাম সর্ব্বানুপহৃত জনকো ন্যাসিনা প্রার্থিতশ্চ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥৬॥

ভ্রামং ভ্রামঞ্চ তীর্থান্ যতিমুকুটমণি-মাধবেন্দ্রপ্রসঙ্গাৎ
লব্ধোল্লাসঃ প্রতিক্ষ্য প্রকটিতচরিতং গৌরধামাজগাম।
শ্রীগৌরঃ শ্রীনিবাসাদিভিরপি যমাবাপালয়ে নন্দনস্য
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥৭॥

প্রাপ্তাজ্ঞো গৌরচন্দ্রাদখিলজনগণোদ্ধার-নাম প্রদানে
যঃ প্রাপ্য দ্বৌ সুরাপৌ কলিকলুষহতৌ ভ্রাতরৌ ব্রহ্মদৈত্যৌ।
গাঢ়প্রেমপ্রকাশৈঃ কৃতরুধিরবপুশ্চাপি তাবুজ্জহার
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥৮॥

সাক্ষাদ্গৌরো গণানাং শিরসি যদবধূতস্য কৌপীনখণ্ডং
সংধর্ত্তুঞ্চাদিদেশাসব-যবনবধুস্পৃষ্ট-দৃষ্টোঽপি বন্দ্যঃ।
ব্রহ্মাদ্যানামপীতি প্রভুপরিহৃতকানামপি স্বেষ্টপীঠঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥৯॥

উদ্ধর্ত্তুং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যপহতচরিতান্-গৌরচন্দ্রো যদাসৌ
ন্যাসং কৃত্বা তু মায়া মৃগমনুসৃতবান্ গ্রাহয়ন্ কৃষ্ণনাম।

তচ্ছায়েবান্বধাবৎ স্থল-জল-গহনে যোঽপি তস্মৈষ্ট-চেষ্টঃ
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥১০॥

শ্রীরাধাপ্রেমলুব্ধো দিবসনিশিতদা-স্বাদমত্তৈকলীলো
গৌরো যঞ্চাদিদেশ স্বপরিকরবৃতং কৃষ্ণনাম প্রদাতুম্ ।
গৌড়েঽবাধং দদৌ যঃ সুভগ-গণধনং গৌরনাম প্রকামং
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং ভজ ভজ সততং গৌর-কৃষ্ণপ্রদং তম্ ॥১১॥

শ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসমধুরসুধাস্বাদশুদ্ধৈকমূর্ত্তৌ
গৌরে শ্রদ্ধাং দৃঢ়াং ভো প্রভুপরিকরসম্রাট্ প্রযচ্ছাধমেঽস্মিন্ ।
উল্লঙ্ঘ্যাঙ্ঘ্রিং হি যস্যাখিলভজনকথা স্বপ্নবচ্চৈব মিথ্যা
শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রং পতিতশরণদং গৌরদং তং ভজেঽহম্ ॥১২॥

## শ্রীমন্নিত্যানন্দ-দ্বাদশকের অনুবাদ

যিনি অনন্তদেব রূপে অনন্ত মুখে নিরন্তর হরিনাম কীর্ত্তন করেন, যিনি পৃথিবীকে ক্ষুদ্র ধূলিকণা রূপে নিজের মস্তকে ধারণ করেন, যিনি শেষদেব অনন্তরূপে ছত্র, শয্যা, আসন, বসনাদি রূপে নিজ অংশী কৃষ্ণের সেবা করেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥১॥

যিনি নিজের অংশ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে সকল ভুবন পালন করেন, এবং সর্ব্বজীবের অন্তরে বাস করেন, যাঁহাকে গর্ভোদকশায়ী 'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ' রূপে বৈদিক সূক্তে স্তুতি করা হয়েছে, যাহার গর্ভে অশেষ ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত, যিনি প্রকৃতিপতি পরমাত্মা রূপে যাবতীয় জীবকোটির আশ্রয়, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥২॥

যিনি অংশরূপে পরব্যোম বৈকুণ্ঠে সংকর্ষণ হয়ে বিলাস করেন এবং চতুর্ব্যূহ মধ্যে আদি ব্যূহ সংকর্ষণ রূপে খ্যাত হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব লোকে শ্রীহরির অপ্রাকৃত লীলাসুখ বিস্তার করেন, যিনি জীব মধ্যে অহংকার রূপে বিরাজিত এবং কোথাও যিনি জীববৎ লীলা করেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥৩॥

যিনি দ্বারকায় আদিব্যূহ সংকর্ষণ নামে সপারিষদ বিরাজ করেন, তদুর্দ্ধলোক মথুরাতে প্রাভবিলাস রূপে বিলাস করেন এবং ব্রজপুরীতে সর্ব্ব অবতারের মূল বলরাম নামে নিজ অংশী অনুজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ প্রেমরূপ পরম সুখময় কোন অচিন্ত্য পদার্থের কিঞ্চিৎ সৌরভ লাভ করে সাধুগণ বেদ প্রতিপাদ্য কৈবল্য মোক্ষকেও অনাদর করে দূরে নিক্ষেপ করেন, এতাদৃশ্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেম যিনি দান করেন, যাঁর অংশাংশের দ্বারা কেবলা মুক্তি ও ঐশ্বর্য্য-সেবা প্রাপ্তি হয়ে থাকে, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥৫॥

যিনি একচক্রা নগরীতে পরম মধুর বাল্যলীলা প্রকট করে নিজ মাতাপিতা ও স্বজনগণের চিত্তে আনন্দ দান করেছেন, যিনি সন্ন্যাসী দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তীর্থ ভ্রমণ করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥৬॥

যিনি তীর্থ ভ্রমণ করতে করতে সন্ন্যাসী শিরোমণি শ্রীল শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর সঙ্গ প্রভাবে উল্লসিত হয়ে গৌরধামে আগমন

করে নন্দনাচার্য্য গৃহে শ্রীনিবাসাদি সপার্ষদ-গৌরসুন্দরের আত্মপ্রকাশের প্রতীক্ষা করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥৭॥

যিনি এই কলি যুগে নাম প্রেম প্রদান করে নিখিল জনগণের উদ্ধার করবার আদেশ গৌরচন্দ্র হ'তে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, যিনি কলিকলুষ হত মদ্যপ (জগাই মাধাই নামে) দুই ব্রাহ্মণ ভ্রাতার নিকট আহত হয়ে, রুধিরাক্ত হয়েও গাঢ়প্রেম দ্বারা সেই দুইজনকে উদ্ধার করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে অবধূত প্রবরের কৌপীন খণ্ডকে শিরে ধারণ করবার জন্য নিজগণকে আদেশ করেছিলেন, যিনি মদিরা যবনী স্পর্শ করলেও ব্রহ্মাদি দেবতার বন্দ্য এবং প্রভুর প্রিয়গণেরও শ্রেষ্ঠ, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥৯॥

শ্রীগৌরচন্দ্র যখন জ্ঞান কর্ম্মাদি দ্বারা পথভ্রষ্ট কুতার্কিক গণকে উদ্ধার করে কৃষ্ণ-নাম গ্রহণ করাবার জন্য সন্ন্যাস লীলা প্রকট করেছিলেন, তখন যে নিত্যানন্দ প্রভু ছায়ার মত জল-স্থল-অরণ্যাদিতে অনুগমন করেছিলেন এবং যিনি শ্রীগৌরচন্দ্রের সর্ব্বাভীষ্ঠ প্রপূরক, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥১০॥

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অহর্নিশ শ্রীরাধাপ্রেমে মাধুর্য্যস্বাদ প্রমত্ত হওয়া অবস্থায় যে নিত্যানন্দ প্রভুকে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচারের আদেশ করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু গৌড় দেশে এসে সাধুগণের অমূল্য সম্পদ শ্রীগৌরনামকে প্রচুর বিতরণ

করেছিলেন, সেই গৌর-কৃষ্ণ-প্রদাতা শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে হে মন, তুমি নিরন্তর ভজনা কর ॥১১॥

হে প্রভু পরিকর-সম্রাট নিত্যানন্দ প্রভু ! শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলারস-মধুর-সুধা-স্বাদ-বিগ্রহ শ্রীগৌরাঙ্গের প্রতি দৃঢ় শ্রদ্ধাভক্তি এ অধমকে প্রদান করুন । যে নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মকে উপেক্ষা করলে যাবতীয় সাধ ভজন স্বপ্নবৎ মিথ্যা হয়ে যায়, সেই পতিত-শরণদ গৌরদ শ্রীনিত্যানন্দ-চন্দ্রকে আমি ভজনা করি ॥১২॥

—— —— ——

## শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকম্

(শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিতম্)

শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল-কান্তিং গজগতিং
হরি-প্রেমোন্মত্তং ধৃত-পরম-সত্ত্বং স্মিতমুখম্ ।
সদা ঘূর্ণন্নেত্রং কর-কলিত-বেত্রং কলিভিদং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥১॥

রসনাসাগারং স্বজনগণ-সর্ব্বস্বমতুলং
তদীয়ৈক-প্রাণপ্রতিম-বসুধা-জাহ্নবা-পতিম্ ।
সদা প্রেমোন্মাদং পরম-বিদিতং মন্দ-মনসাং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥২॥

শচীসূনু-প্রেষ্ঠং নিখিল-জগদিষ্টং সুখময়ং
কলৌ মজ্জজ্জীবোদ্ধরণ-করণোদ্দাম-করুণম্ ।

হরের্ব্যাখ্যানাদ বা ভব-জলধি-গর্ব্বোন্নতি-হরং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥৩॥

অয়ে ভ্রাতর্নৃণাং কলি-কলুষিণাং কিং নু ভবিতা
তথা প্রায়শ্চিত্তং রচয় যদনায়ামত ইমে।
ব্রজন্তি ত্বামিত্থং সহ ভগবতা মন্ত্রয়তি যো
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥৪॥

যথেষ্টং রে ভ্রাতঃ! কুরু হরিহরি-ধ্বানমনিশং
ততো বঃ সংসারাম্বুধি-তরণ-দায়ো ময়ি লগেৎ।
ইদং বাহু-স্ফোটৈরটতি রটয়ন্ যঃ প্রতিগৃহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥৫॥

বলাৎ সংসারাম্ভোনিধি-হরণ-কুম্ভোদ্ভবমহো
সতাং শ্রেয়ঃ সিন্ধুন্নতি-কুমুদ-বন্ধুং সমুদিতং।
খলশ্রেণী-স্ফূর্জ্জত্তিমির-হর-সূর্য-প্রভমহং
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥৬॥

নটন্তং গায়ন্তং হরিমনুবদন্তং পথি পথি
ব্রজন্তং পশ্যন্তং স্বমপি নদয়ন্তং জনগণম্
প্রকুর্ব্বন্তং সন্তং সকরুণ-দৃগন্তং প্রকলনাদ্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥৭॥

সুবিভ্রাণং ভ্রাতুঃ কর-সরসিজং কোমলতরং
মিথো বক্ত্রালোকোচ্ছলিত-পরমানন্দ-হৃদয়ম্।
ভ্রমন্তং মাধুর্য্যৈরহহ! মদয়ন্তং পুরজনান্
ভজে নিত্যানন্দং ভজন-তরু-কন্দং নিরবধি ॥৮॥

রসানামাধারাং রসিক-বর-সদ্বৈষ্ণব-ধনং
রসাগারং সারং পতিত-ততি-তারং স্মরণতঃ।
পরং নিত্যানন্দাষ্টকমিদমপূর্ব্বং পঠতি য-
স্তদঙ্ঘ্রি-দ্বন্দ্বাবজং স্ফুরতু নিতরাং তস্য হৃদয়ে ॥৯॥

## শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাষ্টকের অনুবাদ

যাঁর শ্রীমুখমণ্ডল শরৎকালীন চন্দ্রের শোভাতিশয়কেও তিরস্কার করে, যাঁর সুবিমল অঙ্গকান্তি পরম মনোহর-রূপে শোভা পায়, যিনি মত্ত মাতঙ্গের মতো মৃদু-মন্থর গতিতে গমন করেন, যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, যাঁর শ্রীহস্তে বেত্র শোভা পায়, যিনি কলি-কলুষসমূহ ধ্বংস করেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥১॥

যিনি নিখিল রসের আধার, যিনি ভক্তগণের প্রাণধন ত্রিজগতে কোথাও যাঁর তুলনা নেই, যিনি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবা দেবীর প্রাণপতি, যিনি নিরন্তর প্রেমোন্মত্ত, যিনি মন্দমনা ব্যক্তিগণের নিতান্ত অবিদিত, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥২॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতি প্রিয়, যিনি সর্ব্ব জগতের মঙ্গল বিধান করেন, যিনি পরম সুখময়, কলিযুগে পাপহত জীবগণের উদ্ধারের জন্য যাঁর করুণার অবধি নেই, যিনি শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন প্রচার দ্বারা দুস্তর ভবসমুদ্রের গর্ব খর্ব করেছেন অর্থাৎ যিনি সংসার সাগর অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ

হবার উপায় বিধান করেছেন, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৩॥

"হে ভ্রাতঃ ! কলি-পাপাচ্ছন্ন জীবগণের গতি কি হবে ? তুমি কৃপা করে ঈদৃশ উপায় বিধান কর, যাতে তারা তোমার শ্রীচরণ লাভ করতে পারে"—এইভাবে যিনি শ্রীগৌর-ভগবানের সঙ্গে কথোপকথন ও যুক্তি-পরামর্শ করতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৪॥

"হে ভাই সকল ! তোমরা নিরন্তর শ্রীহরিনাম যথেষ্টরূপে কীর্ত্তন কর, তাহলে তোমাদের ভবসমুদ্র পার হবার জন্য আমি দায়ী রইলাম"—এইভাবে বলতে বলতে যিনি বাহু আস্ফালন-পূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৫॥

আহা মরি ! সাধুগণের সংসার-সমুদ্র শোষণ করতে যিনি কুম্ভ থেকে জাত অগস্ত্যস্বরূপ (অর্থাৎ যিনি অনায়াসে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের উদ্ধার সাধন করেন), যিনি জীবগণের কল্যাণ-সমুদ্র উদ্বেলিত করবার জন্য চন্দ্ররূপে সমুদিত হন (অর্থাৎ যিনি অশেষরূপে জীবের মঙ্গল সাধন করেন), যিনি দুর্জনগণের পাপান্ধকার বিনাশ করতে সূর্যস্বরূপ (অর্থাৎ যিনি পাপীগণের পাপরাশি বিধ্বংস করেন), সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৬॥

যিনি নৃত্য করতে করতে, কীর্ত্তন করতে করতে, হরিবোল বলতে বলতে ও শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনকারী নিজ ভক্তগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে করতে পথে পথে বিচরণ করতেন এবং যিনি সজ্জনগণের প্রতি করুণনেত্রে ঈক্ষণ করতেন, সেই

শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৭॥

যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের সুকোমল করকমল ধারণপূর্ব্বক পরস্পরের বদনচন্দ্র সন্দর্শনজনিত পরমানন্দে পরিপূর্ণ হতেন এবং যিনি নগরবাসিগণকে স্বীয় অনির্বচনীয় মাধুর্য্যে উন্নত করে চতুর্দ্দিকে বিচরণ করতেন, সেই শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কল্পতরুর মূলস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে আমি সর্বদা ভজনা করি ॥৮॥

যিনি ভক্তিরস-সমূহ প্রদানকারী, যিনি রসিক ভক্তগণের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি নিখিল রসের আধার-ভূত, যিনি ত্রিজগতের সারবস্তু, যাঁর স্মরণ করলে পাপীগণের পরিত্রান লাভ হয়ে থাকে, সেই শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই অত্যুত্তম ও অপূর্ব অষ্টক যিনি পাঠ করবেন, তার হৃদয় তদীয় সুদুর্ল্লভ শ্রীপাদপদ্ম সুচারুরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হবে ॥৯॥

— — —

# —ঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু-বন্দনা ঃ—

## শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু-বন্দনম্

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্ ।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল-ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিত-রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশস্তুবন্তি জগদীশ্বরম্ ।
নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

—— —— ——

নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং
প্রোধ্বীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরিহরীত্যুচ্ছৈর্বদন্তং মুহুঃ ।
নৃত্যন্তং দ্রুতমশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমূর্ব্বীতলং
গায়ন্তং নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং নুমঃ ॥
—শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী

—— —— ——

## প্রভাতি গীতি

কলি-কুক্কুর-কদন যদি চাও হে ।
কলিযুগ-পাবন, কলিভয়-নাশন,
শ্রীশচী-নন্দন-গাও হে ॥১॥

গদাধর-মাদন, নিতাই-এর প্রাণধন,
অদ্বৈতের প্রপূজিত গোরা।
নিমাই বিশ্বম্ভর, শ্রীনিবাস-ঈশ্বর,
ভক্তসমূহ-চিত্তচোরা ॥২॥
নদীয়া-শশধর, মায়াপুর-ঈশ্বর,
নাম-প্রবর্ত্তন-শূর।
গৃহীজন-শিক্ষক, ন্যাসিকুল-নায়ক,
মাধব-রাধাভাবপূর ॥৩॥
সার্ব্বভৌম-শোধন, গজপতি-তারণ,
রামানন্দ-পোষণ-বীর।
রূপানন্দ-বর্দ্ধন, সনাতন-পালন,
হরিদাস-মোদন-ধীর ॥৪॥
ব্রজরস-ভাবন, দুষ্টমত-শাতন,
কপটী-বিঘাতন-কাম।
শুদ্ধভক্ত-পালন, শুষ্কজ্ঞান-তাড়ন,
ছলভক্তি-দূষণ-রাম ॥৫॥

— — —

জীব জাগ জীব জাগ গোরাচাঁদ বলে।
কত নিদ্রা যাও মায়া পিশাচীর কোলে ॥১॥
ভজিব বলিয়া এসে সংসার ভিতরে।
ভুলিয়া রহিলে তুমি অবিদ্যার ভরে ॥২॥

তোমারে লইতে আমি হইনু অবতার ।
আমি বিনা বন্ধু আর কে আছে তোমার ॥৩॥
এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি ।
হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি মাগি ॥৪॥
ভকতিবিনোদ প্রভুর চরণে পড়িয়া ।
সেই হরিনাম (মহা) মন্ত্র লইল মাগিয়া ॥৫॥

— — —

## অরুণোদয় কীর্ত্তন

উদিল অরুণ পূরব ভাগে,
দ্বিজমণি গোরা অমনি জাগে,
ভকত সমূহ লইয়া সাথে,
(গোর) গেলা নগর-ব্রাজে ।
তাথই তাথই বাজল খোল,
ঘন ঘন তাহে ঝাঁজের রোল,
প্রেমে ঢল ঢল সোনার অঙ্গ,
(গোরার) চরণে নূপুর বাজে ॥১॥
মুকুন্দ মাধব যাদব হরি,
বলরে বলরে বদন ভরি',
মিছে নিদবশে গেলরে রাতি,
দিবস শরীর-সাজে ।

এমন দুর্ল্লভ মানব-দেহ,
পাইয়া কি কর ভাবনা কেহ,
এবে না ভজিলে যশোদা-সুত,
চরমে পড়িবে লাজে ॥২॥
উদিত তপন হইলে অস্ত,
দিন গেল বলি' হইবে ব্যস্ত,
তবে কেন এবে অলস হই',
না ভজ হৃদয়রাজে।
জীবন অনিত্য জানহ সার,
তাহে নানাবিধ বিপদ ভার
নামাশ্রয় করি' যতনে তুমি,
থাকহ আপন কাজে ॥৩॥
কৃষ্ণনাম-সুধা করিয়া পান,
জুড়াও ভকতিবিনোদ-প্রাণ,
নাম বিনা কিছু নাহিক আর,
চৌদ্দ ভুবন মাঝে।
জীবের কল্যাণ সাধন-কাম,
জগতে আসি' এ মধুর নাম।
অবিদ্যা-তিমির-তপন-রূপে
হৃদ্‌গগনে বিরাজে ॥৪॥

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিতম্)

জয় শচীনন্দন, সুর-মুনিবন্দন,
ভবভয়-খণ্ডন জয় হে।
জয় হরিকীর্ত্তন, নর্ত্তনা বর্ত্তন,
কলিমল-কর্ত্তন জয় হে ॥১॥
নয়ন-পুরন্দর, বিশ্বরূপ স্নেহধর,
বিশ্বম্ভর বিশ্বের কল্যাণ।
জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া, বিশ্বম্ভর-প্রিয়হিয়া,
জয় প্রিয় কিঙ্কর ঈশান ॥২॥
শ্রীসীতা-অদ্বৈতরায়, মালিনী-শ্রীবাস জয়,
জয় চন্দ্রশেখর আচার্য্য।
জয় নিত্যানন্দ রায়, গদাধর জয় জয়,
জয় হরিদাস নামাচার্য্য ॥৩॥
মুরারি মুকুন্দ জয়, প্রেমনিধি মহাশয়,
জয় যত প্রভু পারিষদ।
বন্দি সবাকার পায়, অধমেরে কৃপা হয়,
ভক্তি সপার্ষদ-প্রভুপাদ ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি'।
স্বপার্ষদ স্বীয় ধাম সহ অবতরি ॥১॥
অত্যন্ত দুর্ল্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখায় শরণাগতি ভকতের প্রাণ ॥২॥

দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ ।
'অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ' — বিশ্বাস পালন ॥৩॥
ভক্তি-অনুকূল মাত্র কার্য্যের স্বীকার ।
ভক্তি-প্রতিকূল ভাব-বর্জ্জনাঙ্গীকার ॥৪॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাঁহার ।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার ॥৫॥
রূপ-সনাতন-পদে দন্তে তৃণ করি' ।
ভকতিবিনোদ পড়ে দুই পদ ধরি' ॥৬॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলে, আমি ত' অধম ।
শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম ॥৭॥

— — —

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে ।
তোমা বিনা কে দয়ালু জগৎ মাঝারে ॥১॥
পতিতপাবন-হেতু তব অবতার ।
মো-সম পতিত প্রভু না পাইবে আর ॥২॥
হা হা প্রভু নিত্যানন্দ প্রেমানন্দ সুখী ।
কৃপাবলোকন কর আমি বড় দুঃখী ॥৩॥
দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি ।
তব কৃপা-বলে পাই চৈতন্য নিতাই ॥৪॥
গৌর প্রেমময় তনু পণ্ডিত গদাধর ।
শ্রীনিবাস হরিদাস দয়ার সাগর ॥৫॥

হা হা স্বরূপ সনাতন রূপ রঘুনাথ।
ভট্টযুগ শ্রীজীব হা প্রভু লোকনাথ ॥৬॥
দয়া কর শ্রীআচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
রামচন্দ্র-সঙ্গ মাগে নরোত্তম দাস ॥৭॥
দয়া কর প্রভুপাদ শ্রীগৌরপ্রকাশ।
তব জন কৃপা মাগে এই অধম দাস ॥৮॥

———

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদছায়া ॥১॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥২॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥৩॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥৪॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা' লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥৫॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হবেন সদয় ॥৬॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা করি সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥৭॥

———

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ,
সে জানে ভকতি রস-সার ।
গৌরাঙ্গের মধুর-লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার ॥১॥
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারী ।
গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে,
সে জন ভকতি-অধিকারী ॥২॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্যসিদ্ধ করি মানে,
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুত-পাশ ।
শ্রীগৌড়মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি,
তার হয় ব্রজভূমে বাস ॥৩॥
গৌরপ্রেমরসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকে,
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ ॥৪॥

— — —

অবতার সার, গোরা অবতার,
কেন না ভজিলি তাঁরে ।
করি' নীরে বাস, গেল না পিয়াস,
আপন করম ফেরে ॥১॥

কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি (মন),
অমৃত পা'বার আশে।
প্রেমকল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার,
তাহারে ভাবিলি বিষে ॥২॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুঁকিলি (মন),
নাসাতে পশিল কীট।
'ইক্ষুদণ্ড' ভাবি', কাঠ চুষিলি (মন),
কেমনে পাইবি মিঠ ॥৩॥
'হার' বলিয়া, গলায় পরিলি (মন),
শমন কিঙ্কর সাপ।
'শীতল' বলিয়া, আগুন পোহালি (মন),
পাইলি বজর-তাপ ॥৪॥
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি,
না শুনিলি সাধুর কথা।
ইহ-পরকাল, দুকাল খোয়ালি (মন),
খাইলি আপন মাথা ॥৫॥

— — —

কলি-ঘোর-তিমিরে, গরসল জগজন,
ধরম করম বহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি,
গোরা বড় দয়াল ঠাকুর ॥১॥

ভাই রে ভাই ! গোরা গুণ কহন না যায় ।
কত শত আনন, কত চতুরানন,
বরণিয়া ওর নাহি পায় ॥২॥
চারিবেদ ষড়-দরশন, করি অধ্যয়ন,
সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে ।
বৃথা তার অধ্যয়ন, লোচন বিহীন জন,
দরপণে অন্ধে কিবা কাজে ॥৩॥
বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত,
সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার ।
নয়নানন্দে ভনে, সেই ত সকলি জানে,
সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার ॥৪॥

---

যদি গৌর না হ'ত, তবে কি হইত,
কেমনে ধরিতাম দে ।
রাধার মহিমা, প্রেম-রসসীমা,
জগতে জানাত কে ? ॥১॥
মধুর বৃন্দা, বিপিন-মাধুরী,
প্রবেশ চাতুরী সার ।
বরজ-যুবতী, ভাবের ভকতি,
শকতি হইত কার ? ॥২॥
গাও পুনঃ পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ,
সরল করিয়া মন ।

এ ভব-সাগরে, এমন দয়াল,
না দেখিয়ে একজন ॥৩॥
(আমি) গৌরাঙ্গ বলিয়া, না গেনু গলিয়া,
কেমনে ধরিনু দে।
বাসুর-হিয়া, পাষাণ দিয়া,
(বিধি) কেমনে গড়িয়াছে ॥৪॥

---

বিমল হেমজিনি, তনু অনুপম রে !
তাহে শোভে নানা ফুলদাম।
কদম্ব কেশর জিনি, একটী পুলক রে !
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম ॥১॥
জিনি' মদমত্ত হাতি, গমন মন্থর অতি,
ভাবাবেশে ঢুলি ঢুলি যায়।
অরুণ-বসন ছবি, জিনি প্রভাতের রবি,
গৌরা-অঙ্গে লহরী খেলায় ॥২॥
চলিতে না পারে গোরা-, চাঁদ গোঁসাঞিঃ রে,
বলিতে না পারে আধ-বোল।
ভাবেতে আবেশ হৈয়া, হরি হরি বোলাইয়া,
আচণ্ডালে ধরি' দেয় কোল ॥৩॥
এ সুখ-সম্পদ-কালে, গোরা না ভজিনু হেলে,
হেন পদে না করিনু আশ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ,
গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥৪॥

— — —

হা হা কবে গৌর-নিতাই।
এ পতিত জনে, উরু কৃপা করি',
দেখা দিবে দুটি ভাই ॥১॥
দুঁহু-কৃপাবলে, নবদ্বীপ ধামে,
দেখিব ব্রজের শোভা।
আনন্দ সুখদ, কুঞ্জ মনোহর,
হেরিব নয়ন-লোভা ॥২॥
তাহার নিকটে, শ্রীললিতাকুণ্ড,
রত্নবেদী কত শত।
যথা রাধাকৃষ্ণ, লীলা বিস্তারিয়া,
বিহরেন অবিরত ॥৩॥
সখীগণ যথা, লীলার সহায়,
নানা সেবা-সুখ পায়।
এ দাসী তথায়, সখীর আজ্ঞাতে,
কার্য্যে ইতি উতি ধায় ॥৪॥
মালতীর মালা, গাঁথিয়া আনিব,
দিব তবে সখী-করে।
রাধাকৃষ্ণ-গলে, সখী পরাইবে,
নাচিব আনন্দ-ভরে ॥৫॥

— — —

ভাইরে ! ভজ গোরাচাঁদের চরণ ।
এ তিন ভুবনে আর, দয়ার ঠাকুর নাই,
গোরা বড় পতিতপাবন ॥১॥
হেন অবতারে যার, নহিল ভকতি-লেশ,
বল তার কি হবে উপায় ।
রবির কিরণে যার, আঁখি পরসন্ন নৈল,
বিধাতা বঞ্চিত ভেল তায় ॥২॥
হেম-জলদ-কায়, প্রেমধারা বরিষয়,
করুণাময় অবতার ।
গোরা হেন প্রভু পেয়ে, যে জন শীতল নৈল,
কি জানি কেমন মন তার ॥৩॥
কলি-ভব-সাগরে, নিজ নাম ভেলা করি',
আপনে গৌরাঙ্গ করে পার ।
তবে যে ডুবিয়া মরে, কে তারে উদ্ধার করে,
এ প্রেমানন্দের পরিহার ॥৪॥

---

কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া ।
ভোজন শয়নে, দেহের যতনে,
ছাড়িব বিরক্ত হঞা ॥১॥
নবদ্বীপ-ধামে, নগরে নগরে,
অভিমান পরিহরি' ।

ধামবাসি-ঘরে, মাধুকরী ল'ব,
খাইব উদর ভরি' ॥২॥
নদীতটে গিয়া, অঞ্জলি অঞ্জলি,
পিব প্রভু-পদজল ।
তরুতলে পড়ি', আলস্য ত্যজিব,
পাইব শরীরে বল ॥৩॥
কাকুতি করিয়া, 'গৌর-গদাধর',
'শ্রীরাধামাধব' নাম ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ডাকি' উচ্চরবে,
ভ্রমিব সকল ধাম ॥৪॥
বৈষ্ণব দেখিয়া, পড়িব চরণে,
হৃদয়ের বন্ধু জানি' ।
বৈষ্ণব ঠাকুর, প্রভুর কীর্ত্তন,
দেখাইবে দাস মানি' ॥৫॥

— — —

এ মন ! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর ।
হেন অবতার, হবে কি হয়েছে,
হেন প্রেম পরচার ॥১॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী,
প্রাণে না মারিল কারে ।
হরিনাম দিয়ে, হৃদয় শোধিল,
যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥২॥

ভব-বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম,
জগতে ফেলিল ঢালি ।
কাঙ্গলে পাইয়ে, খাইল নাচিয়ে,
বাজাইয়ে করতালি ॥৩॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি,
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি,
কবে বা ছিল এ রঙ্গ ॥৪॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল-করতালে,
গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে ।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে,
কপাট হানিল দ্বারে ॥৫॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল,
উঠিল মঙ্গল-সোর ।
কহে প্রেমানন্দ, এমন গৌরাঙ্গে,
রতি না জন্মিল মোর ॥৬॥

---

গায় গোরা মধুর স্বরে ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥১॥

গৃহে থাক, বনে থাক, সদা হরি বলে' ডাক।
সুখে দুঃখে ভুলো নাক, বদনে হরিনাম কর রে ॥২॥
মায়াজালে বদ্ধ হ'য়ে, আছ মিছে কাজ ল'য়ে।
এখনও চেতন পেয়ে, রাধামাধব-নাম বল রে ॥৩॥
জীবন হইল শেষ, না ভজিলে হৃষীকেশ।
ভক্তিবিনোদ-উপদেশ, একবার নামরসে মাত রে ॥৪॥

---

গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥
একবার বল রসনা উচ্চৈঃস্বরে।
নন্দের নন্দন, যশোদাজীবন, শ্রীরাধারমণ প্রেমভরে ॥
শ্রীমধুসূদন, গোপীপ্রাণধন, মুরলীবদন নৃত্য ক'রে।
অঘ-নিসূদন, পূতনা-ঘাতন, ব্রহ্ম বিমোহন ঊর্দ্ধ করে ॥

---

কবে গৌর-বনে, সুরধুনী-তটে,
'হা রাধে হা কৃষ্ণ' ব'লে।
কাঁদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি',
নানা-লতাতরুতলে ॥১॥
শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব,
পিব সরস্বতী জল।

পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব,
করি' কৃষ্ণ-কোলাহল ॥২॥
ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া,
মাগিব কৃপার লেশ ।
বৈষ্ণব-চরণ- রেণু গায় মাখি,
ধরি' অবধূত-বেশ ॥৩॥
গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না হেরিব,
হইব বরজবাসী ।
ধামের স্বরূপ, স্ফূরিবে নয়নে,
হইব রাধার দাসী ॥৪॥

---

কে যাবি কে যাবি ভাই ভবসিন্ধু পার ।
ধন্য কলিযুগে রে চৈতন্য অবতার ॥১॥
আমার গৌরাঙ্গের ঘাটে উজানখেয়া বয় ।
কড়িপাতি নাহি লাগে অমনি পার হয় ॥২॥
হরিনামের তরীখানি শ্রীগুরুকাণ্ডারী ।
সংকীর্ত্তনকেরোয়াল দু'বাহু পসারি ॥৩॥
সর্ব্বজীব উদ্ধার হৈল প্রেমের বাতাসে ।
লোচন পড়িয়া রৈল করমের দোষে ॥৪॥

---

'হরি' বলে মোদের গৌর এলো ॥ধ্রু॥
এলরে গৌরাঙ্গচাঁদ প্রেমে এলো-থেলো।
নিতাই-অদ্বৈত-সঙ্গে গোদ্রুমে পশিল ॥১॥
সঙ্কীর্ত্তন-রসে মেতে নাম বিলাইল।
নামের হাটে এসে প্রেমে জগৎ ভাসাইল ॥২॥
গোদ্রুমবাসীর আজ দুঃখ দূরে গেল।
ভক্তবৃন্দ-সঙ্গে আসি' হাট জাগাইল ॥৩॥
নদীয়া ভ্রমিতে গোরা এলো নামের হাটে।
গৌর এলো হাটে, সঙ্গে নিতাই এলো হাটে ॥৪॥
নাচে মাতোয়ারা নিতাই গোদ্রুমের মাঠে।
জগৎ মাতায় নিতাই প্রেমের মালসাটে ॥৫॥
(তেরা দেখে যারে)
অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ নাচে ঘাটে ঘাটে।
পলায় দুরন্ত কলি পড়িয়া বিভ্রাটে ॥৬॥
কি সুখে ভাসিল জীব গোরাচাঁদের নাটে।
দেখিয়া শুনিয়া পাষণ্ডীর বুক ফাটে ॥৭॥

— — —

নগর ভ্রমণ করে গৌর এল ঘরে।
গৌর এল ঘরে, আমার নিতাই এল ঘরে ॥১॥
ধূলা ঝেড়ে শচীমাতা গৌর কোলে করে।
আনন্দেতে ভক্তগণে হরি হরি বলে ॥২॥

— — —

# শ্রীশ্রীপ্রেমধাম দেব স্তোত্রম্

(শ্রীল শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত-ভক্ত-বৃন্দ-বন্দিতং
পাপ-তাপ-দাব-দাহ-দগ্ধ-দুঃখ-খণ্ডিতম্ ।
কৃষ্ণ-নাম-সীধু-ধাম-ধন্য-দান-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥১॥

স্বর্ণ-কোটি-দর্পণাভ-দেহ-বর্ণ-গৌরবং
পদ্ম-পারিজাত-গন্ধ-বন্দিতাঙ্গ-সৌরভম্
কোটি-কাম-মূর্চ্ছিতাঙ্ঘ্রি-রূপ-রাস-রঙ্গরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥২॥

প্রেম-নাম-দান-জন্য-পঞ্চ-তত্ত্বকাত্মকং
সাঙ্গ-দিব্য-পার্ষদাস্ত্র-বৈভবাবতারকম্ ।
শ্যাম-গৌর-নাম-গান-নৃত্য-মত্ত-নাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩॥

শান্তি-পুর্যধীশ-কল্যধর্ম্ম-দুঃখ-দুঃসহং
জীব-দুঃখ-হান-ভক্ত-সৌখ্যদান-বিগ্রহম্ ।
কল্যঘৌঘ-নাশ-কৃষ্ণ-নাম-সীধু-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪॥

দ্বীপ-নব্য-গাঙ্গ-বঙ্গ-জন্ম-কর্ম্ম-দর্শিতং
শ্রীনিবাস-বাস-ধন্য-নাম-রাস-হর্ষিতম্ ।
শ্রীহরিপ্রিয়েশ-পূজ্যধী-শচী-পুরন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৫॥

শ্রীশচী-দুলাল-বাল্য-বাল-সঙ্গ-চঞ্চলং
আকুমার-সর্ব্ব-শাস্ত্র-দক্ষ-তর্ক-মঙ্গলম্।
ছাত্র-সঙ্গ-রঙ্গ-দিগ্‌জিগীষু-দর্প-সংহরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৬॥

বর্জ্য-পাত্র-সারমেয়-সর্প-সঙ্গ-খেলনং
স্কন্ধ-বাহি-চৌর-তীর্থ-বিপ্র-চিত্র-লীলনম্।
কৃষ্ণনাম-মাত্র-বাল্য-কোপ-শান্তি-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৭॥

স্নান-গাঙ্গ-বারি-বাল-সঙ্গ-রঙ্গ-খেলনং
বালিকাদি-পারিহাস্য-ভঙ্গি-বাল্য-লীলনম্।
কূট-তর্ক-ছাত্র-শিক্ষকাদি-বাদ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৮॥

শ্রীনিমাই-পণ্ডিতেতি-নাম-দেশ-বন্দিতং
নব্য-তর্ক-দক্ষ-লক্ষ-দম্ভি-দম্ভ-খণ্ডিতম্।
স্থাপিতার্থ-খণ্ড-খণ্ড-খণ্ডিতার্থ-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৯॥

শ্লোক-গাঙ্গ-বন্দনার্থ-দিগ্‌জিগীষু-ভাষিতং
ব্যত্যলঙ্কৃতাদি-দোষ-তর্কিতার্থ-দূষিতম্।
ধ্বস্ত-যুক্তি-রুদ্ধ-বুদ্ধি-দত্ত-ধীমদাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥১০॥

সূত্র-বৃত্তি-টিপ্পনীষ্ট-সূক্ষ্ম-বাচনাদ্ভুতং
ধাতু-মাত্র-কৃষ্ণ-শক্তি-সর্ব্ব-বিশ্ব-সম্ভৃতম্।
রুদ্ধ-বুদ্ধি-পণ্ডিতৌঘ-নান্য-যুক্তি-নির্দ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥১১॥

কৃষ্ণ-দৃষ্টি-পাত-হেতু-শব্দকার্থ-যোজনং
স্ফোট-বাদ-শৃঙ্খলৈক-ভিত্তি-কৃষ্ণ-বীক্ষণম্ ।
স্থূল-সূক্ষ্ম-মূল-লক্ষ্য-কৃষ্ণ-সৌখ্য-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥১২॥

প্রেম-রঙ্গ-পাঠ-ভঙ্গ-ছাত্র-কাকু-কাতরং
ছাত্র-সঙ্গ-হস্ত-তাল-কীর্ত্তনাত্য-সঞ্চরম্ ।
কৃষ্ণ-নাম-সীধু-সিন্ধু-মগ্ন-দিক্-চরাচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥১৩॥

আর্য্য-ধর্ম্ম-পাল-লব্ধ-দীক্ষ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনং
লক্ষ-লক্ষ-ভক্ত-গীত-বাত্য-দিব্য-নর্ত্তনম্ ।
ধর্ম্ম-কর্ম্ম-নাশ-দস্যু-দুষ্ট-দুষ্কৃতোদ্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥১৪॥

ম্লেচ্ছ-রাজ-নাম-বাধ-ভক্ত-ভীতি-ভঞ্জনং
লক্ষ-লক্ষ-দীপ-নৈশ-কোটি-কণ্ঠ-কীর্ত্তনম্ ।
শ্রীমৃদঙ্গ-তাল-বাত্য-নৃত্য-কাজি-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥১৫॥

লক্ষ-লোচনাশ্রু-বর্ষ-হর্ষ-কেশ-কর্ত্তনং
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনাঢ্য-দণ্ড-ধারণম্ ।
ন্যাসি-বেশ-সর্ব্বদেশ-হাহুতাশ-কাতরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥১৬॥

শ্রীযতীশ-ভক্তবেশ-রাঢ়দেশ-চারণং
কৃষ্ণ-চৈতন্যাখ্য-কৃষ্ণ-নাম-জীব-তারণম্ ।

ভাব - বিভ্রমাত্ম - মত্ত - ধাবমান - ভূধরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥১৭॥

শ্রীগদাধরাদি - নিত্যানন্দ - সঙ্গ - বর্দ্ধনং
অদ্বয়াখ্য - ভক্ত - মুখ্য - বাঞ্ছিতার্থ - সাধনম্ ।
ক্ষেত্রবাস - সাভিলাষ - মাতৃতোষ - তৎপরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥১৮॥

ন্যাসিরাজ - নীল - শৈল - বাস - সার্ব্বভৌমপং
দাক্ষিণাত্য - তীর্থ - জাত - ভক্ত - কল্প - পাদপম্ ।
রাম - মেঘ - রাগ - ভক্তি - বৃষ্টি - শক্তি - সঞ্চরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥১৯॥

প্রেমধাম - দিব্য - দীর্ঘ - দেহ - দেব - নন্দিতং
হেম - কঞ্জ - পুঞ্জ - নিন্দি - কান্তি - চন্দ্র - বন্দিতম্ ।
নাম - গান - নৃত্য - নব্য - দিব্য - ভাব - মন্দিরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥২০॥

ধ্বস্ত - সার্ব্বভৌম - বাদ - নব্যতর্ক - শাঙ্করং
ধ্বস্ত - তদ্বিবর্ত্ত - বাদ - দানবীয় - ডম্বরম্ ।
দর্শিতার্থ - সর্ব্ব - শাস্ত্র - কৃষ্ণ - ভক্তি - মন্দিরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥২১॥

কৃষ্ণ - কৃষ্ণ - কৃষ্ণ - কৃষ্ণ - কৃষ্ণনাম - কীর্ত্তনং
রাম - রাম - গান - রম্য - দিব্য - ছন্দ - নর্ত্তনম্ ।
যত্র - তত্র - কৃষ্ণনাম - দান - লোক - নিস্তরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥২২॥

গোদবর্য্যবাম-তীর-রামানন্দ-সংবদং
জ্ঞান-কর্ম্ম-মুক্ত-মর্ম্ম-রাগ-ভক্তি-সম্পদম্।
পারকীয়-কান্ত-কৃষ্ণ-ভাব-সেবনাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥২৩॥

দাস্য-সখ্য-বাৎস্য-কান্ত-সেবনোত্তরোত্তরং
শ্রেষ্ঠ-পারকীয়-রাধিকাঙ্ঘ্রি-ভক্তি-সুন্দরম্।
শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-দিব্য-কাম-কৃষ্ণ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥২৪॥

শান্ত-মুক্ত-ভৃত্য-তৃপ্ত-মিত্র-মত্ত-দর্শিতং
স্নিগ্ধ-মুগ্ধ-শিষ্ট-মিষ্ট-সুষ্ঠ-কুণ্ঠ-হর্ষিতম্।
তন্ত্র-মুক্ত-বাম্য-রাগ-সর্ব্ব-সেবনোত্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥২৫॥

আত্ম-নব্য-তত্ত্ব-দিব্য-রায়-ভাগ্য-দর্শিতং
শ্যাম-গোপ-রাধিকাপ্ত-কোক্ত-গুপ্ত-চেষ্টিতম্।
মূর্চ্ছিতাঙ্ঘ্রি-রামরায়-বোধিতাত্ম-কিঙ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥২৬॥

নষ্ট-কুষ্ঠ-কূর্ম্ম-বিপ্র-রূপ-ভক্তি-তোষণং
রামদাস-বিপ্র-মোহ-মুক্ত-ভক্ত-পোষণম্।
কাল-কৃষ্ণ-দাস-মুক্ত-ভট্টথারি-পিঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥২৭॥

রঙ্গনাথ-ভট্ট-ভক্তি-তুষ্ট-ভঙ্গি-ভাষণং
লক্ষ্ম্য-গম্য-কৃষ্ণ-রাস-গোপিকৈক-পোষণম্।

লক্ষ্ম্য-ভীষ্ট-কৃষ্ণ-শীর্ষ-সাধ্য-সাধনাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥২৮॥

ব্রহ্ম-সংহিতাখ্য-কৃষ্ণ-ভক্তি-শাস্ত্র-দায়কং
কৃষ্ণ-কর্ণ-সীধু-নাম-কৃষ্ণ-কাব্য-গায়কম্ ।
শ্রীপ্রতাপরুদ্র-রাজ-শীর্ষ-সেব্য-মন্দিরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥২৯॥

শ্রীরথাগ্র-ভক্ত-গীত-দিব্য-নর্ত্তনাদ্ভুতং
যাত্রি-পাত্র-মিত্র-রুদ্ররাজ-হৃচ্চমৎকৃতম্ ।
গুণ্ডিচাগমাদি-তত্ত্ব-রূপ-কাব্য-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩০॥

প্রেম-মুগ্ধ-রুদ্র-রাজ-শৌর্য্য-বীর্য্য-বিক্রমং
প্রার্থিতাঙ্ঘ্রি-বর্জিতান্য-সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সঙ্গমম্ ।
লুণ্ঠিত-প্রতাপ-শীর্ষ-পাদ-ধূলি-ধূসরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩১॥

দাক্ষিণাত্য-সুপ্রসিদ্ধ-পণ্ডিতৌঘ-পূজিতং
শ্রেষ্ঠ-রাজ-রাজপাত্র-শীর্ষ-ভক্তি-ভূষিতম্ ।
দেশ-মাতৃ-শেষ-দর্শনার্থি-গৌড়-গোচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩২॥

গৌরগর্ব্বি-সর্ব্ব-গৌড়-গৌরবার্থ-সজ্জিতং
শাস্ত্র-শস্ত্র-দক্ষ-দুষ্ট-নাস্তিকাদি-লজ্জিতম্ ।
মুহ্যমান-মাতৃকাদি-দেহ-জীব-সঞ্চরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩৩॥

ন্যাস-পঞ্চ-বর্ষ-পূর্ণ-জন্ম-ভূমি-দর্শনং
কোটি-কোটি-লোক-লুব্ধ-মুগ্ধ-দৃষ্ট-কর্ষণম্ ।
কোটি-কণ্ঠ-কৃষ্ণনাম-ঘোষ-ভেদিতাম্বরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩৪॥

আর্ত্ত-ভক্ত-শোক-শান্তি-তাপি-পাপি-পাবনং
লক্ষ-কোটি-লোক-সঙ্গ-কৃষ্ণ-ধাম-ধাবনম্ ।
রাম-কেলি-সাগ্রজাত-রূপ-কর্ষণাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩৫॥

ব্যাঘ্র-বারণৈন-বন্য-জন্তু-কৃষ্ণ-গায়কং
প্রেম-নৃত্য-ভাব-মত্ত-ঝাড়খণ্ড-নায়কম্ ।
দুর্গ-বন্য-মার্গ-ভট্ট-মাত্র-সঙ্গ-সৌকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩৬॥

গাঙ্গ-যামুনাদি-বিন্দু-মাধবাদি-মাননং
মাথুরার্ত্ত-চিত্ত-যামুনাগ্র-ভাগ-ধাবনম্ ।
স্মারিত-ব্রজাতি-তীব্র-বিপ্রলম্ভ-কাতরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩৭॥

মাধবেন্দ্র-বিপ্রলম্ভ-মাথুরেষ্ট-মাননং
প্রেম-ধাম-দৃষ্ট-কাম-পূর্ব্ব-কুঞ্জ-কাননম্ ।
গোকুলাদি-গোষ্ঠ-গোপ-গোপিকা-প্রিয়ঙ্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩৮॥

প্রেম-গুঞ্জনালি-পুঞ্জ-পুষ্প-পুঞ্জ-রঞ্জিতং
গীত-নৃত্য-দক্ষ-পক্ষি-বৃক্ষ-লক্ষ-বন্দিতম্ ।

গো-বৃষাদি-নাদ-দীপ্ত-পূর্ব্ব-মোদ-মেদুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৩৯॥

প্রেম-বুদ্ধ-রুদ্ধ-বুদ্ধি-মত্ত-নৃত্য-কীর্ত্তনং
প্লাবিতাশ্রু-কাঞ্চনাঙ্গ-বাস-চাতুরঙ্গনম্ ।
কৃষ্ণ-কৃষ্ণ-রাব-ভাব-হাস্য-লাস্য-ভাস্বরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪০॥

প্রেম-মুগ্ধ-নৃত্য-কীর্ত্তনাকুলারিটান্তিকং
স্নান-ধন্য-বারি-ধান্য-ভূমি-কুণ্ড-দেশকম্ ।
প্রেম-কুণ্ড-রাধিকাখ্য-শাস্ত্র-বন্দনাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪১॥

তিন্তিড়ী-তলস্থ-যামুনোর্ম্মি-ভাবনাপ্লুতং
নির্জনৈক-রাধিকাত্ম-ভাব-বৈভবাবৃতম্ ।
শ্যাম-রাধিকাপ্ত-গৌর-তত্ত্ব-ভিত্তিকাকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪২॥

শারিকা-শুকোক্তি-কৌতুকাঢ্য-লাস্য-লাপিতং
রাধিকা-ব্যতীত-কামদেব-কাম-মোহিতম্ ।
প্রেম-বশ্য-কৃষ্ণ-ভাব-ভক্ত-হৃচ্চমৎকরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪৩॥

শ্রীপ্রয়াগ-ধাম-রূপ-রাগ-ভক্তি-সঞ্চরং
শ্রীসনাতনাদি-কাশি-ভক্তি-শিক্ষণাদরম্ ।
বৈষ্ণবানুরোধ-ভেদ-নির্ব্বিশেষ-পঞ্জরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪৪॥

ন্যাসি-লক্ষ-নায়ক-প্রকাশানন্দ-তারকং
ন্যাসি-রাশি-কাশি-বাসি-কৃষ্ণ-নাম-পারকম্ ।
ব্যাস-নারদাদি-দত্ত-বেদধী-ধুরন্ধরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪৫॥

ব্রহ্ম-সূত্র-ভাষ্য-কৃষ্ণ-নারদোপদেশকং
শ্লোক-তুর্য্য-ভাষণান্ত-কৃষ্ণ-সম্প্রকাশকম্ ।
শব্দ-বর্ত্তনান্ত-হেতু-নাম-জীব-নিস্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪৬॥

আত্ম-রাম-বাচনাদি-নির্ব্বিশেষ-খণ্ডনং
শ্রৌত-বাক্য-সার্থকৈক-চিদ্বিলাস-মণ্ডনম্ ।
দিব্য-কৃষ্ণ-বিগ্রহাদি-গৌণ-বুদ্ধি-ধিক্করং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪৭॥

ব্রহ্ম-পারমাত্ম্য-লক্ষণাদ্বয়ৈক-বাচনং
শ্রীব্রজ-স্বসিদ্ধ-নন্দলীল-নন্দ-নন্দনম্ ।
শ্রীরস-স্বরূপ-রাস-লীল-গোপ-সুন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪৮॥

রাধিকা-বিনোদ-মাত্র-তত্ত্ব-লক্ষণান্বয়ং
সাধুসঙ্গ-কৃষ্ণ-নাম-সাধনৈক-নিশ্চয়ম্ ।
প্রেম-সেবনৈক-মাত্র-সাধ্য-কৃষ্ণ-তৎপরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৪৯॥

আত্ম-রাম-বাচনৈক-ষষ্টিকার্থ-দর্শিতং
রুদ্র-সংখ্য-শব্দ-জাত-যদ্যদর্থ-সম্ভৃতম্ ।

সর্ব্ব - সর্ব্ব - যুক্ত - তত্ত্বদর্থ - ভূরিদাকরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥৫০॥

শ্রীসনাতনানু - রূপ - জীব - সম্প্রদায়কং
লুপ্ত - তীর্থ - শুদ্ধ - ভক্তি - শাস্ত্র - সুপ্রচারকম্ ।
নীল - শৈল - নাথ - পীঠ - নৈজ - কার্য্য - সৌকরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥৫১॥

ত্যাগ - বাহ্য - ভোগ - বুদ্ধি - তীব্র - দণ্ড - নিন্দনং
রায় - শুদ্ধ - কৃষ্ণ - কাম - সেবনাভি - নন্দনম্ ।
রায় - রাগ - সেবনোক্ত - ভাগ্য - কোটি - দুষ্করং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥৫২॥

শ্রীপ্রয়াগ - ভট্ট - বল্লভৈক - নিষ্ঠ - সেবনং
নীল - শৈল - ভট্ট - দত্ত - রাগ - মার্গ - রাধনম্ ।
শ্রীগদাধরার্পিতাধিকার - মন্ত্র - মাধুরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥৫৩॥

শ্রীস্বরূপ - রায় - সঙ্গ - গাম্ভিরান্ত্য - লীলনং
দ্বাদশাব্দ - বহ্নিগর্ভ - বিপ্রলম্ভ - শীলনম্ ।
রাধিকাধিরূঢ় - ভাব - কান্তি - কৃষ্ণ - কুঞ্জরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥৫৪॥

শ্রীস্বরূপ - কণ্ঠ - লগ্ন - মাথুর - প্রলাপকং
রাধিকানু - বেদনার্ত্ত - তীব্র - বিপ্রলম্ভকম্ ।
স্বপ্নবৎ - সমাধি - দৃষ্ট - দিব্য - বর্ণনাতুরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥৫৫॥

সাত্ত্বিকাদি-ভাব-চিহ্ন-দেহ-দিব্য-সৌষ্ঠবং
কূর্ম্ম-ধর্ম্ম-ভিন্ন-সন্ধি-গাত্র-পুষ্প-পেলবম্।
হ্রস্ব-দীর্ঘ-পদ্ম-গন্ধ-রক্ত-পীত-পাণ্ডুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৫৬॥

তীব্র-বিপ্রলম্ভ-মুগ্ধ-মন্দিরাগ্র-ধাবিতং
কূর্ম্ম-রূপ-দিব্য-গন্ধ-লুব্ধ-ধেনু-বেষ্টিতম্।
বর্ণিতালি-কূল-কৃষ্ণ-কেলি-শৈল-কন্দরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৫৭॥

ইন্দু-সিন্ধু-নৃত্য-দীপ্ত-কৃষ্ণ-কেলি-মোহিতং
ঊর্ম্মি-শীর্ষ-সুপ্ত-দেহ-বাত-রঙ্গ-বাহিতম্।
যামুনালি-কৃষ্ণ-কেলি-মগ্ন-সৌখ্য-সাগরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৫৮॥

রাত্রি-শেষ-সৌম্য-বেশ-শায়িতার্দ্র-সৈকতং
ভিন্ন-সন্ধি-দীর্ঘ-দেহ-পেলবাতি-দৈবতম্।
শ্রান্ত-ভক্ত-চক্রতীর্থ-হৃষ্ট-দৃষ্টি-গোচরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৫৯॥

আর্ত্ত-ভক্ত-কণ্ঠ-কৃষ্ণ-নাম-কর্ণ-হৃদ্গতং
লগ্ন-সন্ধি-সুষ্ঠু-দেহ-সর্ব্ব-পূর্ব্ব-সম্মতম্।
অর্দ্ধ-বাহ্য-ভাব-কৃষ্ণ-কেলি-বর্ণনাতুরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্॥৬০॥

যামুনাম্বু-কৃষ্ণ-রাধিকালি-কেলি-মণ্ডলং
ব্যক্ত-গুপ্ত-দৃপ্ত-তৃপ্ত-ভঙ্গি-মাদনাকুলম্।

গূঢ় - দিব্য - মর্ম্ম - মোদ - মূর্চ্ছনা - চমৎকরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥ ৬১॥

আস্য - ঘর্ষণাদি - চাটকাদ্রি - সিন্ধু - লীলনং
ভক্ত - মর্ম্ম - ভেদি - তীব্র - দুঃখ - সৌখ্য - খেলনম্ ।
অত্যচিন্ত্য - দিব্য - বৈভবাশ্রিতৈক - শঙ্করং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥ ৬২॥

শ্রোত্র - নেত্র - গত্যতীত - বোধ - রোধিতাদ্ভুতং
প্রেম - লভ্য - ভাব - সিদ্ধ - চেতনা - চমৎকৃতম্ ।
ব্রহ্ম - শম্ভু - বেদ - তন্ত্র - মৃগ্য - সত্য - সুন্দরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥ ৬৩॥

বিপ্র - শূদ্র - বিজ্ঞ - মূর্খ - যাবনাদি - নামদং
বিত্ত - বিক্রমোচ্চ - নীচ - সজ্জনৈক - সম্পদম্ ।
স্ত্রী - পুমাদি - নির্ব্বিবাদ - সার্ব্ববাদিকোদ্ধরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥ ৬৪॥

সিন্ধু - শূন্য - বেদ - চন্দ্র - শাক - কুম্ভ - পূর্ণিমা
সান্ধ্য - চান্দ্রকোপরাগ - জাত - গৌর - চন্দ্রমা ।
স্নান - দান - কৃষ্ণনাম - সঙ্গ - তৎ - পরাৎপরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥ ৬৫॥

আত্ম - সিদ্ধ - সাবলীল - পূর্ণ - সৌখ্য - লক্ষণং
স্বানুভাব - মত্ত - নৃত্য - কীর্ত্তনাত্ম - বণ্টনম্ ।
অদ্বয়ৈক - লক্ষ্য - পূর্ণ - তত্ত্ব - তৎ - পরাৎপরং
প্রেম - ধাম - দেবমেব নৌমি গৌর - সুন্দরম্ ॥ ৬৬॥

শ্রীপুরীশ্বরানুকম্পি-লব্ধ-দীক্ষ-দৈবতং
কেশবাখ্য-ভারতী-সকাশ-কেশ-রক্ষিতম্।
মাধবানুধী-কিশোর-কৃষ্ণ-সেবনাদরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৬৭॥

সিন্ধু-বিন্দু-বেদ-চন্দ্র-শাক-ফাল্গুনোদিতং
ন্যাস-সোম-নেত্র-বেদ-চন্দ্র-শাক-বোধিতম্।
বাণ-বাণ-বেদ-চন্দ্র-শাক-লোচনান্তরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৬৮॥

শ্রীস্বরূপ-রায়-সঙ্গ-হর্ষ-শেষ-ঘোষণং
শিক্ষণাষ্টকাখ্য-কৃষ্ণ-কীর্ত্তনৈক-পোষণম্।
প্রেম-নাম-মাত্র-বিশ্ব-জীবনৈক-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৬৯॥

প্রেম হেম-দেব দেহি দাসরেষ মন্যতাং
ক্ষম্যতাং মহাপরাধ-রাশিরেষ গণ্যতাম্।
রূপ-কিঙ্করেষু রামানন্দ-দাস-সম্ভরং
প্রেম-ধাম-দেবমেব নৌমি গৌর-সুন্দরম্ ॥৭০॥

সশ্রদ্ধঃ সপ্ত-দশকং প্রেম-ধামেতি-নামকম্।
স্তবং কোঽপি পঠন্ গৌরং রাধাশ্যামময়ং ব্রজেৎ ॥৭১॥

পঞ্চমে শতগৌরাব্দে শ্রীসিদ্ধান্ত-সরস্বতী।
শ্রীধরঃ কোঽপি তচ্ছিষ্যস্ত্রিদণ্ডী নৌতি সুন্দরম্ ॥৭২।

# — ঃ শরণাগতি গীতি ঃ —

আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ ॥১॥
নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি',
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যাভাষী,
পরদুঃখ সুখকর ॥২॥
অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা-গর্ব্ব বিভূষণ ॥৩॥
নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা কামী ॥৪॥
এহেন দুর্জ্জন, সজ্জন-বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্যশূন্য, সদানর্থমনা,
নানা দুঃখে জর জর ॥৫॥

বার্দ্ধক্যে এখন, উপায়-বিহীন,
তা'তে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন ॥৬॥

---

কি জানি কি বলে, তোমার ধামেতে,
হইনু শরণাগত।
তুমি দয়াময়, পতিতপাবন,
পতিত তারণে রত ॥১॥
ভরসা আমার, এইমাত্র নাথ !
তুমি ত' করুণাময়।
তব দয়াপাত্র, নাহি মোর সম,
অবশ্য ঘুচাবে ভয় ॥২॥
আমারে তারিতে, কাহারো শকতি,
অবনী-ভিতরে নাহি।
দয়াল ঠাকুর ! ঘোষণা তোমার,
অধম পামরে ত্রাহি ॥৩॥
সকল ছাড়িয়া, আসিয়াছি আমি,
তোমার চরণে, নাথ !
আমি নিত্যদাস, তুমি পালয়িতা,
তুমি গোপ্তা, জগন্নাথ ! ॥৪॥

তোমার সকল, আমি মাত্র দাস,
আমারে তারিবে তুমি।
তোমার চরণ, করিনু বরণ,
আমার নহি ত' আমি ॥৫॥
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া শরণ,
ল'য়েছে তোমার পায়।
ক্ষমি' অপরাধ, নামে রুচি দিয়া,
পালন করহে তায় ॥৬॥

---

(প্রভু হে !)
এমন দুর্ম্মতি, সংসার-ভিতরে,
পড়িয়া আছিনু আমি।
তব নিজ-জন, কোন মহাজনে,
পাঠাইয়া দিলে তুমি ॥১॥
দয়া করি মোরে, পতিত দেখিয়া,
কহিল আমারে গিয়া।
ওহে দীন জন, শুন ভাল কথা,
উল্লসিত হ'বে হিয়া ॥২॥
তোমারে তারিতে, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য,
নবদ্বীপে অবতার।
তোমা হেন কত, দীন হীন জনে,
করিলেন ভব-পার ॥৩॥

বেদের প্রতিজ্ঞা, রাখিবার তরে,
রুক্মবর্ণ-বিপ্রসুত।
মহাপ্রভু নামে, নদীয়া মাতায়,
সঙ্গে ভাই অবধূত ॥৪॥

নন্দসুত যিনি, চৈতন্য গোঁসাঞি,
নিজ নাম করি' দান।
তারিল জগৎ, তুমিও যাইয়া,
লহ নিজ-পরিত্রাণ ॥৫॥

সে কথা শুনিয়া, আসিয়াছি নাথ,
তোমার চরণতলে।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আপন কাহিনী বলে ॥৬॥

---

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণ না ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে ॥১॥

সংসার সংসার করি মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল ॥২॥

কিসের সংসার এই, ছায়াবাজী প্রায়।
ইহাতে মমতা করি বৃথা দিন যায় ॥৩॥

এদেহ পতন হ'লে কি রবে আমার।
কেহ সুখ নাহি দিবে পুত্র পরিবার ॥৪॥

গর্দ্দভের মত আমি করি পরিশ্রম ।
কার লাগি' এত করি না ঘুচিল ভ্রম ॥৫॥

দিন যায় মিছা কাজে নিশা নিদ্রাবশে ।
নাহি ভাবি মরণ নিকটে আছে বসে ॥৬॥

ভাল মন্দ খাই, হেরি, পরি, চিন্তাহীন ।
নাহি ভাবি এ দেহ ছাড়িব কোনদিন ॥৭॥

দেহ গেহ কলত্রাদি চিন্তা অবিরত ।
জাগিছে হৃদয়ে মোর বুদ্ধি করি' হত ॥৮॥

হায় হায় নাহি ভাবি' অনিত্য এ সব ।
জীবন বিগতে কোথা রহিবে বৈভব ॥৯॥

শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে ।
বিহঙ্গ পতঙ্গ তায় বিহার করিবে ॥১০॥

কুক্কুর শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে ।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে ॥১১॥

যে দেহের এই গতি তার অনুগত ।
সংসার বৈভব আর বন্ধুজন যত ॥১২॥

অতএব মায়া মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান ।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥১৩॥

ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে ।
দুর্ল্লভ মানব- জনম সৎসঙ্গে,
তরহ এ ভব সিন্ধু রে ॥১॥
শীত আতপ, বাত বরিষণ,
এ দিন যামিনী জাগি রে ।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখলব লাগি' রে ॥২॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীতি রে ।
কমল দল জল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিতি রে ॥৩॥
শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন,
পাদসেবন দাস্যরে ।
পূজন, সখীজন, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দ দাস অভিলাষ রে ॥৪॥

— — —

এ ঘোর-সংসারে, পড়িয়া মানব,
না পায় দুঃখের শেষ ।
সাধুসঙ্গ করি', হরি ভজে যদি,
তবে অন্ত হয় ক্লেশ ॥১॥

বিষয় অনলে, জ্বলিছে হৃদয়,
অনলে বাড়য়ে অনল ।
অপরাধ ছাড়ি', লয় কৃষ্ণনাম,
অনলে পড়য়ে জল ॥২॥
নিতাই চৈতন্য, চরণ-কমলে,
আশ্রয় লৈল যেই ।
কালিদাস বলে, জীবনে মরণে,
আমার আশ্রয় সেই ॥৩॥

— — —

গোরা পহুঁ না ভজিয়া মৈনু ।
প্রেম রতন-ধন হেলায় হারাইনু ॥১॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু ।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু ॥২॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস ।
তে-কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ-ফাঁস ॥৩॥
বিষয়-বিষম-বিষ সতত খাইনু ।
গৌরকীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু ॥৪॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ লাগিয়া ।
নরোত্তমদাস কেন না গেল মরিয়া ॥৫॥

— — —

আত্মনিবেদন, তুয়া পদে করি',
হইনু পরম সুখী ।
দুঃখ দূরে গেল, চিন্তা না রহিল,
চৌদিকে আনন্দ দেখি ॥১॥
অশোক-অভয়, অমৃত-আধার,
তোমার চরণদ্বয় ।
তাহাতে এখন, বিশ্রাম লভিয়া,
ছাড়িনু ভবের ভয় ॥২॥
তোমার সংসারে, করিব সেবন,
নহিব ফলের ভাগী ।
তব সুখ যাহে, করিব যতন,
হ'য়ে পদে অনুরাগী ॥৩॥
তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরম সুখ ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥৪॥
পূর্ব্ব ইতিহাস, ভুলিনু সকল,
সেবা-সুখ পে'য়ে মনে ।
আমি ত' তোমার, তুমি ত' আমার,
কি কাজ অপর ধনে ॥৫॥
ভকতিবিনোদ, আনন্দে ডুবিয়া,
তোমার সেবার তরে ।
সব চেষ্টা করে, তব ইচ্ছা-মত,
থাকিয়া তোমার ঘরে ॥৬॥

সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
পড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত' ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে ॥১॥
বাঁধিয়া নিকটে, আমারে পালিবে,
রহিব তোমার দ্বারে।
প্রতীপ-জনেরে, আসিতে না দিব,
রাখিব গড়ের পারে ॥২॥
তব নিজ-জন, প্রসাদ সেবিয়া,
উচ্ছিষ্ট রাখিবে যাহা।
আমার ভোজন, পরম-আনন্দে,
প্রতিদিন হবে তাহা ॥৩॥
বসিয়া শুইয়া, তোমার চরণ,
চিন্তিব সতত আমি।
নাচিতে নাচিতে, নিকটে যাইব,
যখন ডাকিবে তুমি ॥৪॥
নিজের পোষণ, কভু না ভাবিব,
রহিব ভাবের ভরে।
ভকতিবিনোদ, তোমার পালক,
বলিয়া বরণ করে ॥৫॥

— — —

ভুলিয়া তোমারে, সংসারে আসিয়া,
পেয়ে নানাবিধ ব্যথা।
তোমার চরণে, আসিয়াছি আমি,
বলিব দুঃখের কথা ॥১॥
জননী-জঠরে, ছিলাম যখন,
বিষম বন্ধন-পাশে।
একবার প্রভু, দেখা দিয়া মোরে,
বঞ্চিলে এ দীন দাসে ॥২॥
তখন ভাবিনু, জনম পাইয়া,
করিব ভজন তব।
জনম হইল, পড়ি' মায়া-জালে,
না হইল জ্ঞান-লব ॥৩॥
আদরের ছেলে, স্বজনের কোলে,
হাসিয়া কাটানু কাল।
জনক-জননী- স্নেহেতে ভুলিয়া,
সংসার লাগিল ভাল ॥৪॥
ক্রমে দিন দিন, বালক হইয়া,
খেলিনু বালক সহ।
আর কিছুদিনে, জ্ঞান উপজিল,
পাঠ পড়ি অহরহঃ ॥৫॥
বিদ্যার গৌরবে, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধন উপার্জ্জন করি'।

স্বজন-পালন, করি এক মনে,
ভুলিনু তোমারে হরি ॥৬॥
বার্দ্ধক্যে এখন, ভকতিবিনোদ,
কাঁদিয়া কাতর অতি।
না ভজিয়া তোরে, দিন বৃথা গেল,
এখন কি হ'বে গতি ॥৭॥

— — —

মানস, দেহ, গেহ, যো কিছু মোর।
অর্পিলুঁ তুয়া পদে, নন্দকিশোর ! ॥১॥
সম্পদে-বিপদে, জীবনে-মরণে।
দায় মম গেলা, তুয়া ও-পদ বরণে ॥২॥
মারবি রাখবি— যো ইচ্ছা তোহারা।
নিত্যদাস প্রতি তুয়া অধিকারা ॥৩॥
জন্মাওবি মোয়ে ইচ্ছা যদি তোর।
ভক্তগৃহে জনি জন্ম হউ মোর ॥৪॥
কীটজন্ম হউ যথা তুয়া দাস।
বহির্ম্মুখ ব্রহ্মজন্মে নাহি আশ ॥৫॥
ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা-বিহীন যে ভক্ত।
লভইতে তাঁ'ক সঙ্গ অনুরক্ত ॥৬॥
জনক, জননী, দয়িত, তনয়।
প্রভু, গুরু, পতি— তুহুঁ সর্ব্বময় ॥৭॥

ভকতিবিনোদ কহে, শুন কান !
রাধানাথ ! তুহুঁ হামার পরাণ ॥৮॥

— — —

আত্মসমর্পণে গেলা অভিমান।
নাহি করবুঁ নিজ রক্ষা-বিধান ॥১॥
তুয়া ধন জানি তুহুঁ রাখবি নাথ !
পাল্য গোধন জানি করি' তুয়া সাথ ॥২॥
চরাওবি মাধব ! যামুনতীরে।
বংশী বাজাওত ডাকবি ধীরে ॥৩॥
অঘ-বক মারত রক্ষা বিধান।
করবি সদা তুহুঁ গোকুল-কান ! ॥৪॥
রক্ষা করবি তুহুঁ নিশ্চয় জানি।
পান করবুঁ হাম যামুনপানি ॥৫॥
কালীয়-দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল বাড়াওবি আশা ॥৬॥
পিয়ত দাবানল রাখবি মোয়।
গোপাল গোবিন্দ নাম তব হোয় ॥৭॥
সুরপতি দুর্ম্মতি-নাশ বিচারি'।
রাখিবে বর্ষণে গিরিবরধারি ! ॥৮॥
চতুরানন করব যব চোরি।
রক্ষা করবি মোয়ে গোকুল হরি ! ॥৯॥

ভকতিবিনোদ তুয়া গোকুল-ধন।
রাখবি কেশব ! করত যতন ॥১০॥

— — —

হরি হে !
প্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া,
না দেখি উপায় আর।
অগতির গতি, চরণে শরণ,
তোমায় করিনু সার ॥১॥
করম গেয়ান, কিছু নাহি মোর,
সাধন ভজন নাই।
তুমি কৃপাময়, আমি ত' কাঙ্গাল,
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥২॥
বাক্য-মনো-বেগ, ক্রোধ-জিহ্বা-বেগ,
উদর-উপস্থ-বেগ।
মিলিয়া এ সব, সংসারে ভাসায়ে,
দিতেছে পরমোদ্বেগ ॥৩॥
অনেক যতনে, সে সব দমনে,
ছাড়িয়াছি আশা আমি।
অনাথের নাথ, ডাকি তব নাম,
এখন ভরসা তুমি ॥৪॥

— — —

(প্রভু হে !)

শুন মোর দুঃখের কাহিনী।

বিষয়-হলাহল, সুধাভানে পিয়লুঁ,

আব্ অবসান দিনমণি ॥১॥

খেলারসে শৈশব, পড়ইতে কৈশোর,

গোঁয়াওলুঁ না ভেল বিবেক।

ভোগবশে যৌবনে, ঘর পাতি' বৈসিলুঁ,

সুত মিত বাড়ল অনেক ॥২॥

বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,

পীড়া-বশে হইনু কাতর।

সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,

ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর ॥৩॥

জ্ঞান-লব-হীন, ভক্তিরসে বঞ্চিত,

আর মোর কি হবে উপায়।

পতিতবন্ধু তুহুঁ, পতিতাধম হাম,

কৃপায় উঠাও তব পায় ॥৪॥

বিচারিতে আওবি, গুণ নাহি পাওবি,

কৃপা কর, ছোড়ত বিচার।

তব পদ-পঙ্কজ— সীধু পিবাওত,

ভকতিবিনোদে কর' পার ॥৫॥

মাধব ! বহুত মিনতি করি তোয় ।
দেই তুলসী তিল, দেহ সমর্পলুঁ,
দয়া জনু ছোড়বি মোয় ॥১॥
গণইতে দোষ, গুণ লেশ ন পাওবি,
যব তুহুঁ করবি বিচার ।
তুহুঁ জগন্নাথ, জগভরি কহাওসি,
জগ বাহির নহোঁ মুঞি ছার ॥২॥
কিয়ে মানুষ পশু, পাখী কিয়ে জনমিয়ে,
অথবা কীট পতঙ্গে ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃ পুনঃ,
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ॥৩॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি, অতিশয় কাতর,
তরইতে ইহ ভবসিন্ধু ।
তুয়া পদপল্লব, করি অবলম্বন,
তিল এক দেহ দিনবন্ধু ॥৪॥

— — —

তাতল সৈকতে, বারি বিন্দুসম,
সুত-মিত-রমণী-সমাজে ।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পল,
তব মঝু হব কোন কাজে ॥১॥

মাধব ! হাম পরিণাম-নিরাশা ।
তুহুঁ জগতারণ, দীন দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥২॥
আধ জনম হাম, নিদেঁ গঁয়ালওল,
জরা শিশু কতদিন গেলা ।
নিধুবনে রমণী, রসরঙ্গে মাতল,
তোহে ভজব কোন বেলা ॥৩॥
কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা ।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা ॥৪॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন ভয়,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা ।
আদি অনাদিক, নাথ কহাওসি,
অব তারণ-ভার তোহারা ॥৫॥

হরি হরি ! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্যজনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥১॥
গোলোকের প্রেমধন, হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন,
রতি না জন্মিল কেন তায় ।

সংসার-বিষানলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
জুড়াইতে না কৈনু উপায় ॥২॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীনহীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই ॥৩॥
হাহা প্রভু নন্দসুত, বৃষভানুসুতাযুত,
করুণা করহ এইবার।
নরোত্তমদাস কয়, না ঠেলিহ রাঙ্গা পায়,
তোমা বিনে কে আছে আমার ॥৪॥

— — —

হরি হরি ! বড় শেল মরমে রহিল।
পাইয়া দুর্ল্লভ তনু, শ্রীকৃষ্ণ ভজন বিনু,
জন্ম মোর বিফল হইল ॥১॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি, নবদ্বীপে অবতরি',
জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি,
তেঁই মোরে করুণা নহিল ॥২॥
স্বরূপ সনাতন রূপ, রঘুনাথ ভট্টযুগ,
তাহাতে না হৈল মোর মতি।
দিব্য-চিন্তামণি ধাম, বৃন্দাবন হেন স্থান,
সেই ধামে না কৈনু বসতি ॥৩॥

বিশেষ বিষয়ে মতি, নহিল বৈষ্ণবে রতি,
নিরন্তর খেদ উঠে মনে ।
নরোত্তমদাস কহে, জীবার উচিত নহে,
শ্রীগুরু - বৈষ্ণব - সেবা বিনে ॥৪॥

---

শ্রীমদ্রূপ - গোস্বামি - প্রভু - পাদেনোক্তং —

**অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্ ।**
**আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥**

অন্য - অভিলাষ ছাড়ি’, জ্ঞান - কর্ম্ম পরিহরি’,
কায় মনে করিব ভজন ।
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ সেবা, না পূজিব দেবীদেবা,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥১॥
মহাজনের যেই পথ, তা’তে হব অনুরত,
পূর্ব্বাপর করিয়া বিচার ।
সাধন - স্মরণ - লীলা, ইহাতে না কর হেলা,
কায় মনে করিয়া সুসার ॥২॥
অসৎসঙ্গ সদা ত্যাগ, ছাড় অন্য গীতরাগ,
কর্ম্মী জ্ঞানী পরিহরি’ দূরে ।
কেবল ভকত - সঙ্গ, প্রেম - কথা - রসরঙ্গ,
লীলা কথা ব্রজরসপুরে ॥৩॥

যোগী, ন্যাসী, কর্ম্মী, জ্ঞানী,  অন্যদেব-পূজক, ধ্যানী,
ইহলোক দূরে পরিহরি' ।
কর্ম্ম, ধর্ম্ম, দুঃখ, শোক,  যেবা থাকে অন্য যোগ,
ছাড়ি' ভজ গিরিবরধারী ॥৪॥

তীর্থযাত্রা-পরিশ্রম,  কেবল মনের ভ্রম,
সর্ব্বসিদ্ধি গোবিন্দচরণ ।
দৃঢ়বিশ্বাস হৃদে ধরি',  মদ-মাৎসর্য্য পরিহরি',
সদা কর অনন্য-ভজন ॥৫॥

কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ করি',  কৃষ্ণভক্ত-অঙ্গ হেরি',
শ্রদ্ধান্বিতে শ্রবণ-কীর্ত্তন ।
অর্চ্চন, বন্দন, ধ্যান,  নবভক্তি মহাজ্ঞান,
এই ভক্তি পরম কারণ ॥৬॥

হৃষীকে গোবিন্দ-সেবা,  না পূজিব দেবীদেবা,
এই ত' অনন্যভক্তি-কথা ।
আর যত উপালম্ভ,  বিশেষ সকলি দম্ভ,
দেখিতে লাগয়ে মনে ব্যথা ॥৭॥

দেহে বৈসে রিপুগণ,  যতেক ইন্দ্রিয়গণ,
কেহ কার বাধ্য নাহি হয় ।
শুনিলে না শুনে কাণ,  জানিলে না জানে প্রাণ,
দঢ়াইতে না পারে নিশ্চয় ॥৮॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,  মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভসহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব ।

আনন্দ করি' হৃদয়, রিপু করি' পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব ॥৯॥
'কাম' কৃষ্ণ-কর্ম্মার্পণে, 'ক্রোধ' ভক্তদ্বেষি-জনে,
'লোভ' সাধু-সঙ্গে হরিকথা।
'মোহ' ইষ্টলাভ-বিনে, 'মদ' কৃষ্ণগুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা ॥১০॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম, অনর্থাদি যার ধাম,
ভক্তিপথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা বা করিতে পারে, কাম-ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ ॥১১॥
ক্রোধে বা না করে কিবা, ক্রোধ-ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এই ত' কথন।
ছয় রিপু সদা হীন, করিব মনের অধীন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ ॥১২॥
আপনি পলাবে সব, শুনিয়া 'গোবিন্দ'-রব,
সিংহরবে যেন করিগণ।
সকল বিপত্তি যাবে, মহানন্দ সুখ পাবে,
যার হয় একান্ত ভজন ॥১৩॥
না করিহ অসৎ চেষ্টা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা,
সদা চিন্ত' গোবিন্দ-চরণ।
সকল সন্তাপ যাবে, পরানন্দ সুখ পাবে,
প্রেমভক্তি পরম-কারণ ॥১৪॥

অসৎসঙ্গ কুটিনাটি, ছাড় অন্য পরিপাটি,
অন্য দেবে না করিহ রতি ।
আপন আপন স্থানে, পিরীতি সবাই টানে,
ভক্তি-পথে পড়য়ে বিগতি ॥১৫॥
আপন ভজন-পথ, তাহে হ'ব অনুরত,
ইষ্টদেব-স্থানে লীলা গান ।
নৈষ্ঠিক-ভজন এই, তোমারে কহিলু ভাই,
হনুমান তাহাতে প্রমাণ ॥১৬॥

--- --- ---

হরিবল হরিবল হরিবল ভাই রে ।
হরিনাম আনিয়াছে গৌরাঙ্গ নিতাই রে ॥১॥
(মোদের দুঃখ দেখে রে)
হরিনাম বিনা জীবের অন্য ধন নাই রে ।
হরিনামে শুদ্ধ হ'ল জগাই মাধাই রে ॥২॥
(বড় পাপী ছিল রে)
মিছ মায়াবদ্ধ হ'য়ে জীবন কাটাই রে ।
(আমি আমার বলে রে)
আশাবশে ঘুরে ঘুরে আর কোথা যাই রে ॥৩॥
(আশার শেষ নাই রে)
হরি বলে দেও ভাই আশার মুখে ছাই রে ।
(নিরাশ ত সুখ রে)

ভোগ-মোক্ষবাঞ্ছা ছাড়ি' হরিনাম গাই রে ॥৪॥
(শুদ্ধসত্ত্ব হ'য়ে রে)
না চেয়েও নামের গুণে ওসব ফল পাই রে।
(তুচ্ছ ফলের প্রয়াস ছেড়ে রে)
বিনোদ বলে যাই ল'য়ে নামের বালাই রে ॥৫॥
(নামের বালাই ছেড়ে রে)

## শিক্ষা-গীতি

মন রে, কেন আর বর্ণ অভিমান।
মরিলে পাতকী হ'য়ে, যমদূতে যা'বে ল'য়ে,
না করিবে জাতির সম্মান ॥১॥
যদি ভাল কর্ম্ম কর, স্বর্গভোগ অতঃপর,
তা'তে বিপ্র-চণ্ডাল সমান।
নরকেও দুইজনে, দণ্ড পা'বে একাসনে,
জন্মান্তরে সমান বিধান ॥২॥
তবে কেন অভিমান, ল'য়ে তুচ্ছ বর্ণমান,
মরণ অবধি যার মান।
উচ্চ বর্ণ পদধরি, বর্ণান্তরে ঘৃণা করি,
নরকের না কর সন্ধান ॥৩॥
সামাজিক মান লয়ে, থাক ভাই বিপ্র হ'য়ে,
বৈষ্ণবে না কর অপমান।

আদার ব্যাপারী হ'য়ে, বিবাদ জাহাজ ল'য়ে,
কভু নাহি করে বুদ্ধিমান ॥৪॥
তবে যদি কৃষ্ণ-ভক্তি, সাধ তুমি যথাশক্তি,
সোনায় সোহাগা পাবে স্থান।
সার্থক হইবে সূত্র, সর্ব্বলাভ ইহামুত্র,
বিনোদ করিবে স্তুতি গান ॥৫॥

---

রূপের গৌরব কেন ভাই ?
অনিত্য এ কলেবর, কভু নহে স্থিরতর,
শমন আইলে কিছু নাই।
এ অঙ্গ শীতল হবে, আঁখি স্পন্দহীন র'বে,
চিতার আগুনে হবে ছাই ॥১॥
যে মুখ-সৌন্দর্য্য হের, দর্পণেতে নিরন্তর,
শ্ব-শিবার হইবে ভোজন।
যে বস্ত্রে আদর কর, যেবা আভরণ পর,
কোথা সব রহিবে তখন ॥২॥
দারা সুত বন্ধু সবে, শ্মশানে তোমারে লবে,
দগ্ধকরি গৃহেতে আসিবে।
তুমি কা'র কে তোমার, এবে বুঝি দেখ সার,
দেহনাশ অবশ্য ঘটিবে ॥৩॥

সুনিত্য সম্বল চাও, হরিগুণ সদা গাও,
হরিনাম জপহ সদাই ।
কুতর্ক ছাড়িয়া মন, কর কৃষ্ণ আরাধন,
বিনোদের আশ্রয় তাহাই ॥৪॥

---

ও মন ! কি করে বরণ কুল ।
যেই কুলে কেন, জনম না হয়,
কেবল ভকতি মূল ॥১॥
কপি কুলে ধন্য, বীরহনুমান,
শ্রীরাম-ভকত-রাজ ।
রাক্ষস হইয়া, বিভীষণ বৈসে,
ঈশ্বর সভারমাঝ ॥২॥
দৈত্যের ঔরসে, প্রহ্লাদ জনমি,
ভুবনে রাখিল যশ ।
স্ফটিক স্তম্ভেতে, প্রকট নৃহরি,
হইয়া যাঁহার বশ ॥৩॥
চণ্ডাল হইয়া, মিতালী করিল,
গুহক চণ্ডালবর ।
বল না কি কুল, বিদুরের ছিল,
(ঠাকুর) খাইল তাহার ঘর ॥৪॥
দেখ না কেমন, সাধন করিল,
গোকুলে গোপের নারী ।

জাতি কুলাচারে, তবে কি করিল,
সে হরি যে ভজে তা'রি ॥৫॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে, সবে অধিকারী,
কুলের গরব নাই
কহে প্রেমানন্দ, যে করে গরব,
নিতান্ত মুরখ ভাই ॥৬॥

——— ——— ———

আর কেন মায়াজালে পড়িতেছ জীব-মীন,
নাহি জান বদ্ধ হ'য়ে রবে তুমি চিরদিন ॥১॥
অতি তুচ্ছ ভোগ-আশে, বন্দী হ'য়ে মায়া-পাশে,
রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড্য যথা পরাধীন ॥২॥
এখনও ভকতি-বলে, কৃষ্ণ-প্রেম-সিন্ধুজলে,
ক্রীড়া করি' অনায়াসে থাক তুমি কৃষ্ণাধীন ॥৩॥

——— ——— ———

বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ পরিহাস,
থাকে অভিলাষ—থাকে অভিলাষ।
তবে মোর কথা রাখ, যেয়ো নাক যেয়ো নাক,
মথুরায় কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ ॥১॥
গোবিন্দ বিগ্রহ ধরি, তথায় আছেন হরি,
নয়নে বঙ্কিম-দৃষ্টি মুখে মন্দহাস।

কিবা ত্রিভঙ্গিম ঠাম, বর্ণ সমুজ্জ্বল শ্যাম,
নব কিশলয় শোভা শ্রীঅঙ্গে প্রকাশ ॥২॥
অধরে বংশীটি তার, অনিষ্টের মূলাধার,
শিখিচুড়াকেও ভাই ক'রো না বিশ্বাস।
সে মূর্ত্তি নয়নে হেরে, কেহ নাহি ঘরে ফিরে,
সংসারী গৃহীর যে গো হয় সর্ব্বনাশ ॥৩॥
তাই মোর মনে বড় ত্রাস।
ঘটিবে বিপদ ভারি, যেয়ো নাক হে সংসারী,
মথুরায় কেশীতীর্থ ঘাটের সকাশ ॥৪॥

—— —— ——

## নিবেদন

(১)

গোপীনাথ, মম নিবেদন শুন।
বিষয়ী দুর্জ্জন, সদা কামরত,
কিছু নাহি মোর গুণ ॥১॥
গোপীনাথ, আমার ভরসা তুমি।
তোমার চরণে, লইনু শরণ,
তোমার কিঙ্কর আমি ॥২॥
গোপীনাথ, কেমনে শোধিবে মোরে।
না জানি ভকতি, কর্ম্মে জড়মতি,
পড়েছি সংসার-ঘোরে ॥৩॥

গোপীনাথ, সকলি তোমার মায়া ।
নাহি মম বল, জ্ঞান সুনির্ম্মল,
স্বাধীন নহে এ কায়া ॥৪॥

গোপীনাথ, নিয়ত চরণে স্থান ।
মাগে এ পামর, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
করহে করুণা দান ॥৫॥

গোপীনাথ, তুমি ত' সকলি পার ।
দুর্জ্জনে তারিতে, তোমার শকতি,
কে আছে পাপীর আর ॥৬॥

গোপীনাথ, তুমি কৃপা-পারাবার ।
জীবের কারণে, আসিয়া প্রপঞ্চে,
লীলা কৈলে সুবিস্তার ॥৭॥

গোপীনাথ, আমি কি দোষের দোষী ।
অসুর সকল, পাইল চরণ,
বিনোদ থাকিল বসি' ॥৮॥

(২)

গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার জ্বালা ।
অবিদ্যা-যাতনা, আর নাহি সহে,
জনম-মরণ-মালা ॥১॥

গোপীনাথ, আমি ত’ কামের দাস।
বিষয়-বাসনা, জাগিছে হৃদয়ে,
ফাঁদিছে করম-ফাঁস ॥২॥

গোপীনাথ, কবে বা জাগিব আমি।
কামরূপ অরি, দূরে তেয়াগিব,
হৃদয়ে স্ফূরিবে তুমি ॥৩॥

গোপীনাথ, আমি ত’ তোমার জন।
তোমারে ছাড়িয়া, সংসার ভজিনু,
ভুলিয়া আপন ধন ॥৪॥

গোপীনাথ, তুমি ত’ সকলি জান।
আপনার জনে, দণ্ডিয়া এখন,
শ্রীচরণে দেহ স্থান ॥৫॥

গোপীনাথ, এই কি বিচার তব।
বিমুখ দেখিয়া, ছাড় নিজ-জনে,
না কর করুণা-লব ॥৬॥

গোপীনাথ, আমি ত’ মূরখ অতি।
কিসে ভাল হয়, কভু না বুঝিনু,
তাই হেন মম গতি ॥৭॥

গোপীনাথ, তুমি ত’ পণ্ডিতবর।
মূঢ়ের মঙ্গল, সদা অন্বেষিবে,
এ দাসে না ভাব পর ॥৮॥

(৩)

গোপীনাথ, আমার উপায় নাই।
তুমি কৃপা করি', আমারে লইলে,
সংসারে উদ্ধার পাই ॥১॥

গোপীনাথ, পড়েছি মায়ার ফেরে।
ধন, দারা, সুত, ঘিরেছে আমারে,
কামেতে রেখেছে জেরে ॥২॥

গোপীনাথ, মন যে পাগল মোর।
না মানে শাসন, সদা অচেতন,
বিষয়ে র'য়েছে ভোর ॥৩॥

গোপীনাথ, হার যে মেনেছি আমি।
অনেক যতন, হইল বিফল,
এখন ভরসা তুমি ॥৪॥

গোপীনাথ, কেমনে হইবে গতি।
প্রবল ইন্দ্রিয়- বশীভূত মন,
না ছাড়ে বিষয়-রতি ॥৫॥

গোপীনাথ, হৃদয়ে বসিয়া মোর।
মনকে শমিয়া, লহ নিজ-পানে,
ঘুচিবে বিপদ ঘোর ॥৬॥

গোপীনাথ, অনাথ দেখিয়া মোরে।
তুমি হৃষীকেশ, হৃষীক দমিয়া,
তা'র হে সংস্থতি ঘোরে ॥৭॥

গোপীনাথ, গলায় লেগেছে ফাঁস।
কৃপা-অসি ধরি’, বন্ধন ছেদিয়া,
বিনোদে করহ দাস ॥৮॥

---

## জীবের দুর্গতি ও সাধুসঙ্গে নিস্তার

(শ্রীশ্রীপ্রেম-বিবর্ত্ত হইতে)

চিৎকণ জীব, কৃষ্ণ চিন্ময় ভাস্কর।
নিত্য কৃষ্ণ দেখি’ কৃষ্ণে করেন আদর ॥১॥
কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখ হঞা ভোগ বাঞ্ছা করে।
নিকটস্থ মায়া তারে জাপটিয়া ধরে ॥২॥
পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়।
মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সে ভাব উদয় ॥৩॥
“আমি সিদ্ধ কৃষ্ণদাস” এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে ॥৪॥
কভু রাজা, কভু প্রজা, কভু বিপ্র, শূদ্র।
কভু দুঃখী, কভু সুখী, কভু কীট, ক্ষুদ্র ॥৫॥
কভু স্বর্গে, কভু মর্ত্ত্যে, নরকে বা কভু।
কভু দেব, কভু দৈত্য, কভু দাস, প্রভু ॥৬॥
এইরূপে সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন ॥৭॥
নিজতত্ত্ব জানি’ আর সংসার না চায়।
“কেন বা ভজিনু মায়া” করে হায় হায় ॥৮॥

কেঁদে বলে, "ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি' হৈল সর্ব্ব নাশ" ॥৯॥
কৃপা করি' কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার।
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে যদি ডাকে একবার ॥১০॥
মায়াকে পিছনে রাখি' কৃষ্ণপানে চায়।
ভজিতে ভজিতে কৃষ্ণপাদপদ্ম পায় ॥১১॥
কৃষ্ণ তারে দেন নিজ চিচ্ছক্তির বল।
মায়া আকর্ষণ ছাড়ে হইয়া দুর্ব্বল ॥১২॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম—এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই ॥১৩॥

— — —

আমার সমান হীন নাহি এ সংসার।
অস্থির হ'য়েছি পড়ি' ভব পারাবারে ॥১॥
কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'।
আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী ॥২॥
শুনেছি আগমে-বেদে মহিমা তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখে বাঁধি' করাও সংসার ॥৩॥
শ্রীকৃষ্ণ-সাম্মুখ্য যা'র ভাগ্যক্রমে হয়।
তা'রে মুক্তি দিয়া কর অশোক অভয় ॥৪॥
এ দাসে জননি! করি' অকৈতব দয়া।
বৃন্দাবনে দেহ' স্থান, তুমি যোগমায়া ॥৫॥

তোমাকে লঙ্ঘিয়া কোথা জীবে কৃষ্ণ পায় ।
কৃষ্ণ রাস প্রকটিল তোমার কৃপায় ॥৬॥
তুমি কৃষ্ণ-অনুচরী জগত-জননী ।
তুমি দেখাইলে মোরে কষ্ণ-চিন্তামণি ॥৭॥
নিষ্কপট হ'য়ে মাতা চাও মোরে পানে ।
বৈষ্ণবে বিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ক প্রতিক্ষণে ॥৮॥
বৈষ্ণব-চরণ বিনা ভব-পারাবার ।
ভকতিবিনোদ নারে হইবারে পার ॥৯॥

---

তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্রকুমার ।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥১॥
তব ইচ্ছামত ব্রহ্মা করেন সৃজন ।
তব ইচ্ছামত বিষ্ণু করেন পালন ॥২॥
তব ইচ্ছামত শিব করেন সংহার ।
তব ইচ্ছামতে মায়া সৃজে কারাগার ॥৩॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম-মরণ ।
সমৃদ্ধি-নিপাত-দুঃখ-সুখ-সংঘটন ॥৪॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে' ।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥৫॥
তুমি ত' রক্ষক আর পালক আমার ।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর ॥৬॥

নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া ॥৭॥
ভকতিবিনোদ অতি দীন অকিঞ্চন।
তোমার ইচ্ছায় তা'র জীবন-মরণ ॥৮॥

---

## —ঃ শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণ-বন্দনা ঃ—

বিভাবরী শেষ, আলোক প্রবেশ,
নিদ্রা ছাড়ি' উঠ জীব।
বল হরি হরি, মুকুন্দ মুরারি,
রামকৃষ্ণ হয়গ্রীব ॥১॥
নৃসিংহ বামন, শ্রীমধুসূদন,
ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যাম।
পুতনাঘাতন, কৈটভশাতন,
জয় দাশরথি রাম ॥২॥
যশোদাতুলাল, গোবিন্দ গোপাল,
বৃন্দাবন-পুরন্দর।
গোপীপ্রিয়জন, রাধিকারমণ,
ভুবন স্থন্দরবর ॥৩॥

রাবণান্তকর, মাখনতস্কর,
গোপীজন বস্ত্রহারী ।
ব্রজের রাখাল, গোপবৃন্দপাল,
চিত্তহারী বংশীধারী ॥৪॥
যোগীন্দ্রবন্দন, শ্রীনন্দনন্দন,
ব্রজজন-ভয়হারী ।
নবীন নীরদ, রূপ মনোহর,
মোহন বংশীবিহারী ॥৫॥
যশোদানন্দন, কংস নিসূদন,
নিকুঞ্জ রাসবিলাসী ।
কদম্ব কানন, রাসপরায়ণ,
বৃন্দাবিপিন-নিবাসী ॥৬॥
আনন্দ-বর্দ্ধন, প্রেমনিকেতন,
ফুলশরযোজক কাম ।
গোপাঙ্গনাগণ, চিত্তবিনোদন,
সমস্ত গুণগণধাম ॥৭॥
যামুন জীবন, কেলিপরায়ণ,
মানস-চন্দ্র-চকোর ।
(হরি) নাম-সুধারস, গাও কৃষ্ণ-যশ,
রাখ বচন মন মোর ॥৮॥

যশোমতীনন্দন, ব্রজবর নাগর,
গোকুলরঞ্জন কান ।
গোপী-পরাণধন, মদন মনোহর,
কালীয় দমন বিধান ॥১॥
অমল হরিনাম অমিয় বিলাসা ।
বিপিনপুরন্দর, নবীন নাগরবর,
বংশীবদন সুবাসা ॥২॥
ব্রজজনপালন, অসুরকুলনাশন,
নন্দগোধন রাখওয়ালা ।
গোবিন্দ মাধব, নবনীত তস্কর,
সুন্দর নন্দগোপালা ॥৩॥
যামুন তটচর, গোপী বসনহর,
রাসরসিক কৃপাময় ।
শ্রীরাধাবল্লভ, বৃন্দাবন-নটবর,
ভকতিবিনোদ-আশ্রয় ॥৪॥

জনম সফল তা'র, কৃষ্ণ-দরশন যা'র,
ভাগ্যে হইয়াছে একবার।
বিকশিয়া হৃন্নয়ন, করি' কৃষ্ণ দরশন,
ছাড়ে জীব চিত্তের বিকার ॥১॥
বৃন্দাবন-কেলি চতুর বনমালী।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমারূপ, বংশীধারী অপরূপ,
রসময় নিধি, গুণশালী ॥২॥
বর্ণ নব জলধর, শিরে শিখিপিচ্ছবর,
অলকা তিলক শোভা পায়।
পরিধানে পীতবাস, বদনে মধুর হাস,
হেন রূপ জগৎ মাতায় ॥৩॥
ইন্দ্রনীল জিনি, কৃষ্ণরূপখানি,
হেরিয়া কদম্বমুলে।
মন উচাটন, না চলে চরণ,
সংসার গেলাম ভুলে ॥৪॥
(সখি হে) সুধাময় সে রূপ মাধুরী।
দেখিলে নয়ন, হয় অচেতন,
ঝরে প্রেমময়বারি ॥৫॥
কিবা চুড়া শিরে, কিবা বংশী করে,
কিবা সে ত্রিভঙ্গ ঠাম।

চরণ কমলে, অমিয়া উছলে,
তাহাতে নূপুর দাম ॥৬॥
সদা আশা করি’, ভৃঙ্গরূপ ধরি’,
চরণকমলে স্থান ।
অনায়াসে পাই, কৃষ্ণগুণ গাই,
আর না ভজিব আন ॥৭॥

— — —

শুন হে রসিক জন, কৃষ্ণগুণ অগণন,
অনন্ত কহিতে নাহি পারে ।
কৃষ্ণ জগতের গুরু, কৃষ্ণ বাঞ্ছাকল্পতরু,
নাবিক সে ভব-পারাবারে ॥
হৃদয় পীড়িত যা’র, কৃষ্ণ চিকিৎসক তার,
ভবরোগ নাশিতে চতুর ।
কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনে, প্রেমামৃত বিতরণে,
ক্রমে লয় নিজ অন্তঃপুর ॥
কর্ম্মবন্ধ-জ্ঞানবন্ধ- আবেশে মানব অন্ধ,
তারে কৃষ্ণ করুণা-সাগর ।
পাদপদ্মমধু দিয়া, অন্ধভাব ঘুচাইয়া,
চরণে করেন অনুচর ॥

বিধিমার্গরত জনে, স্বাধীনতা-রত্ন দানে,
রাগমার্গে করান প্রবেশ ।
রাগবশবর্ত্তী হ'য়ে, পারকীয়-ভাবাশ্রয়ে,
লভে জীব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ॥
প্রেমামৃত-বারিধারা, সদা পানরত তাঁ'রা,
কৃষ্ণ তাঁহাদের বন্ধু পতি ।
সেই সব ব্রজ-জন, সুকল্যাণ-নিকেতন,
দীনহীন বিনোদের গতি ॥

---

হরি হে দয়াল মোর জয় রাধানাথ ।
বার বার এইবার লহ নিজ সাথ ॥১॥
বহু যোনি ভ্রমি নাথ ! লইনু শরণ ।
নিজ গুণে কৃপা কর অধম তারণ ॥২॥
জগতকারণ তুমি জগতজীবন ।
তোমা ছাড়া কারো ন'হি হে রাধারমণ ॥৩॥
ভুবনমঙ্গল তুমি ভুবনের পতি ।
তুমি উপেক্ষিলে নাথ কি হইবে গতি ॥৪॥
ভাবিয়া দেখিনু এই জগত মাঝারে ।
তোমা বিনা কেহ নাহি এ দাসে উদ্ধারে ॥৫॥

---

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন ।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন ॥১॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন ।
কালিন্দী যমুনা জয় জয় মহাবন ॥২॥
কেশীঘাট বংশীবট দ্বাদশ-কানন ।
যাঁহা সব লীলা কৈল শ্রীনন্দনন্দন ॥৩॥
শ্রীনন্দ যশোদা জয়, জয় গোপগণ ।
শ্রীদামাদি জয় জয় ধেনুবৎসগণ ॥৪॥
জয় বৃষভানু জয় কীর্ত্তিদা সুন্দরী ।
জয় পৌর্ণমাসী জয় আভীর নাগরী ॥৫॥
জয় জয় গোপেশ্বর বৃন্দাবন-মাঝ ।
জয় জয় কৃষ্ণসখা বটু দ্বিজরাজ ॥৬॥
জয় রাম ঘাট জয় রোহিনীনন্দন ।
জয় জয় বৃন্দাবনবাসী যত জন ॥৭॥
জয় দ্বিজপত্নী জয় নাগকন্যাগণ ।
ভক্তিতে যাঁহারা পাইল গোবিন্দ চরণ ॥৮॥
শ্রীরাসমণ্ডল জয় জয় রাধাশ্যাম ।
জয় জয় রাসলীলা সর্ব্ব মনোরম ॥৯॥
জয় জয়োজ্জ্বলরস সর্ব্বরসসার ।
পরকীয়া ভাবে যাহা ব্রজেতে প্রচার ॥১০॥
শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
দীন কৃষ্ণদাস কহে নাম সংকীর্ত্তন ॥১১॥

রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর ।
গোবর্দ্ধনপর্ব্বত, যামুনতীর ॥১॥
কুসুমসরোবর, মানসগঙ্গা ।
কলিন্দনন্দিনী বিপুলতরঙ্গা ॥২॥
বংশীবট, গোকুল, ধীরসমীর ।
বৃন্দাবনতরু-লতিকা-বানীর ॥৩॥
খগমৃগকুল, মলয়-বাতাস ।
ময়ূর, ভ্রমর, মুরলী-বিলাস ॥৪॥
বেণু, শৃঙ্গ, পদচিহ্ন, মেঘমালা ।
বসন্ত, শশাঙ্ক, শঙ্খ, করতালা ॥৫॥
যুগলবিলাসে অনুকূল জানি ।
লীলা-বিলাস-উদ্দীপক মানি ॥৬॥
এ সব ছোড়ত কাঁহা নাহি যাউঁ ।
এ সব ছোড়ত পরাণ হারাউঁ ॥৭॥
ভকতিবিনোদ কহে শুন কান !
তুয়া উদ্দীপক হামার পরাণ ॥৮॥

———

জয় রাধামাধব জয় কুঞ্জবিহারী ।
জয় গোপীজনবল্লভ জয় গিরিবরধারী ॥১॥
জয় যশোদানন্দন জয় ব্রজজন-রঞ্জন ।
জয় যমুনাতীর-বনচারী ॥২॥

———

রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে।
গোকুলতরুণীমণ্ডলমহিতে ॥১॥
দামোদর-রতিবর্দ্ধনবেশে।
হরিনিষ্কুটবৃন্দাবিপিনেশে ॥২॥
বৃষভানূদধি নবশশিলেখে।
ললিতাসখী গুণরমিতবিশাখে ॥৩॥
করুণাং কুরু ময়ি করুণাভরিতে।
সনক-সনাতনবর্ণিতচরিতে ॥৪॥

— — —

বিরজার পারে শুদ্ধ পরব্যোম-ধাম।
তদুপরি শ্রীগোকুল বৃন্দারণ্য নাম ॥১॥
বৃন্দাবন চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্নখনি,
চিন্ময় অপূর্ব্ব-দরশন।
তঁহি মাঝে চমৎকার, কৃষ্ণ বনস্পতিসার,
নীলমণি তমাল যেমন ॥২॥
তাহে এক স্বর্ণময়ী, লতা সর্ব্বধামজয়ী,
উঠিয়াছে পরমপাবনী।
হ্লাদিনীশক্তির সার, 'মহাভাব' নাম যার,
ত্রিভুবনমোহন-মোহিনী ॥৩॥
রাধানামে পরিচিত, তুষিয়া গোবিন্দ-চিত্ত,
বিরাজয়ে পরম আনন্দে।

সেই লতা-পত্র-ফুল,     ললিতাদি সখীকুল,
সবে মিলি' বৃক্ষে দৃঢ় বান্ধে ॥৪॥
লতার পরশে প্রফুল্ল তমাল।
লতা ছাড়ি' নাহি রহে কোন কাল ॥৫॥
তমাল ছাড়িয়া লতা নাহি বাঁচে।
সে লতা-মিলন সদাকাল যাচে ॥৬॥
ভকতিবিনোদ মিলন দোঁহার।
না চাহে কখন বিনা কিছু আর ॥৭॥

— — —

রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ বলরে সবাই।
(এই) শিক্ষা দিয়া,     সব নদীয়া,
ফির্ছে নেচে গৌর-নিতাই ॥১॥
(মিছে) মায়ার বশে,     যাচ্ছ ভেসে,
খাচ্ছ হাবুডুবু ভাই।
(জীব) কৃষ্ণদাস,     এ বিশ্বাস,
কর্লে ত আর দুঃখ নাই ॥২॥
(কৃষ্ণ) বল্‌বে যবে,     পুলক হবে,
ঝরবে আঁখি বলি তাই।
(রাধা) কৃষ্ণ বল,     সঙ্গে চল,
এই মাত্র ভিক্ষা চাই।
(যায়) সকল বিপদ,     ভক্তিবিনোদ,
বলেন যখন ওনাম গাই ॥৩॥

# দশাবতারস্তোত্রম্

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং     বিহিত-বহিত্রচরিত্রমখেদম্ ।
কেশব ধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১॥
ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে     ধরণিধরণকিনচক্রগরিষ্ঠে ।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে ॥২॥
বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না     শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না ।
কেশব ধৃতশূকররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৩॥
তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গং     দলিতহিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্ ।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৪॥
ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুতবামন     পদনখনীরজনিতজনপাবন ।
কেশব ধৃতবামনরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৫॥
ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপং     স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপং ।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ জয় জগদীশ হরে ॥৬॥
বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্পতিকমনীয়ং     দশমুখমৌলিবলিং রমনীয়ম্ ।
কেশব ধৃতরামশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৭॥
বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভং     হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভং ।
কেশব ধৃতহলধররূপ জয় জগদীশ হরে ॥৮॥
নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং     সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥৯॥
ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালং     ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্ ।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর জয় জগদীশ হরে ॥১০॥

শ্রীজয়দেবকবেরিদমুদিতমুদারং    শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্ ।
কেশব ধৃতদশবিধরূপ জয় জগদীশ হরে ॥১১॥

বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে ।
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে ।
পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতিকৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥১২॥

— — —

# — ঃ শ্রীআরতি-গীতি ঃ —

## শ্রীভোগারতি-গীতি

ভজ ভকতবৎসল শ্রীগৌরহরি ।
শ্রীগৌরহরি সোহি গোষ্ঠবিহারী ॥১॥
নন্দ যশোমতী-চিত্তহারী ॥
বেলা হ'ল দামোদর, আইস এখন ।
ভোগ-মন্দিরে বসি' করহ ভোজন ॥২॥
নন্দের নির্দ্দেশে বৈসে গিরিবরধারী ।
বলদেব-সহ সখা বৈসে সারি সারি ॥৩॥
শুক্তা-শাকাদি ভাজি নালিতা কুষ্মাণ্ড ।
ডালি ডাল্না দুগ্ধতুম্বী দধি মোচাঘণ্ট ॥৪॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া রোটিকা ঘৃতান্ন ।
শষ্কুলী পিষ্টক ক্ষীর পুলি পায়সান্ন ॥৫॥
কর্পূর অমৃতকেলী রম্ভা ক্ষীরসার ।
অমৃত রসালা অম্ল দ্বাদশ প্রকার ॥৬॥
লুচি চিনি সরপুরী লাড্ডুরসাবলী ।
ভোজন করেন কৃষ্ণ হ'য়ে কুতূহলী ॥৭॥
রাধিকার পক্ক অন্ন বিবিধ ব্যঞ্জন ।
পরম আনন্দে কৃষ্ণ করেন ভোজন ॥৮॥

ছলে বলে লাড্ডুখায় শ্রীমধুমঙ্গল।
বগল বাজায় আর দেয় হরিবোল ॥৯॥
রাধিকাদি গণে হেরি নয়নের কোণে।
তৃপ্ত হ'য়ে খায় কৃষ্ণ যশোদা ভবনে ॥১০॥
ভোজনান্তে পিয়ে কৃষ্ণ সুবাসিত বারি।
সবে মুখ প্রক্ষালয় হ'য়ে সারি সারি ॥১১॥
হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগণে।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব সনে ॥১২॥
তাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল মশালা।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥১৩॥
বিলাসক শিখিপুচ্ছ চামর ঢুলায়।
অপূর্ব্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥১৪॥
যশোমতী আজ্ঞা পেয়ে ধনিষ্ঠা আনীত।
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রাধা ভুঞ্জে হয়ে প্রীত ॥১৫॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায়।
মনে মনে সুখে রাধা-কৃষ্ণগুণ গায় ॥১৬॥
হরিলীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ।
ভোগারতি গায় ঠাকুর ভকতিবিনোদ ॥১৭॥

# শ্রীগৌর-আরতি

জয় জয় গোরাচাঁদের আরতিক শোভা ।
জাহ্নবী তটবনে জগমন লোভা ॥১॥
দক্ষিণে নিতাইচাঁদ বামে গদাধর ।
নিকটে অদ্বৈত শ্রীনিবাস ছত্রধর ॥২॥
বসিয়াছে গোরাচাঁদ রত্নসিংহাসনে ।
আরতি করেন ব্রহ্মা আদি দেবগণে ॥৩॥
নরহরি আদি করি চামর ঢুলায় ।
সঞ্জয়, মুকুন্দ, বাসুঘোষ আদি গায় ॥৪॥
শঙ্খ বাজে ঘন্টা বাজে বাজে করতাল ।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে পরম রসাল ॥৫॥
বহু কোটী চন্দ্র জিনি বদন উজ্জ্বল ।
গলদেশে বনমালা করে ঝলমল ॥৬॥
শিব, শুক, নারদ প্রেমে গদগদ ।
ভকতিবিনোদ দেখে গোরার সম্পদ ॥৭॥

---

# শ্রীসারস্বত-আরতি

জয়রে জয়রে জয় গৌর-সরস্বতী ।
ভকতিবিনোদান্বয় করুণা মুরতি ॥১॥
প্রকাশিলে গৌর-সেবা ভুবন মঙ্গল ।
ভকতিসিদ্ধান্ত শুদ্ধ প্রজ্ঞান উজ্জ্বল ॥২॥

রাধা-শ্যাম একতনু দক্ষে গোরা রায়।
বামে রাধা মধ্যে স্বয়ং শ্যাম-গোপ জয় ॥৩॥
ব্রজরস নবভাবে নবদ্বীপে রাজে।
উদারে মধুর রাগ অভিনব সাজে ॥৪॥
মাধুর্য্য কৈবল্য রাগ ব্রজের নির্য্যাস।
প্রাপ্তি পরাকাষ্ঠা তাহে গৌরাঙ্গ বিলাস ॥৫॥
রাধা ভাব-কান্তি অঙ্গিকরি' ভাল মতে।
দক্ষিণে আসন রস গরিমা দেখাতে ॥৬॥
রাধা-রস-ত্রয়-স্বাদ রহস্য প্রয়াস।
নিরখি প্রফুল্ল রাধা মুখে মন্দ হাস ॥৭॥
মধ্যে রহি বংশীরবে ঘোষে বংশীধর।
রাধার সম্পদে আমি গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥৮॥
মদভীষ্ঠরূপ রাধার হৃদয় মন্দিরে।
গৌরাঙ্গ ভজিলে সুষ্ঠু স্ফূর্ত্তি পায় তারে ॥৯॥
নদীয়া প্রকাশে মহাপ্রভু গৌরনিধি।
পতিতপাবন দেবে মিলাইল বিধি ॥১০॥
এরূপ আরতি ব্রহ্মা শম্ভু অগোচর।
গৌরভক্ত কৃপাপাত্র মাত্র সিদ্ধি সার ॥১১॥
শ্রীস্বরূপ রামানন্দ রূপ সনাতন।
শ্রীরঘু জীবাদি কৃপায় দেখে ভক্তজন ॥১২॥
জয় গুরু-গৌর -রাধা-গোবিন্দ-সুন্দর।
জয় দাও ভক্তবৃন্দ নিত্য নিরন্তর ॥১৩॥

# শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্য-আরতি

(শ্রীক্ষেত্রে নিতাই-চৈতন্য মন্দিরে বিগ্রহগণের আরতির জন্য,
শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

জয় গুরু মহারাজ করুণাসাগর।
শ্রীভক্তিরক্ষক দেবগোস্বামী শ্রীধর ॥১॥
প্রকাশিলে নীলাচলে ভুবনমঙ্গল।
নিতাই-চৈতন্যদেব-সেবা সমুজ্জ্বল ॥২॥
গোরাপ্রেমে মাতোয়ারা নিত্যানন্দরূপ।
রসরাজ মহাভাব চৈতন্যস্বরূপ ॥৩॥
কসিত-কাঞ্চন যিনি শ্রীঅঙ্গ লাবণি।
ডুঁহুঁগলে বনমালা ভাবের দোলনী ॥৪॥
মুরছিত কোটীকাম রূপ-রাস-রঙ্গে।
মধুর নর্ত্তন-ভাব বরাভয় ভঙ্গে ॥৫॥
কোটী-চন্দ্র-ভানুশোভা রত্ন-সিংহাসনে।
প্রেম নেত্রে দেখে মহাভাগ্যবান জনে ॥৬॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে সুশঙ্খ-ধ্বনিত।
শ্রুতি-মৌলি-রত্নমালা দীপ-নিরাজিত ॥৭॥
ভুবনমোহন ডুঁহুঁ রূপের আরতি।
গুপ্ত-বৃন্দারণ্যবাসী দেখে নিরবধি ॥৮॥
শ্রীস্বরূপ রামানন্দ রূপ সনাতন।
রঘুনাথ হরিদাস গদাধরধন ॥৯॥

সার্ব্বভৌম গোপীনাথ জীবানুগ-জন ।
দেখেন আরতি-শোভা দুর্ল্লভ-দর্শন ॥১০॥
নদীয়া প্রকাশে নিত্যানন্দ-গৌরনিধি ।
পতিতপাবন-ক্ষেত্রে মিলাইল বিধি ॥১১॥
অবিচিন্ত্য নিত্যানন্দ-চৈতন্য-প্রকাশ ।
শ্রীগুরুপ্রসাদে দেখে এই অধম দাস ॥১২॥
(শ্রীগুরুপ্রসাদে দেখে শ্রীগোবিন্দ দাস)

---

## শ্রীগোবিন্দকুণ্ডে গুপ্ত-গোবর্দ্ধন আরতি

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

জয় জয় গিরিরাজের আরতি বিশাল ।
শ্রীগৌরমণ্ডলমাঝে ভুবনমঙ্গল ॥১॥
কোলদ্বীপে শোভে গুপ্ত-গোবর্দ্ধনরূপ ।
ব্যক্ত হৈল শ্রীগোবিন্দকুণ্ড অপরূপ ॥২॥
মালতী-মাধবীকুঞ্জ কন্দরে কন্দরে ।
নিগূঢ়-নিকুঞ্জলীলা হরি-মনোহরে ॥৩॥
অপূর্ব্ব কুণ্ডের শোভা যেন সুধাভাণ্ড ।
সুরেন্দ্র-সুরভী-সেবা-সৌভাগ্য-মার্ত্তণ্ড ॥৪॥
শ্রীভক্তিরক্ষক দেবগোস্বামী শ্রীধর ।
প্রকাশিল তব সেবা দীপ্ত মনোহর ॥৫॥

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ সুশোভন।
যথা নিত্য সেবা করে সারস্বতগণ ॥৬॥
গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাসেরে স্মরিয়া।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মণা হইয়া ॥৭॥
জয় গুপ্ত-গোবর্দ্ধন দিব্য-রসালয়।
রূপরঘুনাথানুগ-ভক্তের আশ্রয় ॥৮॥
কুলিয়া-প্রকাশ তব অচিন্ত্য-মহিমা।
দিবানিশি ভক্তবৃন্দ করে পরিক্রমা ॥৯॥
সেব্য ও সেবকরূপে নিত্য পরকাশ।
সানন্দে আরতি দেখে এ অধম দাস ॥১০॥

— — —

## শ্রীশ্রীগিরিরাজ-গোবর্দ্ধন আরতি

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

জয় জয় গিরিরাজের আরতিক শোভা।
শ্রীব্রজমণ্ডলমাঝে জগ মন লোভা ॥১॥
প্রমোদ-মদন-লীলা শ্রীরাধারমণ।
যথা নিত্য-লীলা করে লয়ে সখীগণ ॥২॥
মালতী-মাধবীকুঞ্জ কন্দরে কন্দরে।
নিগূঢ়-নিকুঞ্জলীলা হরি-মনোহরে ॥৩॥
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড কুসুমসরোবর।
মানস গঙ্গা দান-ঘাটী যার অভ্যন্তর ॥৪॥

শ্রীগোবিন্দকুণ্ড লীলাস্থলী নাহি সীমা ।
দিবানিশি ভক্তবৃন্দ করে পরিক্রমা ॥৫॥
'শ্রীধর-স্বামী-সেবাশ্রম' পরম শোভন ।
যথা নিত্যসেবা করে সারস্বতগণ ॥৬॥
অভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে ভজিবার তরে ।
মহাপ্রভু সমর্পিলা রঘুনাথ করে ॥৭॥
গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাসেরে স্মরিয়া ।
নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মণা হইয়া ॥৮॥
জয় গিরি-গোবর্দ্ধন দিব্য-রসালয় ।
রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথাশ্রয় ॥৯॥
সুরেন্দ্র-মুনীন্দ্র-শিব-শুক-মহাজন ।
দেখেন আরতি-শোভা দুর্ল্লভ-দর্শন ॥১০॥
সেব্য ও সেবকরূপে নিত্য পরকাশ ।
সানন্দে আরতি দেখে এ অধম দাস ॥১১॥

## যুগল-আরতি

জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-যুগল-মিলন ।
আরতি করয়ে ললিতাদি সখীগণ ॥১॥
মদনমোহন রূপ ত্রিভঙ্গসুন্দর ।
পীতাম্বর শিখিপুচ্ছ-চূড়া মনোহর ॥২॥

ললিতমাধব বামে বৃষভানু-কন্যা।
নীল-বসনা গৌরী রূপে গুণে ধন্যা ॥৩॥
নানবিধ অলঙ্কার করে ঝলমল।
হরিমনোবিমোহন বদন উজ্জ্বল ॥৪॥
বিশাখাদি সখীগণ নানা রাগে গায়।
প্রিয়নর্ম্মসখী যত চামর ঢুলায় ॥৫॥
শ্রীরাধামাধব পদ সরসিজ আশে।
ভকতিবিনোদ সখীপদে সুখে ভাসে ॥৬॥

## শ্রীতুলসী-পরিক্রমা-গীতি

নমো নমঃ তুলসী মহারাণি, বৃন্দে মহারাণি নমো নমঃ
নমোরে নমোরে মাঁইয়া নমো নারায়ণী।
যাঁকো দরশে পরশে অঘনাশ হোই
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি ॥১॥
যাঁকো পত্র, মঞ্জরী কোমল
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লেপটানি।
ধন্য তুলসী, পূরণ তপ কিয়ে
শ্রীশালগ্রাম-মহাপাটরাণী ॥২॥
ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আরতি
ফুলনা কিয়ে বরখা বরখানি।

ছাপ্পান্ন ভোগ, ছত্রিশ ব্যঞ্জন
বিনা তুলসী প্রভু এক নাহি মানি ॥৩॥
শিব শুক নারদ আউর ব্রহ্মাদিক
ঢুঁড়ত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী ।
চন্দ্রশেখর মাইয়া তেরা যশ গাওয়ে
ভকতি দান দীজিয়ে মহারাণি ॥৪॥

— — —

নমো নমঃ তুলসী ! কৃষ্ণপ্রেয়সী ।
রাধাকৃষ্ণ সেবা পাব এই অভিলাষী ॥১॥
যে তোমার শরণ লয়, তার বাঞ্ছা পূর্ণ হয়,
কৃপা করি' কর তারে বৃন্দাবনবাসী ॥২॥
মোর এই অভিলাষ, বিলাস কুঞ্জে দিও বাস,
নয়নে হেরিব সদা যুগলরূপরাশি ॥৩॥
এই নিবেদন ধর, সখীর অনুগত কর,
সেবা-অধিকার দিয়া কর নিজ দাসী ॥৪॥
দীন কৃষ্ণদাসে কয়, এই যেন মোর হয়,
শ্রীরাধাগোবিন্দ-প্রেমে সদা যেন ভাসি ॥৫॥

— — —

# শ্রীপ্রসাদ সেবায় গীতি

**মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।**
**স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥**

শরীর অবিদ্যা-জাল, জড়েন্দ্রিয় তাহে কাল,
জীবে ফেলে বিষয়-সাগরে।
তার মধ্যে জিহ্বা অতি, লোভময় সুদুর্ম্মতি,
তা'কে জেতা কঠিন সংসারে॥১॥
কৃষ্ণ বড় দয়াময়, করিবারে জিহ্বা জয়,
স্বপ্রসাদ অন্ন দিল ভাই।
সেই অন্নামৃত পাও, রাধাকৃষ্ণ গুণ গাও,
প্রেমে ডাক চৈতন্য নিতাই॥২॥

— — —

একদিন শান্তিপুরে, প্রভু অদ্বৈতের ঘরে,
দুই প্রভু ভোজনে বসিল।
শাক করি' আস্বাদন, প্রভু বলে, 'ভক্তগণ,
এই শাক কৃষ্ণ আস্বাদিল॥১॥
হেন শাক আস্বাদনে, কৃষ্ণপ্রেম আইসে মনে,
সেই প্রেমে কর আস্বাদন।
জড়বুদ্ধি পরিহরি', প্রসাদ ভোজন করি',
হরি হরি বল সর্ব্বজন'॥২॥

— — —

শচীর অঙ্গনে কভু, মাধবেন্দ্রপুরী প্রভু,
প্রসাদান্ন করেন ভোজন ।
খাইতে খাইতে তাঁর, আইল প্রেম স্ফূর্ত্তিবার,
বলে— 'শুন সন্ন্যাসীর গণ ॥১॥
মোচাঘন্ট ফুলবড়ি, ডালি ডালনা চচ্চড়ি,
শচীমাতা করিল রন্ধন ।
তাঁর শুদ্ধা-ভক্তি হেরি, ভোজন করিল হরি,
সুধা সম এ অন্ন-ব্যঞ্জন ॥২॥
যোগে যোগী পায় যাহা, ভোগে আজ হবে তাহা,
হরি বলি খাও সবে ভাই ।
কৃষ্ণের প্রসাদ-অন্ন, ত্রিজগৎ করে ধন্য,
ত্রিপুরারি নাচে যাহা পাই' ॥৩॥

— — —

একদিন নীলাচলে, প্রসাদসেবন-কালে,
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
বলিলেন ভক্তগণে, 'খেচরান্ন শুদ্ধ মনে,
সেবা করি' হও আজ ধন্য ॥১॥
খেচরান্ন পিঠাপানা, অপূর্ব্ব প্রসাদ নানা,
জগন্নাথ দিল তোমা সবে ।
আকণ্ঠ ভোজন করি', বল মুখে হরি হরি,
অবিদ্যা-দুরিত নাহি রবে ॥২॥

জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, বিরিঞ্চি শম্ভুর মান্য,
খাইলে প্রেম হইবে উদয় ।
এমন দুর্ল্লভ ধন, পাইয়াছ সর্ব্বজন,
জয় জয় জগন্নাথ জয়' ॥৩॥

---

## শ্রীহরিবাসর-গীতি

শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্ত্তন-বিধান ।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥১॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে শুভারম্ভ ।
উঠিল কীর্ত্তন-ধ্বনি 'গোপাল-গোবিন্দ' ॥২॥
মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শঙ্খ-করতাল ।
সঙ্কীর্ত্তন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥৩॥
ব্রহ্মাণ্ডে উঠিল ধ্বনি পূরিয়া আকাশ ।
চৌদিকের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥৪॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি-মঙ্গল সঙ্কীর্ত্তন ।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন ॥৫॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ।
আনন্দে নাচয়ে সবে হইয়া বিভোলা ॥৬॥

নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর ।
চরণের তালি শুনি অতি মনোহর ॥৭॥
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায় ।
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায় ॥৮॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে ।
যাঁর রসে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥৯॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হইল তপোধন ।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন ॥১০॥
যাঁর নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘুচে ।
হেন প্রভু অবতরি কলিযুগে নাচে ॥১১॥
যাঁর নাম লই' শুক-নারদ বেড়ায় ।
সহস্র-বদন-প্রভু যাঁর গুণ গায় ॥১২॥
সর্ব্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান্ ॥১৩॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥১৪॥

শুদ্ধ ভকত- চরণ-রেণু,
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরম সিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল ॥১॥
মাধব-তিথি, ভক্তি জননী,
যতনে পালন করি।
কৃষ্ণবসতি, বসতি বলি',
পরম আদরে বরি ॥২॥
গৌর আমার, যে সব স্থানে,
করল ভ্রমণ রঙ্গে।
সে সব স্থান, হেরিব আমি,
প্রণয়ি-ভকত-সঙ্গে ॥৩॥
মৃদঙ্গবাদ্য, শুনিতে মন,
অবসর সদা যাচে।
গৌর-বিহিত, কীর্ত্তন শুনি',
আনন্দে হৃদয় নাচে ॥৪॥
যুগলমূর্ত্তি, দেখিয়া মোর,
পরম আনন্দ হয়।
প্রসাদ-সেবা, করিতে হয়,
সকল প্রপঞ্চ-জয় ॥৫॥
যে দিন গৃহে, ভজন দেখি',
গৃহেতে গোলোক ভায়।

চরণসীধু, দেখিয়া গঙ্গা,
স্থখ না সীমা পায় ॥৬॥
তুলসী দেখি', জুড়ায় প্রাণ,
মাধব-তোষণী জানি ।
গৌর-প্রিয়, শাক সেবনে,
জীবন সার্থক মানি ॥৭॥
ভকতিবিনোদ, কৃষ্ণভজনে,
অনুকূল পায় যাহা ।
প্রতি দিবসে, পরম স্থখে,
স্বীকার করয়ে তাহা ॥৮॥

— — —

# — ঃ বিশেষ পদাবলী ঃ —

## দশবিধ নামাপরাধ

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রসার ।
যাঁদের করুণাবলে জগতে প্রচার ॥
সেই নামপরায়ণ সাধু, মহাজন ।
তাঁহাদের নিন্দা না করিহ কদাচন ॥১॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বরেশ্বর ।
মহেশ্বর আদি তাঁর সেবন-তৎপর ॥
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ-চৈতন্য-স্বরূপ ।
ভেদজ্ঞান না করিবে লীলা-গুণ-রূপ ॥২॥

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে ।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভাগ্যবানে" ॥
সে গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অবজ্ঞাদি ত্যজি ।
ইষ্টলাভ কর, নিরন্তর নাম ভজি ॥৩॥

শ্রুতি, শ্রুতিমাতা-সহ সাত্বত পুরাণ ।
শ্রীনাম-চরণ-পদ্ম করে নীরাজন ॥
সেই শ্রুতিশাস্ত্র যেবা করয়ে নিন্দন
সে অপরাধীর সঙ্গ করিবে বর্জ্জন ॥৪॥

নামের মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানে ।
অতিস্তুতি, হেন কভু না ভাবিহ মনে ॥
অগস্ত্য, অনন্ত, ব্রহ্মা, শিবাদি সতত ।
যে নাম-মহিমা-গাথা সংকীর্ত্তন-রত ॥
সে নাম-মহিমা-সিন্ধু কে পাইবে পার ?
অতিস্তুতি বলে যেই— সেই দুরাচার ॥৫॥

কৃষ্ণ-নামাবলী নিত্য গোলোকের ধন ।
কল্পিত, প্রাকৃত ভাবে— অপরাধীজন ॥৬॥

নামে সর্ব্বপাপ-ক্ষয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ।
সারাদিন পাপ করি সেই ভরসায়—
এমত দুর্ব্বুদ্ধি যার সেই অপরাধী ।
মায়া-প্রবঞ্চিত, দুঃখ ভুঞ্জে নিরবধি ॥৭॥

অতুল্য শ্রীকৃষ্ণনাম পূর্ণরসনিধি ।
তাঁর সম না ভাবিহ শুভকর্ম্ম আদি ॥৮॥

নামে শ্রদ্ধাহীন-জন— বিধাতা-বঞ্চিত ।
তারে নাম দানে অপরাধ সুনিশ্চিত ॥৯॥

শুনিয়াও কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য অপার ।
যে প্রীতি-রহিত, সেই নরাধম ছার ॥
অহংতা মমতা যার অন্তরে বাহিরে ।
শুদ্ধ কৃষ্ণনাম তার কভু নাহি স্ফুরে ॥১০॥

এই দশ অপরাধ করিয়া বর্জ্জন ।
যে স্বজন করে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥
অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লভ্য তার হয় ।
নামপ্রভু তাঁর হৃদে নিত্য বিলসয় ॥

## শ্রীগুরু-প্রশস্তিঃ

(শ্রীলভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ বিরচিত)

আপনাকে জানাই কোটি দণ্ডবৎ নতি ।
চিরদিন ওই পদে থাকে যেন মতি ॥১॥
মায়া পাশে যদি ফাঁসি যে কোন সময় ।
তরিবার লাগি যেন, ডাকি গো তোমায় ॥২॥
সাধু, গুরু, বৈষ্ণবের গানে, সুখ পাই ।
যখন যা খুশী মনে, তখনি তা গাই ॥৩॥
পাপ পুণ্য লাভ ক্ষতি, নাহিক বিচার ।
জানি, বৈষ্ণব কৃপাতে সব যাবে অনাচার ॥৪॥
তাঁদের গুণগান-শক্তি, মোর কভু নাই ।
তবু পাগলের মত, কি যে যেন গাই ॥৫॥
সাধু, গুরু, বৈষ্ণব, কৃষ্ণের প্রাণধন ।
তাঁদের পদ-জল-রেণু মাগে মোর মন ॥৬॥
মনের পিপাসা বড় সাধু সনে বাস ।
সর্ব্বস্ব ত্যজিয়া তাই করি অভিলাষ ॥৭॥

তাঁদের চরণে কত কোটি পাপ করি।
মন তবু পড়ে থাকে ওই পদ ধরি ॥৮॥
আরও কত বলে মন, কোটি দুঃখ সহি।
জন্মে জন্মে যেন আমি, ওই পদে রহি ॥৯॥

হঠাৎ দেশে উঠল সারা, শহর থেকে সকল পাড়া,
বিচিত্র কুতূহলে।
সকলে আজ আনন্দেতে, একত্রে সব উঠল মেতে,
নাচে গায় দলে দলে ॥১০॥

ভক্তগণ সব অবিরত, শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছে কত,
শ্রীমঠেতে আসি।
গৌড় দেশের হৃদয় মাঝে, যেন সকল, দুপুর, সাঁজে,
বাজছে মোহন বাঁশী ॥১১॥

শুভ ১৮ই ডিসেম্বর, কৃষ্ণ-দ্বিতীয়া বুদ্ধবার,
বর্দ্ধমানের আকাশ করি আলো।
বামুন পাড়ার বামুন ঘরে, জনম নিলা জীবের তরে,
অপূর্ব্ব সুন্দর শিশু মোহনিয়া ভালো ॥১২॥

শ্রীতরঙ্গিণী দেবী মাতা, নিতাই পদ, নিত্য পিতা,
শ্রীদেবকী-বসুদেব সম।
গুরু রূপে নন্দকুমার, যেন কৃপা করিলা এবার,
জীবের নাশিবে রজঃ তম ॥১৩॥

সেই শিশু আজ মহাজন, ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ ধন,
জগতের অনন্ত গৌরব।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া গোলোক ধাম, সর্ব্বত্র প্রকাশ তোমার নাম,
হে প্রভু, তব সেবা-সৌরভ ॥১৪॥
তোমার কোমল মুরতি আজ, গাঁথা রয় যেন হৃদয় মাঝ,
চিন্তিব ও পদ নিতি।
ভক্ত সজ্জন মিলে কত, মহিমা রচিবে শত শত,
কে কত গাহিবে তব গীতি ॥১৫॥
পাইয়া তব শীতল চরণ, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী করিবে বরণ,
পরাবে ফুলের মালা।
জীবের লাগি ধরিলে কায়া, তোমার ভয়ে পালাবে মায়া,
জুড়াবে জগত জ্বালা ॥১৬॥
রাজাসনের রাজা যেমন, তোমার শোভা আজকে তেমন,
রাজা মিছে, তুমি নিত্য সত্য।
অগাধ তব শাস্ত্র জ্ঞানে, গোলোকের সেই নিত্য ধনে,
বিলাও ভরুক্ আর্ত্ত জীবের চিত্ত ॥১৭॥
পরম্পরার সূত্র ধরে, আসিয়াছ মোদনী পরে,
প্রকাশিতে জীবোদ্ধার লীলা।
কৃপার আধার গুরুমহারাজ, তোমাতে সর্ব্বশক্তি সঞ্চার,
করিয়া স্ব-সিংহাসন দিলা ॥১৮॥
চির পঙ্কিল ধরণীতলে, শুদ্ধ ভকতি প্রকট করিলে—
যেন অপূর্ব্ব চিন্ময় সরোজ।
তার সু-মধুর দিব্য গন্ধ, তোমার মাঝারে আঁকিছে ছন্দ,
বিলাবে সকলে প্রেম-বরজ ॥১৯॥

তব কৃপাতরু-শীতল ছায়ায়, এ দুঃখীজন যেন ঠাঁই পায়,
ওহে দীনদয়াল ঠাকুর।
তুমি নবোদিত নির্ম্মল ভাস্কর, দয়াময় দেব ভকতি সুন্দর,
ভাবিও তোমার কুকুর ॥২০॥
শ্রীভক্তিরক্ষক প্রভু শ্রীশ্রীধর, তোমাকে বানাল ভব কর্ণধার,
মো সম পতিত লাগি।
তাই তব শুভ আবির্ভাব দিনে, গতি নাই ঐচরণ বিহনে,
এ পতিত কাঁদে কৃপা মাগী ॥২১॥

—— —— ——

## শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের প্রণাম মন্ত্র

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

কনকসুরুচিরাঙ্গং সুন্দরং সৌম্যমূর্ত্তিং
বিবুধকুলবরেণ্যং শ্রীগুরুং সিদ্ধিপূর্ত্তিম্।
তরুণতপনবাসং ভক্তিদর্শিদ্বিলাসং
ভজ ভজ তু মনোরে শ্রীধরং শশ্বিধানম্ ॥

শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ-জীব-ভাব-সম্ভরং
বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ-সর্ব্বলোকনিস্তরম্।
শ্রীসরস্বতী-প্রিয়ঞ্চ ভক্তিসুন্দরাশ্রয়ং
শ্রীধরং নমামি ভক্তিরক্ষকং জগদ্গুরুম্ ॥

—— —— ——

# প্রণতি-দশকম্

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং যতিরাজেশ্বরেশ্বরম্ ।
শ্রীভক্তিরক্ষকং শ্রীল-শ্রীধর-স্বামিনং সদা ॥ ১॥

সুদীর্ঘোন্নতদীপ্তাঙ্গং সুপীব্য-বপুষং পরম্ ।
ত্রিদণ্ড-তুলসীমালা-গোপীচন্দন-ভূষিতম্ ॥২॥

অচিন্ত্য-প্রতিভাস্নিগ্ধং দিব্যজ্ঞানপ্রভাকরম্ ।
বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বিধায়কম্ ॥৩॥

গৌড়ীয়াচার্য্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নকৌস্তুভম্ ।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রেমোন্মত্তালীনাং শিরোমণিম্ ॥৪॥

গায়ত্র্যর্থ-বিনির্য্যাসং গীতা-গূঢ়ার্থ-গৌরবম্ ।
স্তোত্ররত্নাদি-সমৃদ্ধং প্রপন্নজীবনামৃতম্ ॥৫॥

অপূর্ব্বগ্রন্থ-সম্ভারং ভক্তানাং হৃদ্রসায়নম্ ।
কৃপয়া যেন দত্তং তং নৌমি কারুণ্য-সুন্দরম্ ॥৬॥

সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসরসাব্ধেশ্চন্দ্রমানিভম্ ।
সংভাতি বিতরন্ বিশ্বে গৌর-কৃষ্ণং গণৈঃ সহ ॥৭॥

ধামনি শ্রীনবদ্বীপে গুপ্তগোবর্দ্ধনে শুভে ।
বিশ্ববিশ্রুত-চৈতন্যসারস্বত-মঠোত্তমম্ ॥৮॥

স্থাপয়িত্বা গুরূন্ গৌর-রাধা-গোবিন্দবিগ্রহান্ ।
প্রকাশয়তি চাত্মানং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহঃ ॥৯॥

গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুম্ ।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্ ॥১০॥

শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নিত্যং প্রণতি-দশকং মুদা ।
বিশতে রাগমার্গেষু তস্য ভক্ত-প্রসাদতঃ ॥১১॥

## প্রণতি-দশকম্‌এর অনুবাদ

আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যতিরাজ-রাজেশ্বর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামীর শ্রীচরণকমলে নিত্যকাল প্রণাম করি ॥১॥

যিনি সুদীর্ঘ উন্নত দিব্যজ্যোতির্ম্ময় নয়নাভিরাম অতুলনীয় শ্রীঅঙ্গ-বিশিষ্ট, ত্রিদণ্ডধারী, তুলসীমালা ও গোপীচন্দন-বিভুষিত, যিনি ধারণাতীত প্রতিভার অধিকারী হইয়াও পরমস্নেহময়, যাঁহার দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত অথবা অলৌকিক নির্ম্মল-জ্ঞানপ্রভয় দশদিক সমুদ্ভাসিত, যিনি বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, ব্রহ্মসম্মিত শ্রীভাগবত-পুরাণাদি-সর্ব্বশাস্ত্রের বাস্তব-সামঞ্জস্য বিধানকারী, যিনি শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরত্নমালায় সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণির ন্যায় শোভমান এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মহাপ্রেমে উন্মত্ত ভক্তভ্রমরগণের শিরোমণিরূপে বিরাজিত, আমি আমার সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যকাল প্রণাম করি ॥২–৪॥

যিনি কৃপাপূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রীর নিগূঢ়ার্থ পূর্ণ-বিকশিত করিয়া এবং শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার গূঢ়ার্থ-গৌরবময় গুপ্তধন-ভাণ্ডার উদ্‌ঘাটিত করিয়া আপামরকে বিতরণ করিয়াছেন, যিনি ভক্ত-ভগবানের নানাবিধ স্তোত্র-রত্নাদি

সমৃদ্ধ 'শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্' নামক গ্রন্থরাজ ও শ্রীভগবদ্-ভক্তগণের হৃদিন্দ্রিয় রসায়ন-স্বরূপ অপূর্ব্ব-গ্রন্থরাজি প্রকটিত করিয়া জগতকে প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই কারুণ্য-সুন্দর-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণাম করি ॥৫–৬॥

যিনি কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন-মহারাস-রসাব্ধি-সমুত্থিত চন্দ্রমা-স্বরূপ ভগবান শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে সমগ্রবিশ্বে সপার্ষদে বিতরণ করিতে করিতে সম্যকরূপে শোভা পাইতেছেন ॥৭ ॥

যিনি ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামের গুপ্ত-গোবর্দ্ধন-স্বরূপ অপরাধ-ভঞ্জনপাট শ্রীকোলদ্বীপে বিশ্ব-বিশ্রুত মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ স্থাপন ও তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর বিগ্রহগণের সেবা-সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া স্বয়ং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ দয়িতরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর দিব্য-ধারা-ধর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি ॥৮–১০॥

যিনি প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সানন্দে এই প্রণতি-দশক পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীল গুরুদেবের নিজজনের কৃপা লাভ করিয়া রাগমার্গে ভগবদ্ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হন ॥১১॥

# শ্রীগুরু-প্রশস্তি

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

ভাগ্যাধীশ ! ত্বদীয়ো বিমলসুখময়ঃ সম্প্রকাশস্তুনিত্যো
গৌড়ং রাঢ়ং তথেদং ত্রিভুবনমখিলং ধন্যধন্যঞ্চকার ।
খণ্ডে কালে দৃশাং নো গগণরসমিতং পূরয়িত্বা বুধানা-
মানন্দং বর্দ্ধয়ন্ বৈ স্বপরিজনগণৈর্ধামনি ত্বং বিভাসি ॥১॥

দেবাদ্যাস্তেঽখিলগুণগণান্নৈব গাতুং সমর্থাঃ
ক্বাহং জীবোঽতিশয়পতিতো মন্দভাগ্যোঽতিক্ষুদ্রঃ ।
ভো আরাধ্য ! স্তবনবিষয়ে কিন্তু দীনাধমস্য
প্রত্যাশা তৎ-সুকরুণতয়া বীরচন্দ্রাভিদস্ত্বম্ ॥২॥

দৃষ্ট্বা বিশ্বস্য জীবান্ খলু হরিবিমুখান্ গৌরদেবো দয়ায়া
রূপং গৌড়ে ভবন্তং পরমকরুণয়া প্রাহিনোদ্দীনবন্ধো !
এতজ্জ্ঞাত্বা প্রকাশাৎ সুদিনসমুদয়ং স্মারমাশাঃ সহর্ষা
জায়ন্তে চৈব মায়া-নিগড়-নিকর-সংমোচনেঽস্মাকমদ্ধা ॥৩॥

যদ্বদ্ভানুঃ কিরণনিকরৈর্ভাসয়ন্ বিশ্বমেত-
ন্নাশং কৃত্বা নিখিলতমসাং তেজসা সংবিভাতি ।
কৃত্বা নাশং প্রকৃতিতমসাং সত্যসূর্য্যং প্রকাশ্য
দিব্যজ্ঞানৈর্হরিগুণগণৈস্ত্বঞ্চ তদ্বদ্বিভাসি ॥৪॥

দুঃখৈঃ পূর্ণং বিবুধহৃদয়ং কালধর্ম্মাচ্চ দৃষ্ট্বা
মায়াবাদান্ কলিজকুমতান্ দুষ্কৃতান শাসিতুঞ্চ ।
দেশে দেশে ভ্রমসি বিতরন্ গৌরবাণীঞ্চনাম
ধৃত্বা দেব ! ত্রিভুবনজয়ং বজ্রকল্পং ত্রিদণ্ডম্ ॥৫॥

বর্ষায়াং বৈ সজল-জলদো বাদয়ন্ মন্দ্রভেরিং
যদ্বদ্বিশ্বে ভ্রমতি বহুধা বারিধারাঞ্চ বর্ষন্ ।
তদ্বদ্ভূমৌ ভ্রমসি সগণৈ র্ঘোষয়ন্ গৌরগাথা
নিত্যং দিব্যামৃতসুকরুণাং ত্বং হি দেব ! প্রবর্ষন্ ॥৬॥

শ্রীচৈতন্যবিলাসধামনি নবদ্বীপাশ্রমে সুন্দরে
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোস্তথা ব্রজযুনোঃ সেবাসুধাসম্পদম্ ।
তন্বন্ গাঙ্গতটে দয়াময়বিভো ! সাধূন্ সমাহ্লাদয়ন্
শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়বিভবানুদ্ভাসয়ন্ ভাসসে ॥৭॥

চার্ব্বাকান্ত-কৃতান্তকোঽখিলগুরুঃ পাষণ্ডশৈলাশনি
বৌদ্ধ-ধ্বান্ত-মতান্ত-দায়ক-মহামার্ত্তণ্ডচূড়ামণিঃ ।
মায়াবাদ-মহাবিবর্ত্ত-গহণাজ্জীবান্ সমুদ্ধারয়ন্
শ্রীগৌরেন্দু-জয়ধ্বজো বিজয়তে স্বামিন্ ভবান্নিত্যশঃ ॥৮॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-সরস্বতীধুনিধর ! শ্রীভক্তিসংরক্ষক !
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রিয়বর ! ন্যাসীশ্বর ! শ্রীগুরো !
দেবাদ্যেহ ! ভবৎ-শুভোদয়দিনে সংপ্রার্থয়েঽহং বিভো !
পাদাব্জে খলু নিত্যভৃত্য ইতি মে কারুণ্যমাতন্বতাম্ ॥৯॥

## স্তবকুসুমাঞ্জলিঃ

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

হরিভক্তিরসামৃতদানপরং
পরমার্থিগণার্চ্চিতদীপ্তনুম্ ।

তনু - নিন্দিত - সুন্দরচন্দ্রশতং
শতশোঽথ নমামি তমিষ্টবরম্ ॥১॥

বরদং শুভদঞ্চ সুশন্দপদং
পদনির্দ্ধুতদুর্জ্জয়দুর্গদলম্ ।
দলনীয়সুদুর্ণয়বাদভিদং
ভিদভেদযুতাতদচিন্ত্যমতিম্ ॥২॥

মতিমজ্জনমৃগ্যসুভক্তিপর -
পরমর্ষিগণাঞ্চন - মৌলিমণিম্ ।
মণিশৃঙ্গনিভং হরিরূপবিভুং
বিভুকৃষ্ণকৃপামৃতধর্ত্তৃবরম্ ॥৩॥

বরনামসুধারসপানপরং
পরমেশ্বরসেবকগীতগুণম্ ।
গুণরাজিসমুজ্জ্বলবন্দ্যপদং
পদপঙ্কজভৃঙ্গগণঞ্চ ভজে ॥৪॥

কনকসুরুচিরাঙ্গং সুন্দরং সৌম্যমূর্ত্তিং
বিবুধকুলবরেণ্যং শ্রীগুরুং সিদ্ধিপূর্ত্তিম্ ।
তরুণতপনবাসং ভক্তিদশ্চিদ্বিলাসং
ভজ ভজ তু মনোরে শ্রীধরং শন্বিধানম্ ॥৫॥

# শ্রীগুরু-প্রশস্তিঃ

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

শ্রীগৌরমণ্ডল-মাঝে হাপানিয়া গ্রাম।
যঁহি অবতীর্ণ মোর প্রভু গুণধাম ॥১॥
পতিতপাবনী গঙ্গাতীর সন্নিহিত।
'ন্যায়রত্ন বিদ্যাপীঠ' ভুবন-বিদিত ॥২॥
তঁহি বৈসে বিপ্রবর প্রশান্ত উদার।
শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র 'বিদ্যারত্ন' নাম যাঁর ॥৩॥
ভট্টাচার্য্য-কুল-রবি পরম বিদ্বান।
নিরন্তর সেবাপর লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥৪॥
তাঁর পত্নী গৌরীদেবী পরম পাবনী।
মহাসাধ্বী জগন্মাতা প্রভুর জননী ॥৫॥
আঠারশ সতের শকে সৌরাশ্বিন মাস।
শনিবার, ছাব্বিশ দিবস পরকাশ ॥৬॥
বুধাদিত্য-জীবযোগে তুঙ্গগ্রহগণে।
রামচন্দ্র-রাশ্যাশ্রয়ে বীরচন্দ্র-দিনে ॥৭॥
শুভঙ্করী পুষ্যা অঙ্কে কার্ত্তিকী নবমী।
ধরণী হইল ধন্য প্রভুপদ চুমি ॥৮॥
উঠিল আনন্দ-রোল আচার্য্য-ভবনে।
শঙ্খ-ঘণ্টা জয়ধ্বনি দেয় নারীগণে ॥৯॥
আজানুলম্বিত ভুজ পুরটসুন্দর।
দেবী অঙ্কে শোভে দিব্য জ্যোতি মনোহর ॥১০॥

হেরিয়া পুত্রের রূপ মুগ্ধ পিতামাতা।
মুগ্ধ হইল পুত্ররূপে যত পতিব্রতা ॥১১॥
রামচন্দ্র-জন্মক্ষণ স্মরি বিপ্রবর।
রাখিলা পুত্রের নাম রামেন্দ্র-সুন্দর ॥১২॥
অপূর্ব্ব বালক-শোভা ব্যাপিল ভুবনে।
অনিন্দ্য রামেন্দ্র চন্দ্র বাড়ে দিনে দিনে ॥১৩॥
দেখিতে দেখিতে প্রভু লভিলা যৌবন।
পরম সমৃদ্ধ করি বিদ্যা উপার্জ্জন ॥১৪॥
দিব্য সুবিমল তনু মহাজ্যোতির্ম্ময়।
নিরখি সকল লোক সাধ্বস মানয় ॥১৫॥
বৈরাগ্যভাবিত ভক্তি-পূর্ণ কলেবর।
শৈবাল-পিহিত যেন মহা-সরোবর ॥১৬॥
মহাজ্ঞানী শুক প্রায় বিরক্ত প্রধান।
হেরি মাতাপিতা মনে চিন্তে অনুক্ষণ ॥১৭॥
সন্ন্যাসী হইবে পুত্র না রহিবে ধরে।
মহাযোগী মহাত্যাগী লক্ষণ শরীরে ॥১৮॥
অন্তরে আনন্দ, বাহ্যে দুঃখ পরকাশ।
কতোদিনে কৈল বিপ্র শ্রীবৈকুণ্ঠবাস ॥১৯॥
ক্রমে ক্রমে প্রভু মোর আপনা প্রকাশি।
স্বেচ্ছায় বন্ধন খণ্ডি হইলা সন্ন্যাসী ॥২০॥
গৃহত্যাগি মায়াপুর করিলা বিজয়।
গৌরাঙ্গ-জন্মভুমি চিদানন্দময় ॥২১॥

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভু-স্থানে ।
লইল সন্ন্যাস দীন উদ্ধার কারণে ॥২২॥
শ্রীভক্তিরক্ষক সঙ্কীর্ত্তন-মূর্ত্তিধর ।
সেই হেতু গুরু নাম রাখিলা শ্রীধর ॥২৩॥
পতিতপাবনরূপে ত্রিদণ্ডির বেশে ।
নাম-প্রেম বিতরিয়া বুলে দেশে দেশে ॥২৪॥
দীন হীন পাপীতাপী সবারে উদ্ধারি ।
অমৃত সিঞ্চিলা বিশ্বে যেন গৌরহরি ॥২৫॥
জয় জয় পতিতপাবন প্রভুবর ।
ন্যাসী-চূড়ামণি ভক্তিরক্ষক শ্রীধর ॥২৬॥
অসংখ্য প্রণতি তব পাদপদ্মে মোর ।
কৃপায় করহ নাশ কর্ম্মবন্ধ ঘোর ॥২৭॥
ভবার্ণবে পড়ে শুধু হাবুডুবু খাই।
এ অধমে উদ্ধারিয়া দেহ পদে ঠাঁই ॥২৮॥
বন্দি আবির্ভাব-তিথি শ্রীকৃষ্ণা-নবমী ।
যেঁহ ধন্য হইল প্রভুপাদপদ্ম চুমি ॥২৯॥
বন্দি হাপানিয়া গ্রাম মহাতীর্থময় ।
বন্দি প্রভু শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্রের আলয় ॥৩০॥
বন্দি নিত্য ভট্টাচার্য্য-কুলাব্জ-ভাস্কর ।
বন্দি বিদ্যারত্নপুত্র রামেন্দ্র-সুন্দর ॥৩১॥
সাবধানে বন্দি মুই গৌরীদেবী মাতা ।
যাঁর অঙ্ক আলোকরি প্রভু প্রকাশিতা ॥৩২॥

প্রভুর সম্বন্ধধারী যতেক সুজন ।
সানন্দে বন্দনা করি সবার চরণ ॥৩৩॥
সবে কৃপা করি মোরে কর আশীর্ব্বাদ ।
নির্ব্বিঘ্নে হউক লাভ প্রভুর প্রসাদ ॥৩৪॥

— — —

## শ্রীলপ্রভুপাদ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-ঠাকুর-প্রণতি

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

নিখিল-ভুবন-মায়া-ছিন্নবিচ্ছিন্নকর্ত্রী
বিবুধবহুল-মৃগ্যা-মুক্তি-মোহান্ত-দাত্রী ।
শিথিলিত-বিধি-রাগারাধ্য-রাধেশ-ধানী
বিলসতু হৃদি নিত্যং ভক্তিসিদ্ধান্ত-বাণী ॥

গৌরাঙ্গৈক-গতির্ব্রজাশ্রিতমতিঃ শ্রীগৌরধামস্থিতিঃ
সচ্ছাস্ত্রৈকবৃতিঃ কুসঙ্গবিরতির্দুঃস্থব্যথা-নিষ্কৃতিঃ ।
শ্রীরূপৈকরতিঃ সনাতন-নতিঃ শ্রীজীবতেজস্ততিঃ
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী বিজয়তে গৌড়ীয়-গোষ্ঠীপতিঃ ॥

গৌড়ে গাঙ্গতটে নবব্রজ-নবদ্বীপে তু মায়াপুরে
শ্রীচৈতন্যমঠ-প্রকাশকবরো জীবৈক-কল্যাণধীঃ ।
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীতি-বিদিতো গৌড়ীয়-গুর্ব্বন্বয়ে
ভাতো ভানুরিব প্রভাতগগনে রূপানুগৈঃ পূজিতঃ ॥

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

ভগবান্-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী-জগদ্গুরোঃ ।
অত্যুদার-পদাম্ভোজ-ধূলি-স্যাম জন্ম জন্মনি ॥

— — —

## শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকম্

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

ভয়ভঞ্জন-জয়শংসন-করুণায়তনয়নম্ ।
কনকোৎপল-জনকোজ্জ্বল-রসসাগর-চয়নম্ ॥
মুখরীকৃত-ধরণীতল-হরিকীর্ত্তন-রসনম্ ।
ক্ষিতিপাবন-ভবতারণ-পিহিতারুণ-বসনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥১॥

শরণাগত-ভজনব্রত-চিরপালন-চরণম্ ।
সুকৃতালয়-সরলাশয়-সুজনাখিল-বরণম্ ॥
হরিসাধন-কৃতবাধন-জনশাসন-কলনম্ ।
সচরাচর-করুণাকর-নিখিলাশিব-দলনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥২॥

অতিলৌকিক-গতিতৌলিক-রতিকৌতুক-বপুষম্ ।
অতিদৈবত-মতিবৈষ্ণব-যতি-বৈভব-পুরুষম্ ॥

সসনাতন-রঘুরূপক-পরমাণুগচরিতম্ ।
সুবিচারক ইব জীবক ইতি সাধুভিরুদিতম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৩॥

সরসীতট-সুখদোটজ-নিকটপ্রিয়ভজনম্ ।
ললিতামুখ-ললনাকুল-পরমাদরযজনম্ ॥
ব্রজকানন-বহুমানন-কমলপ্রিয়নয়নম্ ।
গুণমঞ্জরি-গরিমাগুণহরিবাসনবয়নম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৪॥

বিমলোৎসবমমলোৎকল-পুরুষোত্তম-জননম্ ।
পতিতোদ্ধৃতি-করুণাস্তৃতি-কৃতনূতন-পুলিনম্ ॥
মথুরাপুর-পুরুষোত্তম-সমগৌরপুরটনম্ ।
হরিকামক-হরিধামক-হরিনামক-রটনম্ ॥
শুভদোদয়-দিবসে বৃষরবিজানিজ-দয়িতম্ ।
প্রণমামি চ চরণান্তিক-পরিচারক-সহিতম্ ॥৫॥

## শ্রীদয়িত-দাস-প্রণতি-পঞ্চকের অনুবাদ

যিনি সুবর্ণ কমল-উৎপাদনকারী (অপ্রাকৃত, উন্নত) উজ্জ্বল-রসসাগর হইতে উত্থিত (মূর্ত্তি), যাঁহার বিশাল ও কারুণ্যপূর্ণ লোচনযুগল (আর্ত্তগণের) ভয় নিবারণ ও (আশ্রিতগণের) বিজয় ঘোষণা করিতেছে, যাঁহার রসনা সমগ্র পৃথিবীকে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনে (সর্ব্বদা) মুখরিত করিতেছে এবং

যিনি জগৎপবিত্রকারী ও ভবতাপবিদূরণকারী অরুণ (কাষায়) বসন পরিধান করিয়া শোভা পাইতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তদীয় শুভ প্রকট-বাসরে আমি পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি ॥১॥

শরণাগত ভজনশীল ভক্তগণ নিত্যকাল যাঁহার শ্রীচরণতলে প্রতিপালিত হইতেছেন, যিনি সরলহৃদয়, সুকৃতিসম্পন্ন সমুদয় সজ্জনগণের বরেণ্য, শ্রীহরিসেবায় বিঘ্নকারিগণকে(ও) যিনি শোধনাঙ্গীকার করিতেছেন এবং যিনি সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমের প্রতি করুণার উৎসস্বরূপে নিখিল বিশ্বের অমঙ্গলরাশি খণ্ডন করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥২॥

যিন লোকাতীত বিলাসসম্পন্ন, চিত্রকরের(ও) বাঞ্ছা এবং কৌতুহল-পূর্ত্তিকারী (সুন্দর) (অথবা চিত্রকর ও রতির কৌতুকপ্রদ) শ্রীমূর্ত্তিবিশিষ্ট, দেবতা অপেক্ষা(ও) উন্নতমতি এবং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর (ত্রিদণ্ডি যতির) ঐশ্বর্য্যস্বরূপ পুরুষপ্রবর, যিনি সসনাতন-রূপ-রঘুনাথের পরমাণুগত্যময় চরিত এবং শ্রীজীবপাদতুল্য (সুসিদ্ধান্ত-সম্পন্ন) রূপে সুবিচারক সাধুগণ কর্ত্তৃক কথিত হইয়া থাকেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৩॥

শ্রীরাধাকুণ্ডতটে স্বানন্দ-সুখদ-কুঞ্জে যিনি নিজ প্রিয়জনের ভজন-পরায়ণ, ললিতাদি ব্রজললনাগণের(ও)

পরমাদর-ভাজন, ব্রজবনে প্রসিদ্ধ কমল-মঞ্জরীর যিনি অত্যন্ত প্রিয় এবং যিনি গুণমঞ্জরীর গরিমা-গুণ দ্বারা শ্রীহরির বাসভবন নির্ম্মাণ করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৪॥

যিনি বিমলানন্দ স্বরূপ বা বিমলাদেবীর প্রসন্নতা বা উল্লাসস্বরূপ, পবিত্র উৎকলে পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জন্মলীলা প্রকাশ এবং নূতন পুলিন বা নবদ্বীপে নিজ পতিতোদ্ধার ও (প্রেম-প্রদানরূপ) করুণাবিস্তার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, যিনি ব্রজধাম ও পুরুষোত্তমধামসদৃশ গৌরধাম (শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ) পরিভ্রমণ করিয়া ব্রজকাম, বৈকুন্ঠধাম ও কৃষ্ণনাম নিরন্তর প্রচার করিতেছেন, শ্রীচরণানুচরগণের সহিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর সেই নিজ প্রিয়জনকে তাঁহার শুভ প্রকট-বাসরে আমি (পুনঃ পুনঃ) প্রণাম করিতেছি ॥৫॥

## আচার্য্য-বন্দনা

জয়রে জয়রে জয়, পরমহংস মহাশয়,
শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
গোস্বামী ঠাকুর জয়, পরম করুণাময়,
দীনহীন অগতির গতি ॥১॥

নীলাচলে হইয়া উদয়।
শ্রীগৌড়মণ্ডলে আসি', প্রেমভক্তি পরকাশি',
জীবের নাশিলা ভব-ভয় ॥২॥

তোমার মহিমা গাই, হেন সাধ্য মোর নাই,
তবে পারি যদি দেহ শক্তি।
বিশ্বহিতে অবিরত, আচার-প্রচারে রত,
বিশুদ্ধ শ্রীরূপানুগা ভক্তি ॥৩॥

শ্রীপাট খেতরি-ধাম, ঠাকুর শ্রীনরোত্তম,
তোমাতে তাঁহার গুণ দেখি।
শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত-সার, শুনি' লাগে চমৎকার,
কুতার্কিক দিতে নারে ফাঁকি ॥৪॥

শুদ্ধভক্তি-মত যত, উপধর্ম্ম-কবলিত,
হেরিয়া লোকের মনে ত্রাস।
হানি' সুসিদ্ধান্ত-বাণ, উপধর্ম্ম খান খান,
সজ্জনের বাড়ালে উল্লাস ॥৫॥
স্মার্ত্তমত জলধর, শুদ্ধভক্তি রবি-কর,
আচ্ছাদিল ভাবিয়া অন্তরে।
শাস্ত্রসিন্ধু মন্থনেতে, সুসিদ্ধান্ত ঝঞ্ঝাবাতে,
উড়াইলা দিগ্‌দিগন্তরে ॥৬॥
স্থানে স্থানে কত মঠ, স্থাপিয়াছ নিষ্কপট,
প্রেমসেবা শিখাইতে জীবে।

মঠের বৈষ্ণবগণ, করে সদা বিতরণ,
হরিগুণ-কথামৃত ভবে ॥৭॥
শুদ্ধভক্তি-মন্দাকিনী, বিমল প্রবাহ আনি,
শীতল করিলা তপ্তপ্রাণ।
দেশে দেশে নিষ্কিঞ্চন, প্রেরিলা বৈষ্ণবগণ,
বিস্তারিতে হরিগুণগান ॥৮॥
পূর্ব্বে যথা গৌরহরি, মায়াবাদ ছেদ করি',
বৈষ্ণব করিলা কাশীবাসী।
বৈষ্ণবদর্শন-সূক্ষ্ম, বিচারে তুমি হে দক্ষ,
তেমতি তোষিলা বারাণসী ॥৯॥
দৈববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, হরিভক্তি যার মর্ম্ম,
শাস্ত্রযুক্তে করিলা নিশ্চয়।
জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মচয়, মূল্য তার কিছু নয়,
ভক্তির বিরোধী যদি হয় ॥১০॥
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি, ভক্তসঙ্গে পরিক্রমি,
সুকীর্ত্তি স্থাপিলা মহাশয়।
অভিন্ন ব্রজমণ্ডল, গৌড়ভূমি প্রেমোজ্জ্বল,
প্রচার হইল বিশ্বময় ॥১১॥
কুলিয়াতে পাষণ্ডীরা, অত্যাচার কৈল যা'রা,
তা সবার দোষ ক্ষমা করি'।
জগতে কৈলে ঘোষণা, 'তরোরিব সহিষ্ণুনা',
হন 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' ॥১২॥

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব-রাজ- সভামধ্যে ‘পাত্ররাজ’,
উপাধি-ভূষণে বিভূষিত।
বিশ্বের মঙ্গল লাগি’, হইয়াছ সর্ব্বত্যাগী,
বিশ্ববাসী জন-হিতে রত ॥১৩॥
করিতেছ উপকার, যাতে পর উপকার,
লভে জীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবায়।
দূরে যায় ভব-রোগ, খণ্ডে যাহে কর্ম্মভোগ,
হরিপাদপদ্ম যা’তে পায় ॥১৪॥
জীব মোহ-নিদ্রাগত, জাগা’তে বৈকুণ্ঠদূত,
‘গৌড়ীয়’ পাঠাও ঘরে ঘরে।
উঠরে উঠরে ভাই, আর ত সময় নাই,
‘কৃষ্ণ ভজ’ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৫॥
তোমার মুখারবিন্দ- বিগলিত মকরন্দ,
সিঞ্চিত অচ্যুত-গুণগাথা।
শুনিলে জুড়ায় প্রাণ, তমো মোহ অন্তর্দ্ধান,
দূরে যায় হৃদয়ের ব্যথা ॥১৬॥
জানি আমি মহাশয়, যশোবাঞ্ছা নাহি হয়,
বিন্দুমাত্র তোমার অন্তরে।
তব গুণ বীণাধারী, মোর কণ্ঠ-বীণা ধরি’,
অবশেতে বলায় আমারে ॥১৭॥
বৈষ্ণবের গুণ-গান, করিলে জীবের ত্রাণ,
শুনিয়াছি সাধুগুরুমুখে।

কৃষ্ণভক্তি সমুদয়, জনম সফল হয়,
এ ভব-সাগর তরে সুখে ॥১৮॥
তে-কারণে প্রয়াস, যথা বামনের আশ,
গগনের চাঁদ ধরিবারে।
অদোষ-দরশী তুমি, অধম পতিত আমি,
নিজগুণে ক্ষমিবা আমারে ॥১৯॥
শ্রীগৌরাঙ্গ-পারিষদ, ঠাকুর ভক্তিবিনোদ,
দীনহীন পতিতের বন্ধু।
কলিতমঃ বিনাশিতে, আনিলেন অবনীতে,
তোমা' অকলঙ্ক পূর্ণ ইন্দু ॥২০॥
কর কৃপা বিতরণ, প্রেমসুধা অনুক্ষণ,
মাতিয়া উঠুক জীবগণ।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে, নাচুক জগত-জনে,
বৈষ্ণব-দাসের নিবেদন ॥২১॥

---

## শ্রীশ্রীদয়িতদাসদশকম্

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

নীতে যস্মিন্ নিশান্তে নয়নজলভরৈঃ স্নাতগাত্রার্ব্বুদানাং
উচ্চৈরুৎক্রোশতাং শ্রীবৃষকপিসুতয়াধীরয়া স্বীয়গোষ্ঠীম্।
পৃথ্বী গাঢ়ান্ধকারৈর্হৃতনয়নমণীবাবৃতা যেন হীনা
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১॥

যস্য শ্রীপাদপদ্মাৎ প্রবহতি জগতি প্রেমপীযূষধারা
যস্য শ্রীপাদপদ্মচ্যুতমধু সততং ভৃত্যভৃঙ্গান্ বিভর্ত্তি।
যস্য শ্রীপাদপদ্মং ব্রজরসিকজনো মোদতে সম্প্রশস্য
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥২॥

বাৎসল্যং যচ্চ পিত্রো জগতি বহুমতং কৈতবং কেবলং তৎ
দাম্পত্যং দস্যুতৈব স্বজনগণ-কৃতা বন্ধুতা বঞ্চনেতি।
বৈকুণ্ঠস্নেহমূর্ত্তেঃ পদনখকিরণৈর্যস্য সন্দর্শিতোঽস্মি
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৩॥

যা বাণী কণ্ঠলগ্না বিলসতি সততং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে
কর্ণক্রোড়াজ্জনানাং কিমু নয়নগতাং সৈব মূর্ত্তিং প্রকাশ্য।
নীলাদ্রীশস্য নেত্রার্পণভবনগতা নেত্রতারাভিধেয়া
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৪॥

গৌরেন্দোরস্তশৈলে কিমু কনকঘনো হেমহৃজ্জম্বুনদ্যা
আবির্ভূতঃ প্রবর্ষৈর্নিখিলজনপদং প্লাবয়ন্ দাবদগ্ধম্।
গৌরাবির্ভাবভূমৌ রজসি চ সহসা সংজুগোপ স্বয়ং স্বং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৫॥

গৌরো গৌরস্যো শিষ্যো গুরুরপি জগতাং গায়তাং গৌরগাথা
গৌড়ে গৌড়ীয়-গোষ্ঠ্যাশ্রিতগণ-গরিমা দ্রাবিড়ে গৌরগর্ব্বী।
গান্ধর্ব্বা গৌরবাঢ্যো গিরিধরপরমপ্রেয়সাং যো গরিষ্ঠো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৬॥

যো রাধাকৃষ্ণনামামৃতজলনিধিনা-প্লাবয়দ্‌বিশ্বমেত-
দাম্লেচ্ছাশেষলোকং দ্বিজনৃপবণিজং শূদ্রশূদ্রাপকৃষ্টম্।

মুক্তেঃ সিদ্ধেরগম্যঃ পতিতজনসখো গৌরকারুণ্যশক্তি-
র্যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৭॥

অপ্যাশা বর্ত্ততে তৎ পুরটবরবপুর্লোকিতুং লোকশন্দং
দীর্ঘং নীলাঞ্জনেত্রং তিলকুসুমনসং নিন্দিতার্দ্ধেন্দুভালম্ ।
সৌম্যং শুভ্রাংশুদন্তং শতদলবদনং দীর্ঘবাহুং বরেণ্যং
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৮॥

গৌরাব্দে শূন্যবাণান্বিতনিগমমিতে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্থ্যাং
পৌষে মাসে মঘায়ামমরগণগুরোর্বাসরে বৈ নিশান্তে ।
দাসো যো রাধিকায়া অতিশয়দয়িতো নিত্যলীলাপ্রবিষ্টো
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥৯॥

হাহাকারৈর্জ্জনানাং গুরুচরণজুষাং পূরিতাভূর্নভশ্চ
যাতোঽসৌ কুত্র বিশ্বং প্রভুপদবিরহাদ্ধন্ত শূন্যায়িতং মে ।
পাদাব্জে নিত্যভৃত্যঃ ক্ষণমপি বিরহং নোৎসহে সোঢুমত্র
যত্রাসৌ তত্র শীঘ্রং কৃপণনয়ন হে নীয়তাং কিঙ্করোঽয়ম্ ॥১০॥

## শ্রীশ্রীদয়িত-দাস-দশকের অনুবাদ

শ্রীশ্রীবৃষভানুনন্দিনী নিশান্তকালে লক্ষ লক্ষ বিলাপকারী, নয়নধারা-সিঞ্চিত-গাত্র জনগণের মধ্য হইতে যাঁহাকে অধীরভাবে নিজ গোষ্ঠীমধ্যে আকর্ষণ করিলে যাঁহাকে হারাইয়া এই পৃথিবী হৃতনয়নমণিজনের ন্যায় (সরস্বতী ঠাকুরের গূঢ় নাম "নয়নমণি") গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল,—হে (প্রভুদর্শনবিরহিত)

আমার দীন নয়ন ! (পক্ষান্তরে হে দীনোদ্ধারণ ! অথবা সঙ্গে না লইবার জন্য করুণাতে কৃপণতা-প্রকাশকারী হে নয়ন নামক প্রভুজন) ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১॥

যাঁহার পাদপদ্ম হইতে জগতে প্রেমসুধানদী প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার পাদপদ্মচ্যুত মধু নিরন্তর পান করিতে করিতে অনুচর-মধুকরগণ নিজ নিজ জীবন ধারণ করিতেছে, ব্রজের বিশ্রম্ভ-রসাশ্রিত জন যাঁহার পাদপদ্মের প্রশংসা করিতে সুখবোধ করিয়া থাকেন—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥২॥

মাতাপিতার বাৎসল্য বলিয়া জগতে যাহা বহুমানিত, (হরিভক্তির বাধারূপে) তাহা ছলনা মাত্র, সমাজপ্রচলিত তথাকথিত পবিত্র দাম্পত্যপ্রেম (উভয়ের সম্ভাব্য নিরুপাধিক প্রেমসম্পদ্ অর্জ্জনের উদ্যমলুণ্ঠনকারী আসুরিক প্রচেষ্টারূপে) দস্যুতা ভিন্ন কিছুই নয় এবং বন্ধুতা বঞ্চনামাত্র—এই সমুদায় বিচার যে অপ্রাকৃত স্নেহময় বিগ্রহ মহাপুরুষের পদনখকিরণের দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছি—হে দীন নয়ন, ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কণ্ঠস্বররূপে যে বাণী সর্ব্বদা জনগণের কর্ণক্রোড়ে বিলাস করিতেন, তিনিই কি কর্ণ হইতে নয়নগোচর মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া শ্রীনীলাচলচন্দ্রের (রথযাত্রাকালে) নয়নার্পণরূপ প্রসাদপ্রাপ্ত প্রাসাদে প্রকটিত হইয়া "নয়নমণি" নামের সার্থকতা প্রদর্শন করিতেন ? হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই ভৃত্যকে সেইখানে লইয়া চল ॥৪॥

শ্রীভাগবতোক্ত জম্বুনদের নির্ম্মল স্বর্ণময় জল আকর্ষণ করিয়া কি এই কাঞ্চনবর্ণ মেঘ শ্রীগৌরচন্দ্রের অস্তগমনশৈলে উদিত হইয়া (ত্রিতাপ)-দাবাগ্নিদগ্ধ সমুদয় দেশকে প্রচুর বর্ষণ দ্বারা প্লাবিত করিতে করিতে শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ভূমিরজে অকস্মাৎ আত্মগোপন করিলেন ! হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৫॥

যিনি গৌরবর্ণ এবং শ্রীগৌরগাথাগানকারী নিখিল জগতের (স্বাভাবিক) গুরু হইয়াও যিনি শ্রীগৌরকিশোর নামক কোন মহাত্মার শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন, যিনি সমগ্র গৌড়মণ্ডলে শুদ্ধ গৌড়ীয় গোষ্ঠীর আশ্রয়দাতৃগণের গরিমাস্থল, যিনি দ্রাবিড় বৈষ্ণবগণের (লক্ষ্মীনারায়ণোপাসকগণের) নিকট শ্রীগৌরপ্রদত্ত (শ্রীরাধাগোবিন্দের ব্রজভজনের) কথা কীর্ত্তন করিতে গর্ব্ব অনুভব করেন, শ্রীগান্ধর্ব্বার গণেও যাঁহার গরিমাসম্পদ্ দৃষ্ট হয় এবং গিরিধারীর পরম প্রিয়মণ্ডলে যিনি শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত অর্থাৎ মুকুন্দপ্রেষ্ঠ—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৬॥

যিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণনামামৃত-সমুদ্রে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অপশূদ্র এমন কি ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত অশেষ লোকাত্মক সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিয়াছেন, মুক্ত ও সিদ্ধগণের অগম্য হইয়াও যিনি পতিতজনবন্ধু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি বলিয়া পরিচিত—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৭॥

সেই লোকমঙ্গলকর পুরটসুন্দর মূর্ত্তি-দর্শনের কি আশা আছে ? সেই সুদীর্ঘ, নীলকমলনয়ন ও তিলফুলজয়ী নাসিকা,

সেই অর্দ্ধচন্দ্রধিক্কারী ললাট, সেই সৌম্যবদনকমল, সেই শুভ্রজ্যোতিঃ দন্তপংক্তি ও সেই আজানুলম্বিত বাহুসমন্বিত রমণীয় বিগ্রহের পুনর্দর্শনের কি আশা আছে ? হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৮॥

চারি শত পঞ্চাশৎ সংখ্যক (৪৫০) গৌরাব্দে পৌষ মাসে, কৃষ্ণপক্ষে, চতুর্থী তিথিতে, মঘা নক্ষত্রে বৃহস্পতিবারে নিশান্ত সময়ে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর অতীব দয়িত অনুচর যিনি নিত্যলীলায় প্রবেশ করিলেন—হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥৯॥

জনসাধারণের ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবারত শিষ্যগণের হাহাকারে সমস্ত পৃথিবী ও আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল। ঐ মহাপুরুষ কোথায় গেলেন ? হায় ! সমস্ত বিশ্ব আজ প্রভুপাদ-বিরহে শূন্যবোধ হইতেছে। পাদপদ্মের নিত্য ভৃত্য ক্ষণমাত্র বিরহও সহ্য করিতে অসমর্থ। হে দীন নয়ন ! ঐ মহাপুরুষ যেখানে, শীঘ্র এই কিঙ্করকে সেইখানে লইয়া চল ॥১০॥

———

জয় গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী।
জগন্নাথ-ভক্তিবিনোদ-গৌর-প্রিয়-অতি ॥১॥

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয় গদাধর।
জয়াদ্বৈত শ্রীনিবাস বৈষ্ণব-প্রবর ॥২॥

জয় শচী জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন।
জয় জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণধন ॥৩॥

শ্রীশচীর স্নেহপাত্র জয় শ্রীঈশান।
মহাপ্রভু-মন্দিরের নিত্য সেবক হন ॥৪॥

জয় যোগপীঠ জয় শ্রীমায়াপুর।
যেথা অবতীর্ণ হইলা নিমাই সুন্দর ॥৫॥

শ্রীবাস-অঙ্গন জয়, কীর্ত্তন মহারাস।
বিশ্বম্ভর শ্রীবাসগৃহে করিলা প্রকাশ ॥৬॥

অদ্বৈতভবন জয় গদাধর অঙ্গন।
মুরারি-ভবন জয়, সীতা রাম দর্শন ॥৭॥

গৌর-আনা প্রভু জয় শান্তিপুর-নাথ।
গৌরশক্তি গদাধর গৌরহরি সাথ ॥৮॥

শ্রীচৈতন্যমঠ জয় মূলমঠ হন।
জগদ্‌গুরু প্রভুপাদ করিলা স্থাপন ॥৯॥

গৌরাঙ্গের ব্রজলীলা অভিনয় স্থান।
গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী-গৌর-বিদ্যমান ॥১০॥

মাধবেন্দ্র পুরী জয় শ্রীঈশ্বরপুরী।
কেশব ভারতী জয় শ্রীচৈতন্য হরি ॥১১॥

জয় গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম সুন্দর।
তাহার নিকটে ঈশোদ্যান মনোহর ॥১২॥

জয় জয় গঙ্গাধর ঈশোদ্যানে বসি'।
চৈতন্যচন্দ্রের ধ্যান করে দিবানিশি ॥১৩॥

গৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলা প্রিয় স্থান ।
সাধুগণ মঠ স্থাপি' গৌরগুণ গান ॥১৪॥

শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধা - গোপীনাথ জয় ।
জয় রাধা - মদনমোহন অতি দয়াময় ॥১৫॥

জয় নবদ্বীপধাম ভক্ত ভগবান ।
কৃপা করি দেহ কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান ॥১৬॥

শ্রীগুরুচরণপদ্ম করিয়া বন্দন ।
দাস যাযবর করে নাম - সংকীর্ত্তন ॥১৭॥

---

## শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণতি

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

গুরুদং গ্রন্থদং গৌরধামদং নামদং মুদা ।
ভক্তিদং ভূরিদং বন্দে ভক্তিবিনোদকং সদা ॥

গৌরাঙ্গৈকগতিং গদাধরমতিং স্বানন্দকুঞ্জস্থিতিং
গোবিন্দৈকপতিং ব্রজাশ্রিতরতিং রাধাঙ্ঘ্রিসেবাকৃতিম্ ।
সচ্ছাস্ত্রৈকনতিং কুসঙ্গবিরতিং দুঃস্থ - ব্যথানিষ্কৃতিং
বন্দে ভক্তিবিনোদমাগমতিথিঞ্চস্য প্রজাশংকৃতিম্ ॥

গুরু - রূপ - হরিং গৌরং রাধা - রুচি - রুচাবৃতম্ ।
গদাধরান্বিতং বন্দে বাণী - বিনোদ - বন্দিতম্ ॥

---

# শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

(শ্রীলপ্রভুপাদের প্রকটকালে রচিত—তৎকর্ত্তৃক পঠিত এবং সুপ্রশংসিত হইয়াছিল ; ইহাতে তিনি উত্তরকালে সম্প্রদায়সেবার শুভেচ্ছা ও আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন।)

হা হা ভক্তিবিনোদঠক্কুর ! গুরো ! দ্বাবিংশতিস্তে সমা
দীর্ঘাদ্দুঃখভরাদশেষবিরহাদ্দুঃস্থীকৃতা ভূরিয়ম্।
জীবানাং বহুজন্মপুণ্যনিবহাকৃষ্টো মহীমণ্ডলে
আবির্ভাবকৃপাং চকার চ ভবান্ শ্রীগৌরশক্তিঃ স্বয়ম্ ॥১॥

দীনোঽহং চিরদুষ্কৃতির্নহি ভবৎপাদাব্জধূলিকণা-
স্নানানন্দনিধিং প্রপন্নশুভদং লব্ধুং সমর্থোঽভবম্।
কিন্ত্বৌদার্য্যগুণাত্তবাতিযশসঃ কারুণ্যশক্তিঃ স্বয়ম্
শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভোঃ প্রকটিতা বিশ্বং সমন্বগ্রহীৎ ॥২॥

হে দেব ! স্তবনে তবাখিলগুণানাং তে বিরিঞ্চাদয়ো
দেবা ব্যর্থমনোরথাঃ কিমু বয়ং মর্ত্ত্যাধমাঃ কুর্ম্মহে।
এতন্নো বিবুধৈঃ কদাপ্যতিশয়ালঙ্কার ইত্যুচ্যতাং
শাস্ত্রেষ্বেব 'ন পারয়েঽহ'মিতি যদ্গীতং মুকুন্দেন তৎ ॥৩॥

ধর্ম্মশ্চর্ম্মগতোঽজ্ঞতৈব সততা যোগশ্চ ভোগাত্মকো
জ্ঞানে শূন্যগতির্জপেন তপসা খ্যাতির্জিঘাংসৈব চ।
দানে দাম্ভিকতাঽনুরাগভজনে দুষ্টাপচারো যদা
বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বিভেদ হি তদা ধাত্রা ভবান্ প্রেষিতঃ ॥৪॥

বিশ্বেঽস্মিন্ কিরণৈর্যথা হিমকরঃ সঞ্জীবয়ন্নোষধী-
র্নক্ষত্রাণি চ রঞ্জয়ন্নিজসুধাং বিস্তারয়ন্ রাজতে।
সচ্ছাস্ত্রাণি চ তোষয়ন্ বুধগণং সম্মোদয়ংস্তে তথা
নূনং ভূমিতলে শুভোদয় ইতি হ্লাদো বহুঃ সাত্বতাম্ ॥৫॥

লোকানাং হিতকাম্যয়া ভগবতো ভক্তিপ্রচারস্ত্বয়া
গ্রন্থানাং রচনৈঃ সতামভিমতৈর্নানাবিধৈর্দর্শিতঃ।
আচার্য্যৈঃ কৃতপূর্ব্বমেব কিল তদ্রামানুজাদ্যৈর্বুধৈঃ
প্রেমাম্ভোনিধিবিগ্রহস্য ভবতো মাহাত্ম্যসীমা ন তৎ ॥৬॥

যদ্ধাম্নঃ খলু ধাম চৈব নিগমে ব্রহ্মেতি সংজ্ঞায়তে
যস্যাংশস্য কলৈব দুঃখনিকরৈর্যোগেশ্বরৈর্মৃগ্যতে।
বৈকুণ্ঠে পরমুক্তভৃঙ্গচরণো নারায়ণো যঃ স্বয়ম্
তস্যাংশী ভগবান্ স্বয়ং রসবপুঃ কৃষ্ণো ভবান্ তৎপ্রদঃ ॥৭॥

সর্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাৎপরপুরে গোলোক-বৃন্দাবনে
চিল্লীলারসরঙ্গিনী পরিবৃতা সা রাধিকা শ্রীহরেঃ।
বাৎসল্যাদিরসৈশ্চ সেবিত-তনোর্মাধুর্য্যসেবাসুখং
নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ধামসেবাপ্রদঃ ॥৮॥

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব-ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্ ॥৯॥

ক্বাহং মন্দমতিস্ত্বতীবপতিতঃ ক্ব ত্বং জগৎপাবনঃ
ভো স্বামিন্ কৃপয়াপরাধনিচয়ো নূনং ত্বয়া ক্ষম্যতাম্।

যাচেঽহং করুণানিধে ! বরমিমং পাদাব্জমূলে ভবৎ-
সর্ব্বস্বাবধি-রাধিকা-দয়িত-দাসানাং গণে গণ্যতাম্ ॥১০॥

## শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশক অনুবাদ

হা হা ! ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ! হে পরমগুরো ! এই দ্বাবিংশবর্ষকাল দীর্ঘদুঃখময় আপন অপরিসীম বিরহে এই পৃথিবী দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে । জীবগণের বহুজন্ম-সুকৃতিপুঞ্জদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শ্রীগৌরশক্তি আপনি স্বয়ং এই ভূমণ্ডলে কৃপাপূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছিলেন ॥১॥

আমি দীন ও অতি দুষ্কৃতি, তজ্জন্যই আর পাদপদ্মধূলীকণায় স্নানানন্দরূপ প্রপন্নমঙ্গলপ্রদ নিধিলাভ আমার ভাগ্যে ঘটিল না । কিন্তু আপনার উদারতাগুণে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের করুণাশক্তি স্বয়ং মহাযশা আপন হইতে প্রকাশিত হইয়া এই বিশ্বকে অনুগ্রহ দান করিলেন (অর্থাৎ বিশ্বের অন্তর্গত হওয়ায় আমি তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলাম) ॥২॥

হে দেব ! আপনার নিখিল গুণরাশির (সুষ্ঠুভাবে) স্তব করিতে যখন সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও ব্যর্থমনোরথ হন, তখন অধম মনুষ্যমাত্র আমাদের কা কথা । এই উক্তিকে পণ্ডিতগণ কখনও অতিশয়ালঙ্কার বলিবেন না । কারণ ভগবান্ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই (তোমাদের ভক্তির প্রতিদান দিতে) “আমি পারি না” বলিয়া শাস্ত্রসমূহে সেই প্রসিদ্ধ গান গাহিয়াছেন ॥৩॥

যে সময়ে ধর্ম্ম চর্ম্মবিচারময়, অজ্ঞতাই সাধুতা এবং যোগ ভোগাভিসন্ধিমূলক—যখন জ্ঞানানুশীলনে শূন্যমাত্র গতি

এবং জপ ও তপস্যায় যশঃ ও পরহিংসাই অন্বেষণের বিষয়—যখন দানে দাম্ভিকতার অনুশীলন এবং অনুরাগভক্তির নামে ঘোরতর পাপাচার প্রভৃতি বিচার বুদ্ধিমান্ জনগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে বিধাতাকর্ত্তৃক আপনি প্রেরিত হইলেন ॥৪॥

এই বিশ্বে হিমকর চন্দ্র যেরূপ কিরণ সমূহ দ্বারা ওষধি সকলকে সঞ্জীবিত ও তারাগণকে রঞ্জিত করিয়া নিজ জ্যোৎস্নামৃত বিস্তার করিতে করিতে শোভা পাইতে থাকেন, তদ্রূপ শুদ্ধ শাস্ত্রসমূহের (অনুশীলনদ্বারা) তোষণ এবং পণ্ডিতগণের (শ্রৌত সিদ্ধান্তদ্বারা) পূর্ণানন্দ বিধান করিয়া নিশ্চিতই এই পৃথিবীতে আপনার শুভোদয় । ইহাতে সাত্বতগণের সুখের সীমা নাই ॥৫॥

লোকসমূহের কল্যাণার্থে আপনি বহু গ্রন্থের রচনা দ্বারা এবং সাধুসম্মত নানাবিধ উপায়ে শ্রীভগবদ্ভক্তি প্রচার প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীরামানুজ প্রভৃতি মনীষিগণ ও অন্যান্য অনেক আচার্য্যও এইপ্রকার কার্য্য পূর্ব্বকালে করিয়াছেন ; এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় । কিন্তু প্রেমামৃতমূর্ত্তিস্বরূপ আপনার মাহাত্ম্যসীমা তাহাতেই (আবদ্ধ) নয় ॥৬॥

যাঁহার চিদ্ধামের জ্যোতির্মাত্র 'ব্রহ্ম' সংজ্ঞায় বেদে সংজ্ঞিত হইয়াছেন, যাঁহার অংশাংশের অংশমাত্র যোগেশ্বরগণ বহুদুঃখ স্বীকার করিয়া অন্বেষণ করেন, পরমমুক্তকুল যাঁহার পাদপদ্মে মধুকরস্বরূপে শোভমান, সেই পরব্যোমনাথ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণেরও যিনি অংশী স্বয়ং ভগবান্ অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহাকেই আপনি প্রদান করেন ॥৭॥

সর্ব্বপ্রকারে অচিন্ত্য গুণময় পরব্যোমের পরমোচ্চ প্রদেশে গোলোক নামক শ্রীবৃন্দাবনধামে, যেখানে সখীজনে পরিবৃত হইয়া সেই চিন্ময়লীলারস-বিলাসিনী শ্রীমতী রাধিকা বাৎসল্যাদি-রসচতুষ্টয়সেবিত-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যরসময় সেবাসুখ নিত্যকাল পরমানন্দের সহিত বিস্তার করিতেছেন, আপনি সেই ধামের সেবা প্রদান করিতে পারেন ॥৮॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের অনুজ্ঞালব্ধ শ্রীস্বরূপ দামোদর যাহার মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যাহার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যাহা পরিবেশন করিতেছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যাহা আস্বাদন ও সমৃদ্ধ করিতেছেন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যাহা (দূর হইতে) সম্মান করিতেছেন—অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যা-রসামৃত—তাহাও দান করিতে আপনি সমর্থ ॥৯॥

কোথায় আমি মন্দমতি, অতি পতিতজন, আর কোথায় আপনি জগৎপাবন মহাজন! হে প্রভো! কৃপাপূর্ব্বক (এই স্তবকারী) আমার অপরাধসমূহ আপনি নিশ্চিতই ক্ষমা করিবেন। হে করুণাসাগর! আপনার পাদপদ্মমূলে এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার প্রাণসর্ব্বস্ব শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাসগোষ্ঠীমধ্যে আমাকে গণনা করিয়া কৃতার্থ করুন ॥১০॥

# শ্রীশ্রীমদ্গৌরকিশোর-নমস্কার-দশকম্

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

গুরোর্গুরো মে পরমো গুরুস্ত্বং
বরেণ্য ! গৌরাঙ্গগণাগ্রগণ্যে ।
প্রসীদ ভৃত্যে দয়িতাশ্রিতে তে
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥১॥

সরস্বতীনাম-জগৎপ্রসিদ্ধং
প্রভুং জগত্যাং পতিতৈকবন্ধুম্ ।
ত্বমেব দেব ! প্রকটীচকার
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥২॥

ক্বচিদ্ব্রজারণ্যবিবিক্তবাসী
হৃদি ব্রজদ্বন্দ্বরহো-বিলাসী ।
বহির্বিরাগী ত্ববধূতবেষী
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৩॥

ক্বচিৎ পুনর্গৌরবনান্তচারী
সুরাপগাতীররজোবিহারী ।
পবিত্রকৌপীনকরঙ্কধারী
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৪॥

সদা হরের্নাম মুদা রটন্তং
গৃহে গৃহে মাধুকরীমটন্তম্ ।

নমন্তি দেবা অপি যং মহান্তং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৫॥

ক্বচিদ্রুদন্তঞ্চ হসন্নটন্তং
নিজেষ্টদেবপ্রণয়াভিভূতম্ ।
নমন্তি গায়ন্তমলং জনা ত্বাং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৬॥

মহাযশোভক্তিবিনোদবন্ধো !
মহাপ্রভুপ্রেমসুধৈকসিন্ধো !
অহো জগন্নাথদয়াস্পদেন্দো !
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৭॥

সমাপ্য রাধাব্রতমুত্তমং ত্ব-
মবাপ্য দামোদরজাগরাহম্ ।
গতোঽসি রাধাদরসখ্যরিদ্ধিং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৮॥

বিহায় সঙ্গং কুলিয়ালয়ানাং
প্রগৃহ্য সেবাং দয়িতানুগস্য ।
বিভাসি মায়াপুরমন্দিরস্থো
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥৯॥

সদা নিমগ্নোঽপ্যপরাধপঙ্কে
হ্যহৈতুকীমেষ কৃপাঞ্চ যাচে ।
দয়াং সমুদ্ধৃত্য বিধেহি দীনং
নমো নমো গৌরকিশোর তুভ্যম্ ॥১০॥

## শ্রীশ্রীমদ্‌গৌরকিশোর নমস্কার দশকের অনুবাদ

হে গুরুর গুরু ! আমার পরমগুরু, তুমি শ্রীগৌরাঙ্গগণের অগ্রগণ্য সমাজে পরম বরেণ্য । তোমার দয়িতদাসের আশ্রিত এই ভৃত্যের প্রতি প্রসন্ন হও । হে গৌরকিশোর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১॥

হে দেব ! জগতে পতিত জনের একমাত্র বন্ধু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামক ভুবনবিখ্যাত প্রভুকে তুমিই প্রকাশ করিয়াছ । হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥২॥

তুমি কখন ব্রজধামে একান্ত বাস করিয়া ব্রজকিশোর-যুগলের পরম গোপনীয় বিলাসপরায়ণ ; কিন্তু বাহিরে বৈরাগ্যবিধি পালন কর, কভু বা অবধূত বেশ গ্রহণ কর । হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৩॥

কখনও বা তুমি গৌর-বনান্তে বিচরণ কর—গঙ্গাতটে সৈকতভূমিতে পরিভ্রমণ কর ; পবিত্র কৌপীন ও করঙ্গধারী । হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৪॥

সর্ব্বদা পরমসুখে শ্রীহরিনামগানকারী এবং গৃহে গৃহে মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণকারী যে মহাপুরুষকে দেবতাগণও নমস্কার করিয়া থাকেন—হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৫॥

নিজের ইষ্টদেবতার প্রণয়াভিভূত হইয়া কখন নৃত্য, কখন রোদন, কখন হাস্য, আবার কখন উচ্চ গীতপরায়ণ তোমাকে জনগণ প্রভূত নমস্কার বিধান করিয়া থাকেন । হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৬॥

হে মহাযশস্বী ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বন্ধো, হে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের একমাত্র প্রেমামৃতসিন্ধো ! হে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথের কৃপাভাজন চন্দ্র ! হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৭॥

পরমোত্তম ঊর্জ্জব্রত উদ্‌যাপন করিয়া শ্রীদামোদরের উত্থানদিন-অবলম্বনে তুমি শ্রীরাধিকার আদরের সখীত্বসম্পৎ প্রাপ্ত হইয়াছ । হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৮॥

কুলিয়া নগরের অধিবাসিগণের সঙ্গ পরিহার করিয়া তোমার অনুগত শ্রীদয়িতদাসের সেবা অঙ্গীকারপূর্ব্বক শ্রীধাম মায়াপুরের শ্রীমন্দিরে তুমি বিরাজ করিতেছ । হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৯॥

সর্ব্বদা অপরাধপঙ্কে নিমগ্ন থাকিয়াও এই (অধমজন) তোমার অহৈতুকী কৃপা যাচ্ঞা করিতেছে । দীন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিয়া দয়া বিধান কর । হে গৌরকিশোর ! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥১০॥

— — —

# পরমগুর্ব্বষ্টকম্

শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং
রূপানুগাদ্যং নিরবদ্যরূপম্ ।
বৈরাগ্যধর্ম্মোজ্জ্বলবিগ্রহং তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥১॥

অসৎ-প্রসঙ্গং পরিহায় নিত্যং
গৌরাঙ্গ-সেবাব্রত-মগ্নচিত্তম্ ।
গৌড়-ব্রজাভেদ-বিশিষ্ট-প্রজ্ঞং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥২॥

শ্রীধামমায়াপুরদিব্য-গূঢ়-
মাহাত্ম্য-গীতোন্মুখরং বরেণ্যম্ ।
ধন্যং মহাভাগবতাগ্রগণ্যং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥৩॥

পূতাবধূত-ব্রজ-শীর্ষরত্নং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-নিগূঢ়-ভক্তম্ ।
সদা ব্রজাবেশ-সরাগ-চেষ্টং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥৪॥

শোকাস্পদাতীত-প্রভাব-রম্যং
মূঢ়ৈরবেদ্যং প্রণতাভিগম্যম্
নিত্যানুভূতাচ্যুত-সদ্-বিলাসং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর-সংজ্ঞম্ ॥৫॥

কাপট্যধর্ম্মান্বিত - চণ্ড - দণ্ড -
বিধায়কং সজ্জন - সঙ্গ - রঙ্গম্
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদাব্জভৃঙ্গং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর - সংজ্ঞম্ ॥ ৬॥

দামোদরোত্থানদিনে প্রধানে
ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে ।
প্রপঞ্চলীলা - পরিহারবন্তং
বন্দে প্রভুং গৌরকিশোর - সংজ্ঞম্ ॥ ৭॥

তব হি ‘দয়িতদাসে’ সত্যসূর্য্য - প্রকাশে
জগতি দুরিতনাশে প্রোচ্যতে চিদ্‌বিলাসে ।
বয়মনুগতভৃত্যাঃ পাদপদ্মং প্রপন্না
অনুদিনমনুকম্পাং প্রার্থয়ামো নগণ্যাঃ ॥ ৮ ॥

---

## শ্রীশ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভিস্তুলস্যাঃ
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ প্রেমহুঙ্কার - ঘোষৈঃ ।
প্রাকট্যার্থং গৌরমারাধয়দ্ যঃ
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥ ১॥

যদ্ধুঙ্কারৈঃ প্রেমসিন্ধোর্ব্বিকারৈ -
রাকৃষ্টঃ সন্ গৌর - গোলোকনাথঃ ।

আবির্ভূতঃ শ্রীনবদ্বীপ-মধ্যে
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥২॥

ব্রহ্মাদীনাং দুর্ল্লভ-প্রেম-পূরৈ-
রাদীনং যঃ প্লাবয়ামাস লোকং ।
আবির্ভাব্য শ্রীল-চৈতন্যচন্দ্রং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৩॥

শ্রীচৈতন্যঃ সর্ব্বশক্তি-প্রপূর্ণো
যস্যৈবাজ্ঞামাত্রতোঽন্তর্দ্ধধেঽপি ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং যস্য কারুণ্য-কৃত্যং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৪॥

সৃষ্টি-স্থিত্যন্তং বিধাতুং প্রবৃত্তাঃ
যস্যাংশাংশাঃ ব্রহ্ম-বিষ্ণ্বীশ্বরাখ্যাঃ ।
যেনাভিন্নং তং মহাবিষ্ণু-রূপং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৫॥

কস্মিংশ্চিদ্ যঃ শ্রূয়তে চাশ্রয়ত্বাৎ
শম্ভোরিত্থং শাম্ভবন্নাম ধাম ।
সর্ব্বারাধ্যং ভক্তিমাত্রৈক-সাধ্যং
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৬॥

সীতা-নাম্নী প্রেয়সী প্রেমপূর্ণা
পুত্রো যস্যাপ্যচ্যুতানন্দ-নামা ।

শ্রীচৈতন্য-প্রেমপূর-প্রপূর্ণঃ
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৭॥

নিত্যানন্দাদ্বৈততোঽদ্বৈত-নামা
ভক্ত্যাখ্যানাদ্ যঃ সদাচার্য্য-নামা ।
শশ্বচ্চেতঃ-সঞ্চরদ্ গৌরধামা
শ্রীলাদ্বৈতাচার্য্যমেতং প্রপদ্যে ॥৮॥

প্রাতঃ প্রীতঃ প্রত্যহং সংপঠেদ্ যঃ
সীতানাথস্যাষ্টকং শুদ্ধ-বুদ্ধিঃ ।
সোঽয়ং সম্যক্ তস্য পাদারবিন্দে
বিন্দন্ ভক্তিং তৎ-প্রিয়ত্বং প্রযাতি ॥৯॥

## শ্রীল গদাধর-প্রার্থনা

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

নীলাম্ভোধিতটে সদা স্ববিরহাক্ষেপান্বিতং বান্ধবং
শ্রীমদ্ভাগবতী কথা মদিরয়া সঞ্জীবয়ন্ ভাতি যঃ ।
শ্রীমদ্ভাগবতং সদা স্বনয়নাশ্রুপায়ণৈঃ পূজয়ন্
গোস্বামিপ্রবরো গদাধরবিভুর্ভূয়াৎ মদেকাগতিঃ ॥

গুরু-রূপ-হরিং গৌরং রাধা-রুচি-রচাবৃতম্ ।
গদাধরান্বিতং বন্দে বাণী-বিনোদ-বন্দিতম্ ॥

# শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর-যুগলাষ্টকম্

ক্ষিতৌ লুঠদ্‌গৌর-কলেবরাভ্যাং
সদা মহাপ্রেম-বিলাসকাভ্যাং ।
সমুদ্র-তীরে নট-নাগরাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥১॥

হাহা ক্ক রাধেতি মুহুঃ স্থিতাভ্যাং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বপুর্ধরাভ্যাং ।
আনন্দ-লীলারস-রঞ্জিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥২॥

অদ্বৈত-চিন্তাহর-সম্ভবাভ্যাং
মনোভবানন্দ-মনোহরাভ্যাং ।
অচিন্ত্য-লীলা-পরিপূরিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥৩॥

জীবৈক-নিস্তার-ধৃতব্রতাভ্যাং
শ্রীকৃষ্ণ-নাম্না জন-তারকাভ্যাং ।
হরে হরে কৃষ্ণ মুখাম্বুজাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥৪॥

অশেষ-দুঃখাময়-ভেষজাভ্যাং
কিরীট-কেয়ূর-বিভূষিতাভ্যাং ।
গ্রৈবেয়-মালা-মণি-রঞ্জিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥৫॥

শ্রীবৎস-রোমাবলি-রঞ্জিতাভ্যাং
বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভ-ভূষিতাভ্যাং।
ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-সুন্দরাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥৬॥

স্ফুরচ্চলৎ-কাঞ্চন-কুণ্ডলাভ্যাং
সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাং।
স্বেদাশ্রু-কম্পাদি-বিভূষিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥৭॥

শ্রীমচ্ছিবানন্দ-মনোরথাভ্যাং
সদা সুখানন্দ-রস-স্ফুরাভ্যাং।
মদীয়-সর্ব্বস্ব-পদাম্বুজাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাম্ ॥৮॥

পঠন্তি যে গৌর-গদাধরাষ্টকং
পদ্যং লভন্তে ব্রজযুগ্ম-পাদং
অদ্বৈত-পুত্রেণ ময়োক্তমেত-
ন্নাম্নাচ্যুতানন্দ-জনেন ধীমতা ॥৯॥

# শ্রীশ্রীবাসাষ্টকম্

আশ্রয়মি শ্রীশ্রীবাসং তমাদ্যং পণ্ডিতং মুদা ।
শুক্লাম্বর-ধরং গৌরং গৌরভক্তি-প্রদায়কম্ ॥১॥
শ্রীগৌরস্য নবদ্বীপ-লীলা-কীর্ত্তন-সম্পদি ।
যঃ প্রধানতয়া খ্যাতঃ স শ্রীবাসো গতির্ম্মম ॥২॥

শ্রীগৌরকীর্ত্তনানন্দে পুত্রশোকোঽপি নাস্পৃশৎ ।
যং শ্রীবাসং ভক্তরাজং তং নমামি পুনঃ পুনঃ ॥৩॥

আদৌ বাসস্তু শ্রীহট্টে ভাগিরথ্যাস্তটে ততঃ ।
কুমারহট্টে যস্যাসীৎ স মে গৌরগতির্গতিঃ ॥৪॥

শ্রীরামঃ শ্রীপতিশ্চৈব শ্রীনিধিশ্চেতি সত্তমাঃ ।
শ্রীবাস-ভ্রাতরো জ্ঞেয়াঃ শ্রীবাসং নৌমি সদ্বরম্ ॥৫॥

পুরা নারদ-রূপেণ হরিনাম-সুধা-ঝরৈঃ ।
যো জগৎ প্লাবয়ামাস স শ্রীবাসোঽধুনা গতিঃ ॥৬॥

যৎপত্নী মালিনীদেবী শ্রীগৌরাঙ্গমতোষয়ৎ ।
স্বহস্ত-পক্ক-ভক্তাদ্যৈঃ স শ্রীবাসো গতির্ম্মম ॥৭॥

পতিবদ্ গৌরাঙ্গ-গতির্মালিনী গৌড়-বিশ্রুতা ।
তৎ-পাদপদ্ম-সবিধে প্রণতির্মে সহস্রশঃ ॥৮॥

শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমং বন্দে শ্রীবাস-পণ্ডিতং ।
যৎকারুণ্য-কটাক্ষেণ শ্রীগৌরাঙ্গে রতির্ভবেৎ ॥৯॥

# শ্রীশ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকম্

(শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু বিরচিত)

কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান-নর্ত্তনপরৌ প্রেমামৃতাম্ভোনিধী
ধীরাধীরজন-প্রিয়ৌ প্রিয়করৌ নির্ম্মৎসরৌ পূজিতৌ।
শ্রীচৈতন্য-কৃপাভরৌ ভুবি ভুবো ভারাবহন্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥১॥

নানাশাস্ত্র-বিচারণৈক-নিপুণৌ সদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপকৌ
লোকানাং হিতকারিণৌ ত্রিভুবনে মান্যৌ শরণ্যাকরৌ।
রাধাকৃষ্ণ-পদারবিন্দভজনানন্দেন মত্তালিকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণানুবর্ণন-বিধৌ শ্রদ্ধা-সমৃদ্ধ্যন্বিতৌ
পাপোত্তাপ-নিকৃন্তনৌ তনুভৃতাং গোবিন্দ-গানামৃতৈঃ।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনৈক-নিপুণৌ কৈবল্য-নিস্তারকৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৩॥

ত্যক্ত্বা তূর্ণমশেষ-মণ্ডলপতিশ্রেণীং সদা তুচ্ছবৎ
ভূত্বা দীণগণেশকৌ রকুণয়া কৌপীন-কন্থাশ্রিতৌ।
গোপীভাব-রসামৃতাব্ধিলহরী-কল্লোল-মগ্নৌ মুহু-
র্বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৪॥

কূজৎ-কোকিল-হংস-সারস-গণাকীর্ণে-ময়ূরাকুলে
নানারত্ন-নিবদ্ধ-মুল-বিটপ-শ্রীযুক্তবৃন্দাবনে।

রাধাকৃষ্ণমহর্নিশং প্রভজতৌ জীবার্থদৌ যৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৫॥

সংখ্যাপূর্ব্বক-নাম-গান-নতিভিঃ কালাবসানীকৃতৌ
নিদ্রাহার-বিহারকাদি-বিজিতৌ চাত্যন্ত-দীনৌ চ যৌ।
রাধাকৃষ্ণ-গুণ-স্মৃতের্মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৬॥

রাধাকুণ্ডতটে কলিন্দতনয়া-তীরে চ বংশীবটে
প্রেমোন্মাদ-বশাদশেষ-দশয়া গ্রস্তৌ প্রমত্তৌ সদা।
গায়ন্তৌ চ কদা হরের্গুণবরং ভাবাভিভূতৌ মুদা
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৭॥

হে রাধে ব্রজদেবিকে ! চ ললিতে ! হে নন্দসূনো ! কুতঃ
শ্রীগোবর্দ্ধন-কল্পপাদপ-তলে কালিন্দীবন্যে কুতঃ।
ঘোষন্তাবিতি সর্ব্বতো ব্রজপুরে খেদৈর্মহাবিহ্বলৌ
বন্দে রূপ-সনাতনৌ রঘু-যুগৌ শ্রীজীব-গোপালকৌ ॥৮॥

## শ্রীশ্রীষড়্গোস্বাম্যষ্টকের অনুবাদ

যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের গুণ-কীর্ত্তন ও নৃত্যগীত-পরায়ণ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমামৃতের সমুদ্রস্বরূপ ও বিদ্বান্ অবিদ্বান্ সকলেরই প্রিয়, যাঁহারা সকলের প্রিয় কার্য্য করেন, যাঁহারা মাৎসর্য্য-লেশ-শূন্য, সর্ব্বলোক-পূজ্য ও শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ কৃপাপাত্র এবং যাঁহারা ইহলোকে জীবোদ্ধার করিয়া ভূভার হরণ করেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ,

সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥১॥

যাঁহারা বিবিধ-শাস্ত্র-বিচারে পরম-নিপুণ, সদ্ধর্মের স্থাপন-কর্ত্তা, মানবগণের পরম মঙ্গলকারী, ত্রিভুবন-পূজ্য, আশ্রয়-দাতা ও শ্রীরাধা-গোবিন্দের পদারবিন্দ-ভজনানন্দে প্রমত্ত-মধুকর-সদৃশ, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥২॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-গুণ-বর্ণনে যাঁহাদের একান্ত আগ্রহ, যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ-গুণগানামৃত-সেচনে জীবের পাপ-তাপ শান্তি করেন, যাঁহারা আনন্দ-জলধি-বর্দ্ধনে সুনিপুণ ও যাঁহারা মোক্ষ-প্রাপ্তি হইতে রক্ষা করেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥৩॥

যাঁহারা অসংখ্য মণ্ডলপতিদিগের সহবাস ঝটিতি তুচ্ছবৎ পরিত্যাগ করতঃ কৃপা পূর্ব্বক দীনহীনগণের পতি হইয়া কৌপীন কন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা গোপীপ্রেম-রসামৃত-সিন্ধু-তরঙ্গে সদাই নিমগ্ন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥৪॥

কোকিল, হংস, সারস, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের মধুর কলধ্বনি-নিনাদিত ও বিবিধ-রত্ন-নিবদ্ধ-মূল-বিশিষ্ট-বৃক্ষরাজি-সুশোভিত শ্রীবৃন্দাবনে যাঁহারা দিবানিশি শ্রীরাধাকৃষ্ণের ভজন করিতেন এবং যাঁহারা হৃষ্ট-চিত্তে জীবের

মনোবাসনা পূর্ণ করিতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥৫॥

যাঁহারা সংখ্যাপূর্ব্বক নাম-জপ, কীর্ত্তন, প্রনাম ও স্তব করিয়া সময় অতিবাহিত করিতেন, যাঁহারা আহার-বিহার-নিদ্রাদি জয় করিয়াছিলেন, যাঁহারা অত্যন্ত দীনহীনের ন্যায় বিচরণ করিতেন এবং যাঁহারা শ্রীরাধা-গোবিন্দের গুণ মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া পরমানন্দে বিভোর হইতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥৬॥

যাঁহারা শ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে, যমুনাতটে ও বংশীবটে প্রেমোন্মত্ত হইয়া অশেষবিধ দশা প্রাপ্ত হইতেন—কখনও বা উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতেন, কখনও বা হরিগুণ গান করিতেন, কখনও বা আনন্দ-বশে ভাবাভিভূত হইতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥৭॥

"হে ব্রজদেবী রাধে ! তুমি কোথায় ? হে ললিতা ! তুমি কোথায় ? হে কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় ? তোমরা কি শ্রীগোবর্দ্ধনের কল্পতরু-তলে না কালিন্দী-কুলস্থ বনমধ্যে, তোমরা কোথায় ?" এইরূপ বলিতে বলিতে যাঁহারা নিরতিশয় শোকাতুর হইয়া ব্রজভূমির সর্ব্বত্র ব্যাকুলভাবে পরিভ্রমণ করিতেন, আমি পুনঃপুনঃ সেই শ্রীরূপ, সনাতন, রঘুনাথ ভট্ট, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ দাস ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদগণের বন্দনা করি ॥৮॥

# শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকম্

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

শ্রীমচ্চৈতন্যপাদৌ চরকমলযুগৌ নেত্রভৃঙ্গৌ মধু হ্যৌ
গৌড়ে তৌ পায়য়ন্তৌ ব্রজবিপিনগতৌ ব্যাজযুক্তৌ সমুৎকৌ।
ভাতৌ সভ্রাতৃকস্য স্বজনগণপতের্যস্য সৌভাগ্যভূম্নঃ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥১॥

পীতশ্রীগৌরপাদাম্বুজমধুমদিরোন্মত্তহৃদ্‌ভৃঙ্গরাজো
রাজ্যৈশ্বর্য্যং জহৌ যো জননিবহহিতাদত্তচিত্তো নিজাগ্র্যম্।
বিজ্ঞাপ্য স্বানুজেন ব্রজগমনরতং চান্বগাৎ গৌরচন্দ্রং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥২॥

বৃন্দারণ্যাৎ প্রয়াগে হরিরসনটনৈর্নামসঙ্কীর্ত্তনৈশ্চ
লেভে যো মাধবাগ্রে জনগহনগতং প্রেমমত্তং জনাংশ্চ।
ভাবৈঃ স্বৈর্মাদয়ন্তং হৃতনিধিরিব তং কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৩॥

একান্তং লব্ধপাদাম্বুজনিজহৃদয়প্রেষ্ঠপাত্রো মহার্ত্তি-
দৈন্যৈর্দুঃখাশ্রুপূর্ণৈর্দশনধৃততৃণৈঃ পূজয়ামাস গৌরম্।
স্বান্তঃ কৃষ্ণঞ্চ গঙ্গা-দিনমণি-তনয়াসঙ্গমে সানুজো যঃ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৪॥

স্বস্য প্রেমস্বরূপং প্রিয়দয়িতবিলাসানুরূপৈকরূপং
দূরে ভূলুণ্ঠিতং যং সহজসুমধুরশ্রীযুতং সানুজঞ্চ।
দৃষ্ট্বা দেবোঽতিতূর্ণং স্তুতিবহুমুখমাশ্লিষ্য গাঢ়ংররঞ্জে
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৫॥

কৈবল্যপ্রেমভূমাবখিলরসসুধাসিন্ধুসঞ্চারদক্ষং
জ্ঞাত্বাপ্যেবঞ্চ রাধাপদভজনসুধাং লীলয়াপায়য়দ্যম্ ।
শক্তিং সঞ্চার্য্য গৌরো নিজভজনসুধাদানদক্ষং চকার
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৬॥

গৌরাদেশাচ্চ বৃন্দা-বিপিনমিহ পরিক্রম্য নীলাচলং যো
গত্বা কাব্যামৃতৈঃ স্বৈ-র্ব্রজযুবযুগল-ক্রীড়নার্থৈঃ প্রকামম্ ।
রামানন্দস্বরূপাদিভিরপি কবিভিস্তর্পয়ামাস গৌরং
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৭॥

লীলাসংগোপনে শ্রীভগবত ইহ বৈ জঙ্গমে স্থাবরেঽপি
সংমুগ্ধে সাগ্রজাতঃ প্রভুবিরহহৃতপ্রায়জীবেন্দ্রিয়াণাম্ ।
যশ্চাসীদাশ্রয়ৈকস্থলমিব রঘুগোপালজীবাদিবর্গে
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৮॥

শ্রীমূর্ত্তেঃ সাধুবৃত্তেঃ প্রকটনমপি তল্লুপ্ততীর্থাদিকানাং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদাম্বুজভজনময়ং রাগমার্গং বিশুদ্ধম্ ।
গ্রন্থৈর্যেন প্রদত্তং নিখিলমিহ নিজাভীষ্টদেবেপ্সিতঞ্চ
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥৯॥

লীলাসংগোপকালে নিরুপধিকরুণাকারিণা স্বামিনাহং
যৎপাদাব্জেঽর্পিতো যৎ পদভজনময়ং গায়য়িত্বা তু গীতম্ ।
যোগ্যাযোগ্যত্বভাবং মম খলু সকলং দুষ্টবুদ্ধেরগৃহ্ণন্
স শ্রীরূপঃ কদা মাং নিজপদরজসা ভূষিতং সংবিধত্তে ॥১০॥

## শ্রীমদ্রূপপদরজঃ-প্রার্থনা-দশকের অনুবাদ

শ্রীবৃন্দাবন-গমনে ব্যাজযুক্ত শ্রীমচ্চৈতন্যপাদপদ্মযুগল, নিজ গণের অধিপতি (সম্প্রদায় রূপানুগ বলিয়া) ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভাগ্যের আকরভূমি যাঁহার সেই পরমোৎকণ্ঠিত নয়নভৃঙ্গযুগলকে মধুপান করাইতে করাইতে গৌড়ে (গৌড় নগরে) শোভিত হইয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্‌রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥১॥

শ্রীরামকেলিধামে শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীপাদপদ্মের মধুরূপ মদিরা পানে উন্মত্ত হইয়া যাঁহার হৃদয়রূপ ভৃঙ্গরাজ নিখিল জনকল্যাণের জন্য (হরিকীর্ত্তনের দ্বারা) আত্মোৎসর্গ করতঃ রাজৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং অগ্রজ শ্রীসনাতনকে জানাইয়া অনুজ শ্রীবল্লভের সহিত (নীলাচল হইতে) শ্রীবৃন্দাবনগমনরত শ্রীচৈতন্যদেবের অনুসরণ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥২॥

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত প্রয়াগধামে লক্ষ লক্ষ লোকমধ্যে নামসঙ্কীর্ত্তনরত, প্রেমোন্মত্ত ও নৃত্যপরায়ণ এবং সাত্ত্বিকাদি অদ্ভুত ভাবদ্বারা শত শত সশ্রদ্ধ ব্যক্তির চিত্তদ্রবকারী সেই শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে যিনি শ্রীবিন্দুমাধবজীউর সম্মুখে হারানিধির ন্যায় লাভ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৩॥

পবিত্র গঙ্গাযমুনাসঙ্গমস্থলে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরবর্ণ নিজ প্রাণপ্রিয়তম দেবতার শ্রীপাদপদ্ম একান্তে লাভ করিয়া মহা

আর্ত্তি সহকারে যিনি দৈন্য, দুঃখাশ্রু ও দশনধৃত তৃণ সমূহের দ্বারা অনুজের সহিত উঁহার পূজা করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৪॥

নিজ প্রেমস্বরূপ, প্রিয়স্বরূপ ও দয়িতস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞ রূপবিশিষ্ট এবং নিজের একমাত্র অনুরূপ বিলাসমূর্ত্তি যাঁহাকে দূরে অনুজের সহিত ভূলুণ্ঠিত দর্শন করিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ত্বরিত গতিতে প্রশংসামুখর যাঁহাকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া সুখলাভ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীরূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৫॥

কেবল-প্রেমভূমিকায় (ব্রজরসে) অখিলরসামৃতসিন্ধু-নিপুণ (নিত্য পরিজনরূপে) জানিয়াও শ্রীগৌরহরি লীলা-বিস্তার নিমিত্ত যাঁহাকে শ্রীরাধাকৈঙ্কর্য্যামৃত পান করাইয়াছিলেন এবং শক্তি সঞ্চার করিয়া স্বভজনসুধা-বিতরণে বিচক্ষণ করিয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৬॥

শ্রীগৌরাঙ্গের আজ্ঞায় এই সময়ে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিভ্রমণান্তে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিয়া যিনি ব্রজযুবদ্বন্দ্ববিলাসময় স্বরচিত কাব্যামৃত দ্বারা শ্রীরামানন্দ-স্বরূপাদি সুধীমণ্ডলের সহিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রভূত তৃপ্তি বিধান করিয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৭॥

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-সংবরণে জগতে যখন নিখিল জীব সমূহ, এমন কি স্থাবর পর্য্যন্ত গাঢ় দুঃখে মোহ প্রাপ্ত

হইয়াছিল, তখন অগ্রজের সহিত যিনি প্রভুবিরহে হৃতপ্রায় প্রাণেন্দ্রিয় রঘুনাথ, গোপাল ভট্ট ও শ্রীজীব প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণেরও একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়াছিলেন—সেই শ্রীমদ্‌রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৮॥

শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রকাশ, ভক্তি-সদাচার সংস্থাপন, লুপ্ততীর্থাদির প্রকাশ এবং শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমভজনময় বিশুদ্ধ রাগমার্গ প্রদর্শন প্রভৃতি নিজ ইষ্টদেব শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের নিখিল মনোঽভীষ্ট যিনি বহু বহু গ্রন্থের দ্বারা জগতে প্রদান করিয়াছেন—সেই শ্রীমদ্‌রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥৯॥

অহৈতুক করুণাময় আমার প্রভু শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর তাঁহার লীলা-সংগোপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে যাঁহার শ্রীপাদপদ্মের মহিমাময় (শ্রীরূপ মঞ্জরীপদ) গান করাইয়া যাঁহার শ্রীচরণ-কমলে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন, দুর্ম্মতি হইলেও সেই আমার সর্ব্বপ্রকার যোগ্যতা বা অযোগ্যতা পরিহার করিয়া সেই শ্রীমদ্‌রূপ প্রভু কবে তাঁহার পদরজে আমাকে ভূষিত করিবেন ॥১০॥

---

## শ্রীমদ্রূপ-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

(১)

ও মোর জীবন-গতি, শ্রীরূপ গোঁসাই অতি,
গুণের সমুদ্র দয়াময়।

যাঁহার করুণা হৈলে, চৈতন্য চরণ মিলে,
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তি হয় ॥১॥
পরম বৈরাগ্য যাঁর, চরিত্রের নাহি পার,
অসীম ঐশ্বর্য্য পরিহরি'।
চৈতন্যের আগমন, শুনি' হরষিত মন,
প্রয়াগে চলিলা ত্বরা করি' ॥২॥
অনুজ বল্লভ-সনে, শীঘ্র গেলা সেই স্থানে,
মহাপ্রভু যথায় বসিয়া।
চৈতন্যের শ্রীচরণ, দর্শনে আনন্দ মন,
ভূমে দোঁহে পড়ে লোটাইয়া ॥৩॥
পুনঃ পুনঃ দুইজনে, নিরখিয়া প্রভু-পানে,
প্রেম-জলে ভরিল নয়ন।
দন্তে তৃণ গুচ্ছ ধরে, বিধি-মতে স্তব করে,
শুনিলে ব্যাকুল হয় মন ॥৪॥
শ্রীরূপেরে নিরখিয়ে, প্রভু প্রেমে মত্ত হ'য়ে,
প্রিয়বাক্য অনেক কহিলা।
অজ, ভব, দেবগণ, আরাধয়ে যে চরণ,
সে চরণ মস্তকে ধরিলা ॥৫॥
প্রেমে বশ গৌররায়, উঠ উঠ বলি' তায়,
মহাসুখে কৈল আলিঙ্গন।
শ্রীরূপ জুড়িয়ে কর, স্তুতি করে বহুতর,
তাহা কিছু না হয় বর্ণন ॥৬॥

তবে প্রভু রূপে লৈয়ে, নিকটেতে বসাইয়ে,
সনাতনের পুছে সমাচার।
শ্রীরূপ কহিল সব, শুনিয়া চৈতন্যদেব,
কহে কিছু চিন্তা নাহি আর ॥৭॥
শ্রীরূপে প্রসন্ন হৈয়া, কিছুদিন কাছে থুয়া,
রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব জানাইলা।
পরম আনন্দ মন, রূপে করি' আলিঙ্গন,
বৃন্দাবন যাইতে আজ্ঞা দিলা ॥৮॥
কাতরে শ্রীরূপ কয়, সঙ্গে থাকি আজ্ঞা হয়,
শুনি' প্রভু মহাহর্ষ-চিত্তে।
কহেন মধুর বাণী, সদা সঙ্গে আছ তুমি,
পুনশ্চ আসিবে ব্রজ হৈতে ॥৯॥
এই মত কহে যত, তবে প্রভু শচীসুত,
কাশী চলে নৌকায় চড়িয়া।
প্রভুর শ্রীচন্দ্রমুখ, নয়নে হেরিয়ে রূপ,
ভূমে পড়ে মূর্ছিত হইয়া ॥১০॥
সে সময়ে ভেল যাহা, কহিতে না পারি তাহা,
কতক্ষণে কিছু সম্বরিলা।
মহাপ্রভুর শ্রীচরণ, তাহে সমর্পিয়া মন,
বৃন্দাবন গমন করিলা ॥১১॥
অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে, শীঘ্র আইল মথুরাতে,
সুবুদ্ধি-রায়ের দেখা পাইলা।

রায় আনন্দিত হৈয়া, দুইজনে সঙ্গে লৈয়া,
দ্বাদশ কানন দেখাইলা ॥১২॥
বিস্তারিতে নারি আর, গমনাগমন তাঁর,
কতদিন পরে বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন, হৈল দোঁহে সুমিলন,
দোঁহে প্রেমে আপ্ত নাহি জানে ॥১৩॥
আলিঙ্গন করি দোঁহে, চৈতন্যের গুণ কহে,
যাহা শুনি' পাষাণ মিলায়।
আনন্দ হইল চিত্তে, নাহি পারে সম্বরিতে,
কাঁদি দোঁহে ধরণী লোটায় ॥১৪॥
অতি অনুরাগ মনে, শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাবনে,
রহে সদা প্রেমের উল্লাসে।
ফল-মূল মাধুকরী, বিপ্রগৃহে ভিক্ষা করি,
ভুঞ্জে কভু থাকে উপবাসে ॥১৫॥
ছিঁড়া কাঁথা বহির্বাস, এইমাত্র বহে পাশ,
তরুতলে করেন শয়ন।
দিবানিশি অবিশ্রাম, জপয়ে মধুর নাম,
ভাব-ভরে করয়ে নর্তন ॥১৬॥
ক্ষণে করে সংকীর্ত্তন, অন্তর্মনা অনুক্ষণ,
কি কব ভজনরীতি তাঁর।
প্রভুর আজ্ঞায় কত, বর্ণিল অমৃত-গ্রন্থ,
প্রেম-সম অক্ষর যাঁহার ॥১৭॥

মহাধীর অত্যুদার,　　　　　কে বুঝে হৃদয় তাঁর,
কভু যমুনার তটে যাঞা ।
'হা শচীনন্দন' বলি',　　　　　কাঁদয়ে দুহাত তুলি,
ডাকে রাধাকৃষ্ণনাম লঞা ॥১৮॥
আতি সুকোমল দেহ,　　　　　সদা প্রেমে নাচে সেহ,
আর কি বলিল এক মুখে ।
অধম পামরগণ,　　　　　পতিত দুঃখিত জন,
নিজগুণে কৃপা করেন তাকে ॥১৯॥
নরহরি দুরাচার,　　　　　কর মোরে অঙ্গীকার,
তাপেতে হইল সদা ভোর ।
তুয়া পাদ-পদ্মে মন,　　　　　রহে যেন সর্ব্বক্ষণ,
এই নিবেদন শুন মোর ॥২০॥

(২)

(পহিড়া)

আরে মোর শ্রীরূপ গোসাঞি ।
গৌরাঙ্গ-চাঁদের ভাব,　　　　　প্রচার করিয়া সব,
জানাইতে হেন আর নাই ॥১॥
বৃন্দাবন নিত্যধাম,　　　　　সর্ব্বোপরি অনুপম,
সর্ব্ব-অবতারী নন্দসুত ।
তাঁর কান্তাগণাধিকা,　　　　　সর্ব্বারাধ্যা শ্রীরাধিকা,
তাঁর সখীগণ-সঙ্গযূথ ॥২॥

রাগমার্গে তাহা পাইতে, যাঁহার করুণা হৈতে,
বুঝিল পাইল যে তে জনা ।
এমন দয়ালু ভাই, কোথাও দেখিয়ে নাই,
তাঁর পদ করহ ভাবনা ॥৩॥
শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা পাঞা, ভাগবত বিচারিয়া,
যত ভক্তিসিদ্ধান্তের খনি ।
তাহা উঠাইয়া কত, নিজ গ্রন্থ করি যত,
জীবে দিলা প্রেমচিন্তামণি ॥৪॥
রাধাকৃষ্ণ-রসকেলি, নাট্যগীত পদাবলী,
শুদ্ধ পরকীয়া মত করি' ।
চৈতন্যের মনোবৃত্তি, স্থাপন করিলা ক্ষিতি,
আস্বাদিয়া তাহার মাধুরী ॥৫॥
চৈতন্য-বিরহে শেষ, পাই অতিশয় ক্লেশ,
তাহে যত প্রলাপ বিলাপ ।
সে সব কহিতে ভাই, দেহে প্রাণ রহে নাই,
এ রাধাবল্লভ হিয়ে তাপ ॥৬॥

(৩)
(বিহাগড়া)
যঙ কলি রূপ শরীর না ধরত ।
তঙ্ ব্রজপ্রেম, মহানিধি কুঠরিক,
কোন্ কপাট উঘাড়ত ॥১॥

নীর-ক্ষীর-হংসন, পান-বিধায়ন,
কোন্ পৃথক্ করি পায়ত।
কো সব ত্যজি’, ভজি’ বৃন্দাবন,
কো সব গ্রন্থ বিরচিত ॥২॥
যব পিতু বনফুল, ফলত নানাবিধ,
মনোরাজি অরবিন্দ।
সো মধুকর বিনু, পান কোন্ জানত,
বিদ্যমান করি বন্ধ ॥৩॥
কো জানত, মথুরা বৃন্দাবন,
কো জানত ব্রজনীত।
কো জানত, রাধামাধব-রতি,
কো জানত সোই প্রীত ॥৪॥
যাকর চরণ, প্রসাদে সকল জন,
গাই গাওয়াই সুখ পাওত।
চরণ কমলে, শরণাগত মাধো,
তব মহিমা উর লাগত ॥৫॥

(৪)

(বিহাগড়া)

জয় জয় রূপ মহারস-সাগর।
দরশন পরশন, বচন রসায়ন,
আনন্দহুকে গাগর ॥১॥
অতি গম্ভীর, ধীর করুণাময়,
প্রেমভকতিকে আগর।

উজ্জ্বল প্রেম, মহামণি প্রকটিত,
দেশ গৌড় বৈরাগর ॥২॥
সদ্‌গুণ-মণ্ডিত, পণ্ডিত রঞ্জন,
বৃন্দাবন নিজ নাগর ।
কিরীত বিমল যশ, শুন তঁহি মাধো,
সতত রহল হিয়ে জাগর ॥৩॥

## শ্রীল-সনাতন-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

(১)

রূপের বৈরাগ্যকালে, সনাতন বন্দিশালে,
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে ।
শ্রীরূপে করুণা করি', ত্রাণ কৈল গৌরহরি,
মো অধমে নহিল স্মরণে ॥১॥
মোর কর্ম্মদড়ি-ফান্দে, মোর হাতে গলে বান্ধে,
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি' ।
আপন করুণা-ফাঁসে, দৃঢ় বান্ধি' মোর কেশে,
চরণ-নিকটে লহ তুলি' ॥২॥
পশ্চাতে অগাধ-জল, দুই পাশে দাবানল,
সম্মুখে যুড়িল ব্যাধ বাণ ।

কাতরে হরিণী ডাকে, পড়িয়া বিষম পাকে,
তুমি নাথ মোরে কর ত্রাণ ॥৩॥
জগাই মাধাই হেলে, বাসুদেবে অজামিলে,
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
করুণা-আভাস করি', সনাতনে পদতরী,
দেহ যেন ঘোষয়ে সংসার ॥৪॥
এ দুঃখ-সমুদ্র-ঘোরে, নিস্তার করহ মোরে,
তোমা বিনা নাহি অন্যজন।
হেনকালে অন্যজনে, অলক্ষিতে সনাতনে,
পত্র দিল রূপের লিখন ॥৫॥
রূপের লিখন পেয়ে, মনে আনন্দিত হ'য়ে,
সদা করে গৌরাঙ্গ ধেয়ান।
শ্রীরাধাবল্লভ-দাস, মনে করে অভিলাষ,
পত্র পেয়ে করিলা পয়ান ॥৬॥

(২)

শ্রীরূপের বড় ভাই, শ্রীসনাতন গোঁসাই,
পাৎসার উজির হৈয়া ছিলা।
শ্রীরূপের পত্র পেয়ে, বন্দী হৈতে পলাইয়ে,
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিলা ॥১॥
ছিঁড়া কাঁথা অঙ্গে মলি, হাতে নখ মাথে চুলি,
নিকটে যাইতে অঙ্গ হেলে।

দুই গুচ্ছ তৃণ করে, একগুচ্ছ দন্তে ধরে,
পড়িলা চৈতন্য পদতলে ॥২॥
দরবেশ-রূপ দেখি', প্রভুর সজল আঁখি,
বাহু পশারিয়া আইসে ধেয়ে।
সনাতনে করি' কোলে, কাতরে গোঁসাই বলে,
অধমেরে স্পর্শ কি লাগিয়ে ॥৩॥
অস্পৃশ্য পামর দীন, দুরাচার বুদ্ধিহীন,
নীচ-কুলে নীচ ব্যবহার।
এহেন পামর-জনে, স্পর্শ প্রভু কি কারণে,
যোগ্য নহে তোমা স্পর্শিবার ॥৪॥
প্রভু কহে সনাতন, দৈন্য কর কি কারণ,
তব দৈন্যে ফাটে মোর হিয়া।
কৃষ্ণের করুণা আছে, ভাল মন্দ নাহি বাছে,
তোমা স্পর্শি পবিত্র লাগিয়া ॥৫॥
ভোট-কম্বল দেখি' গায়, প্রভু পুনঃ পুনঃ চায়,
লজ্জিত হইয়া সনাতন।
গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া, ছিঁড়া এক কান্থা লৈয়া,
প্রভুপাশে পুনরাগমন ॥৬॥
আজ্ঞা দিল রূপ সনে, দেখা হ'বে বৃন্দাবনে,
প্রভু আজ্ঞায় করিল গমনে।
গৌরাঙ্গ করুণা করি', রাধাকৃষ্ণ-নাম-মাধুরী,
শিক্ষা করাইলা সনাতনে ॥৭॥

ছেঁড়া কান্থা নেড়া মাথা,　　মুখে কৃষ্ণ-গুণ-গাথা,
পরিধানে ছেঁড়া বহির্বাস।
কভু কান্দে কভু হাসে,　　কভু প্রেমানন্দে ভাসে,
কভু ভিক্ষা কভু উপবাস ॥৮॥
অতঃপর সনাতন,　　প্রবেশিল বৃন্দাবন,
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
প্রেমে অশ্রু নেত্রে ভরি',　　সনাতনের গলে ধরি',
কাঁদে রূপ গদ্গদ-বচন ॥৯॥
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে,　　মাধুকরী ভিক্ষা করে,
এরূপে গোঁয়ায় সনাতন !
কতদিনে তাহা ছাড়ি',　　কুঞ্জে কুঞ্জে রহে পড়ি',
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ ॥১০॥
উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদে,　　রাধাকৃষ্ণ বলি কাঁদে,
হা নাথ হা নাথ বলি' ডাকে।
গৌরাঙ্গের যত গুণ,　　কহে রূপ সনাতন,
এইরূপে কতদিন থাকে ॥১১॥
কতদিন অন্তর্মনা,　　ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা,
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
কৃষ্ণনাম-গানে থাকে,　　স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
অবসর নহে একতিলে ॥১২॥
ছাড়ি' ভোগ-অভিলাষ,　　তরুতলে করে বাস,
দুই চারি দিন উপবাস।

কখনও বনের শাক, অলবণে করি পাক,
মুখে দেয় দুই এক গ্রাস ॥১৩॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায়, ধুলায় ধূসর কায়,
কণ্টকেতে বিদ্ধ হয় পাশ।
এ রাধাবল্লভদাস, মনে করে অভিলাষ,
কতদিনে হ'ব তা'র দাস ॥১৪॥

(৩)

জয় জয় পহুঁ শ্রীল সনাতন নাম।
সকল ভুবন মাহ যছু গুণ গ্রাম ॥১॥
তেজল সকল সুখ সম্পদ অপার।
শ্রীচৈতন্য-চরণ-যুগল করু সার ॥২॥
শ্রীবৃন্দাবন ভূমে করি' বাস।
লুপত তীর্থ সব করল প্রকাশ ॥৩॥
শ্রীগোবিন্দ-সেবা পরচারি'।
করল-ভাগবত অর্থ বিচারি' ॥৪॥
যুগল-ভজন-লীলা-গুণ-নাম।
করল বিথার গ্রন্থ অনুপম ॥৫॥
সতত গৌরপ্রেমে গর গর দেহ।
ভ্রমই বৃন্দাবনে না পায়ই থেহ ॥৬॥
বিপুল-পুলকভর নয়নহি নীর।
'রাই-কানু' বলি' পড়ই অথির ॥৭॥

ভাব বিভূষণ সকল শরীর ।
অনুখন বিহরই যমুনাক তীর ॥৮॥
যছু করুণায় বৃন্দাবন পাই ।
ভাবই-মনোহর সোই গোসাঞি ॥৯॥

## শ্রীল-রঘুনাথদাস-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

(১)

যবে রূপ-সনাতন, ব্রজে গেলা দুই জন,
শুনইতে রঘুনাথদাস ।
নিজরাজ্য অধিকার, ইন্দ্রসম-সুখ যার,
ছাড়িয়া চলিলা প্রভু-পাশ ॥১॥
উঠি' রাত্রে নিশা-ভাগে, দুয়ারে প্রহরী জাগে,
পথ ছাড়ি' বিপথে গমন ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি পায়, মনোদ্বেগে চলি যায়,
সদা চিন্তে চৈতন্য চরণ ॥২॥
একদিন এক গ্রামে, সন্ধ্যাকালে গোবাথানে,
'হা চৈতন্য' বলিয়া বসিলা ।
এক গোপ দুগ্ধ দিলা, তাহা খেয়ে বিশ্রামিলা,
সেই রাত্রে তথাই রহিলা ॥৩॥
যে অঙ্গ পালঙ্ক বিনে, ভুমি-শয্যা নাহি জানে,
সে অঙ্গ বাথানে গড়ি' যায় ।

যেই ঘোড়া গলা বিনে, পথ শ্রম নাহি জানে,
কণ্টকে হাঁটয়ে সেই পায় ॥৪॥
যিঁহো বেলা দণ্ড চারি, তোলা জলে স্নান করি,
ষড়্‌রস করিত ভোজন ।
এবে যদি কিছু পান, সন্ধ্যাকালে তাহা খান,
না পাইলে অমনি শয়ন ॥৫॥
বার দিনের পথ যান, তিন সন্ধ্যা অন্ন খান,
প্রবেশিলা নীলাচল-পুরে ।
দেখিয়া সে শ্রীমন্দির, দুনয়নে বহে নীর,
'হা চৈতন্য' বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥৬॥
এ রাধাবল্লভদাস, মনে করি অভিলাষ,
কোথা মোর রঘুনাথদাস ।
তাঁহার প্রসঙ্গ-মাত্র, পুলকিত হয় গাত্র,
তাঁর পদরেণু করি আশ ॥৭॥

(২)

শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে, রঘুনাথ দাস-চিত্তে,
পরম বৈরাগ্য উপজিল ।
কলত্র গৃহ সম্পদ, নিজরাজ্য অধিপদ,
মলপ্রায় সকল তেজিল ॥১॥
পুরশ্চর্যা কৃষ্ণনামে, গিয়া সে পুরুষোত্তমে,
গৌরাঙ্গের পদযুগ সেবে ।

এই মনে অভিলাষ, পুনঃ রঘুনাথ দাস,
নয়নগোচর হ'বে কবে ॥২॥
গৌরাঙ্গ দয়ালু হৈয়া, রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া,
গোবর্দ্ধন-শিলা গুঞ্জাহারে।
ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে, শ্রীরাধার শ্রীচরণে,
সমর্পণ করিল যাহারে ॥৩॥
গৌরাঙ্গের অগোচরে, নিজকেশ ছিঁড়ি করে,
বিরহে ব্যাকুল ব্রজে গেলা।
দেহত্যাগ করি' মনে, গেলা গিরি গোবর্দ্ধনে,
দু'-গোঁসাই তাহারে রাখিলা ॥৪॥
ধরি' রূপ-সনাতন, রাখিল তাঁর জীবন,
দেহত্যাগ করিতে না দিলা।
দুই গোঁসাইর আজ্ঞা পেয়ে, রাধাকুণ্ডের তটে গিয়ে,
নিয়ম করিয়া বাস কৈলা ॥৫॥
ছিঁড়া বস্ত্র পরিধান, ব্রজ-ফল গব্য পান,
অন্ন আদি না করে আহার।
তিন সন্ধ্যা স্নানাচরি, স্মরণ কীর্ত্তন করি,
রাধাপদ ভজন যাহার ॥৬॥
যাট দণ্ড রাত্রি দিনে, রাধাকৃষ্ণ-লীলা-গানে,
স্মরণেতে সদাই গোঁয়ায়।
চারি দণ্ড শুয়ে থাকে, স্বপ্নে রাধাকৃষ্ণ দেখে,
তিলার্দ্ধেক ব্যর্থ নাহি যায় ॥৭॥

চৈতন্যের পদাম্বুজে, রাখে মনোভৃঙ্গরাজে,
স্বরূপের সদাই আশ্রয়।
ভিন্নদেহ রূপ-সনে, গতি যাঁর সনাতনে,
ভট্ট গোঁসায়ের প্রিয় মহাশয় ॥৮॥
শ্রীরূপের গণ যত, যাঁহার পদ আশ্রিত,
অত্যন্ত বাৎসল্য যাঁর জীবে।
সেই আর্তনাদ করি', কাঁদি' বলে হরি হরি,
প্রভুর করুণা হ'বে কবে ॥৯॥
হে রাধিকার বল্লভ, গান্ধর্ব্বিকার বান্ধব,
রাধিকারমণ রাধানাথ।
হে হে বৃন্দাবনেশ্বর, হা হা কৃষ্ণ দামোদর,
কৃপা করি' কর আত্মসাথ ॥১০॥
প্রভু রূপ সনাতন, তিন হৈলা অদর্শন,
অন্ধ হৈল এ দুই নয়ন।
বৃথা আঁখি কাহাঁ দেখি, বৃথা দেহে প্রাণ রাখি,
সেবাচার বাড়ায় দ্বিগুণ ॥১১॥
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীশচীসুত, তা'র গুণ যত যত,
অবতার শ্রীবিগ্রহ নাম।
গুপ্ত ব্যক্ত লীলাস্থান, দৃষ্ট শ্রুত বৈষ্ণবগণ,
সভাকারে করয়ে প্রণাম ॥১২॥
রাধাকৃষ্ণের বিয়োগে, ছাড়িল সকল ভোগে,
রূখা শুখা অন্নমাত্র সার।

শ্রীচৈতন্যের বিচ্ছেদেতে, অন্ন ছাড়ি সেই হৈতে,
ফল গব্য করেন আহার ॥১৩॥
সনাতনের অদর্শনে, তাহা ছাড়ি' সেই দিনে,
কেবল করেন জল পান ।
রূপের বিচ্ছেদ যবে, জল ছাড়ি' দিল তবে,
রাধাকৃষ্ণ বলি রাখে প্রাণ ॥১৪॥
স্বরূপের অদর্শনে, না দেখে রূপের গণে,
বিরহে বিকল হৈয়া কান্দে ।
কৃষ্ণকথালাপ বিনে, শ্রবণে নাহিক শুনে,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে আর্তনাদে ॥১৫॥
হা হা রাধাকৃষ্ণ কোথা, কোথা আছ হে ললিতা,
হে বিশাখে দেহ দরশন ।
হা চৈতন্য মহাপ্রভু, হা স্বরূপ মোর প্রভু,
হা হা প্রভু রূপ-সনাতন ॥১৬॥
কাঁদে গোঁসাই রাত্রদিনে, পুড়ি' যায় তনুমনে,
বিরহে হইল জর জর ।
মন্দ মন্দ জিহ্বা নড়ে, প্রেমে অশ্রু নেত্রে পড়ে,
মনে কৃষ্ণ করয়ে স্মরণ ॥১৭॥
সেই রঘুনাথদাস, পূরিবে মনের আশ,
এ মোর বড় আছে সাধ ।
এ রাধাবল্লভদাস, মনে করে অভিলাষ,
সবে মোরে করহ প্রসাদ ॥১৮॥

## শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুর প্রণাম মন্ত্রঃ

(শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিত)

যঃ সাংখ্যপঙ্কেন কুতর্কপাংশুনা
বিবর্ত্তগর্ত্তেন চ লুপ্তদীধিতিম্ ।
শুদ্ধং ব্যধাৎ বাক্সুধয়া মহেশ্বরং
কৃষ্ণং স জীবঃ প্রভুরস্তু মে গতিঃ

---

## শ্রীল-জীব-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

আরে মোর জীবন ধন, অনুপমের নন্দন,
শ্রীজীব গোঁসাই দয়াময় ।
অতি সুচরিত যাঁর, শুনি' লাগে চমৎকার,
পরম পণ্ডিত মহাশয় ॥১॥
গৃহে থাকি অনুক্ষণ, কৃষ্ণকথা আলাপন,
তিলার্দ্ধেক নাহি যায় বৃথা ।
অত্যন্ত উদার-চিত্ত, প্রেমেতে সতত মত্ত,
ক্ষণেক না শুনে অন্য কথা ॥২॥
অল্পকালে হেন গুণ, ঐশ্বর্য্যে নাহিক মন,
সদা চিন্তে বৃন্দাবন যাইতে ।
কি কহিব অনুরাগ, করি' গোঁসাই সর্ব্বত্যাগ,
যাত্রা কৈল মহা আনন্দেতে ॥৩॥

নিত্যানন্দ-প্রভু-স্থানে, শীঘ্র গেলা হর্ষ-মনে,
যাইয়া করিল দরশন।
নেত্রে অশ্রুযুক্ত হৈয়া, ধরণীতে লোটাইয়া,
বন্দিলেন যুগল চরণ ॥৪॥
নিত্যানন্দ-প্রভু প্রীতে, নিজপদ তার মাথে,
ধরিলেন পরম আনন্দে।
দুই ভুজ ধরি' তোলে, শ্রীজীবে করিল কোলে,
রূপ সনাতনের সম্বন্ধে ॥৫॥
গোঁসাই আনন্দমন, দৈন্য করে পুনঃ পুনঃ,
আজ্ঞা দেহ যাই বৃন্দাবন।
শুনি' নিত্যানন্দ রায়, শ্রীজীবের পানে চায়,
প্রেমজলে ভরিল নয়ন ॥৬॥
পুনঃ নিত্যানন্দ রাম, সোঙরি চৈতন্য-নাম,
কহে অতি মধুর বচন।
তোমার বংশে সেই স্থান, দিয়াছেন এই শুন,
শীঘ্র তুমি যাহ বৃন্দাবন ॥৭॥
নিত্যানন্দের আজ্ঞা পাঞা, চলে মহাসুখী হঞা,
কি কহিব যৈছন গমন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি', কভু ডাকে ভুজ তুলি,
কভু ডাকে রূপ সনাতন ॥৮॥
চিন্তে মনে অনুক্ষণ, কবে যাব বৃন্দাবন,
কবে রাধাগোবিন্দ দেখিব।

সুললিত কৃষ্ণগুণ, কবে হ'বে দরশন,
নয়ন পরাণ জুড়াইব ॥৯॥
এই রূপে পথে চলে, কা'রে কিছু নাহি বলে,
ভক্ষ্য দ্রব্য মিলে অনায়াসে।
অতি সুকুমার হয়, কভু দুঃখ না জানয়,
চলে মাত্র প্রেমের আবেশে ॥১০॥
কতদিনে মথুরাতে, গেলেন আনন্দচিত্তে,
মধুপুরী করিল দর্শন।
যমুনাতে স্নান করি', বৃন্দাবন পানে হেরি',
অবিরত ঝরয়ে নয়ন ॥১১॥
তথা হৈতে হর্ষমনে, প্রবেশিলা বৃন্দাবনে,
দু'-গোঁসাইর চরণ বন্দিল।
দূরে গেল মনোদুঃখ, হইল পরম সুখ,
আর কত বন্দিতে নারিল ॥১২॥
রূপের আনন্দ হৈল, শ্রীজীবেরে কৃপা কৈল,
সনাতনের অনুমতি পেয়ে।
রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বসুখে, সুখী করাইল তাকে,
সবে হর্ষ শ্রীজীব দেখিয়ে ॥১৩॥
শ্রীজীবের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি,
অনুক্ষণ করয়ে সেবন।
গোঁসাই যে আজ্ঞা করে, তাহা যত্নে করে শিরে,
অন্য না জানয়ে যার মন ॥১৪॥

নিত্যানন্দের আজ্ঞা লৈয়া,    যৈছে আইলা সুখী হৈয়া,
তৈছে গোঁসাই আজ্ঞা-ফল পাইলা।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ,    নাহিক তাঁহার সম,
বহুগ্রন্থ বর্ণন করিল ॥১৫॥
গুণের নাহিক অন্ত,    কি কহিব ভক্তিতত্ত্ব,
রাখিলেন সিদ্ধান্ত করিয়া।
সনাতনের দয়া যত,    তাহা বা কহিব কত,
শ্রীজীবের বৈরাগ্য দেখিয়া ॥১৬॥
বৃন্দাবনে সবে সুখী,    দেখিয়া জুড়ায় আঁখি,
জীব-গোঁসাইর চরিত্র সুধীর।
যেরূপে ভজন করে,    তাহা কে কহিতে পারে,
সদা প্রেমে পুলক শরীর ॥১৭॥
ব্রজপুরে এই মতে,    রহয়ে উল্লাস-চিত্তে,
কে বুঝিবে তাঁহার আশয়।
দু'-গোঁসাইর অদর্শনে,    যে বিরহ ভেল মনে,
তাহা কহিবার যোগ্য নয় ॥১৮॥
ধরণীতে লোটাইয়া,    কান্দয়ে আকুল হৈয়া,
ফুৎকার করয়ে অনুক্ষণ।
'হা চৈতন্য' মোর প্রাণ,    প্রভু নিত্যানন্দ রাম,
কোথা প্রভু রূপ-সনাতন ॥১৯॥
ধারা বহে দু'নয়নে,    না চাহয়ে কার পানে,
চিত্তে অতি অস্থির হইলা।

রাত্রে প্রভু রূপ আসি, স্বপ্ন দিল কাছে বসি,
তবে কিছু দুঃখ সম্বরিলা ॥২০॥
সেইদিন শ্রীনিবাস, আইল শ্রীজীবপাশ,
তাঁরে দেখি' হর্ষ হৈল মন ।
নরোত্তম তা'র পরে, আসিয়া মিলিলা তাঁরে,
জীব-সঙ্গে সদাই দু'জন ॥২১॥
প্রেমের স্বরূপ দোঁহে, দেখিয়া আনন্দে রহে,
ভক্তিগ্রন্থ পড়ায় সদায় ।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা যত, সেই রসে মহামত্ত,
আর কিছু মনে নাহি ভায় ॥২২॥
সদা গোবিন্দের সেবা, পরিপাটী জানে কেবা,
যৈছন পিরীতি নাহি সীমা ।
যদি হয় লক্ষ মুখ, তথাপি না হয় সুখ,
কি কহিব জীবের মহিমা ॥২৩॥
পতিত অধম জনে, করি' কৃপা নিজগুণে,
যত্নে প্রেমভক্তি করে দান ।
আর কি কহিব গুণ, শুনিয়া পাষণ্ডগণ,
অনায়াসে পায় পরিত্রাণ ॥২৪॥
নরহরি-দাসে কয়, তরাও হে মহাশয়,
পড়ি' আছে ভবসিন্ধু মাঝে ।
এ পামরে করি' দয়া, দেহ মোরে পদছায়া,
তবে সে দয়ালু নাম সাজে ॥২৫॥

# শ্রীল-গোপাল-ভট্ট-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু, তুয়া শ্রীচরণ কভু,
দেখিব কি নয়ন ভরিয়া ।
শুনিয়া অসীম গুণ, পাঁজরে বিন্ধিল ঘূণ,
নিছনি নিয়া যাইবে মরিয়া ॥১॥
পিরীতে গড়ল তনু, দশবাণ হেম জনু,
চান্দ মুখ অরুণ অধর ।
ঝলকে দশন-কাঁতি, জিনি মুকুতার পাঁতি,
হাসি কহে অমৃত-মধুর ॥২॥
পরাণের পরাণ যার, রূপ-সনাতন আর,
রঘুনাথ যুগল জীবন ।
পণ্ডিত কৃষ্ণ, লোকনাথ, জানে দেহভেদমাত্র,
সরবস্ব শ্রীরাধারমণ ॥৩॥
প্রেমেতে বিথার অঙ্গ, চৈতন্য-চরণ-ভৃঙ্গ,
শ্রীনিবাসে দয়ার অধীন ।
সবে মেলি' রসাস্বাদ, ভাবভরে উন্মাদ,
এই ব্যবসায় চিরদিন ॥৪॥
লীলা-সুধা-সুরধুনী, রসিক-মুকুটমণি,
রসাবেশে গদগদ হিয়া ।
অহো অহো রাগসিন্ধু, অহো দীনজনবন্ধু,
যশ গায় জগত ভরিয়া ॥৫॥

হা হা মূর্ত্তি সুমধুর, হা হা করুণার পূর,
হা হা চিন্তামণিগুণখনি।
হা হা প্রভু একবার, দেখাও মাধুরী-সার,
শ্রীচরণকমল-লাবণি ॥৬॥
অনেক জন্মের পরে, অশেষ ভাগ্যের তরে,
তুয়া পরিকর পদ-পায়ে।
নিজ করমের দোষে, মজিনু বিষয়-রসে,
জনম গোঁয়ানু খলি খায়ে ॥৭॥
অপরাধো পড়ে মনে, তথাপি তোমার গুণে,
পতিত-পাবন আশাবন্ধ।
লোভেতে চঞ্চল-মতি, উপেখিলে নাহি গতি,
ফুকারই মনোহর মন্দ ॥৮॥

## শ্রীল-রঘুনাথ-ভট্ট-গোস্বামি-প্রভুর শোচক

তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য।
প্রভুকে দেখিতে চলে ছাড়ি' সর্ব্ব কার্য্য ॥১॥
কাশী হইতে চলিলা গৌড়পথ দিয়া।
সঙ্গেতে সেবক এক চলে ঝাপি লৈয়া ॥২॥
এইমতে রঘুনাথ আইল নীলাচলে।
মহাপ্রভুর চরণে গিয়া মিলিলা কুতূহলে ॥৩॥

দণ্ডবৎ প্রণাম করি' পড়িলা চরণে।
প্রভু রঘুনাথ জানি' কৈলা আলিঙ্গনে ॥৪॥
ভাল হৈল আইলা দেখ কমললোচন।
আজি আমার ইহা করিবে প্রসাদভোজন ॥৫॥
গোবিন্দেরে কহি এক বাসা দেয়াইলা।
স্বরূপাদি ভক্তগণ-সনে মিলাইলা ॥৬॥
এই মতে প্রভু সনে রহিলা অষ্টমাস।
দিনে প্রভুর কৃপায় বাড়য়ে উল্লাস ॥৭॥
অষ্টমাস রহি' প্রভু ভট্টে বিদায় দিলা।
'বিবাহ না করিহ' বলি নিষেধ করিলা ॥৮॥
'বৃদ্ধ পিতামাতার যাই' করহ সেবন।
বৈষ্ণবপাশ ভাগবত কর অধ্যয়ন ॥৯॥
পুনরপি একবার আসিবে নীলাচলে।
এত কহি' কণ্ঠমালা দিল তা'র গলে ॥১০॥
আলিঙ্গন করি' প্রভু তারে বিদায় দিলা।
প্রেমে গদ্গদ ভট্ট কাঁদিতে লাগিলা ॥১১॥
স্বরূপাদি প্রভু ঠাঁই অনুজ্ঞা মাগিয়া।
বারাণসী আইলা ভট্ট প্রভু-আজ্ঞা পাইয়া ॥১২॥
চারি বৎসর ঘরে পিতামাতার সেবা কৈলা।
বৈষ্ণব-পণ্ডিত ঠাঁই ভাগবত পড়িলা ॥১৩॥
পিতামাতা কাশী পাইলে উদাসীন হৈয়া।
পুনঃ প্রভু ঠাঁই গেল ভাবেতে গলিয়া ॥১৪॥

পূর্ব্ববৎ অষ্টমাস প্রভুপাশ ছিলা ।
অষ্টমাস রহি' প্রভু পুনঃ আজ্ঞা দিলা ॥১৫॥
আমার আজ্ঞায় রঘুনাথ যাহ বৃন্দাবনে ।
তথা গিয়া রহ রূপ-সনাতন-সনে ॥১৬॥
ভাগবত পড় সদা লহ কৃষ্ণনাম ।
অচিরে করিবেন কৃপা কৃষ্ণ ভগবান ॥১৭॥
এত' বলি' প্রভু তারে আলিঙ্গন কৈলা ।
প্রভুর কৃপাতে কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈলা ॥১৮॥
চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা ।
ছুটা পান বিড়া মহোৎসবে পায়া ছিলা ॥১৯॥
সেই মালা ছুটাপান প্রভু তাঁরে দিলা ।
ইষ্টদেব করি মালা ধরিয়া রাখিলা ॥২০॥
প্রভু ঠাঁই আজ্ঞা পায়া আইলা বৃন্দাবনে ।
আশ্রয় করিলা আসি' রূপ-সনাতনে ॥২১॥
রূপগোঁসাইর সভায় করে ভাবগত-পঠন ।
ভাগবত পড়িতেও লয় তার মন ॥২২॥
অশ্রু কম্প গদ্গদ প্রভুর কৃপাতে ।
নেত্রে অশ্রু, রুদ্ধ-কন্ঠ না পারে পড়িতে ॥২৩॥
পিকস্বর কন্ঠ তাতে রাগের বিভাগ ।
এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় চারি রাগ ॥২৪॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য গুণ যবে পড়ে মনে ।
প্রেমেতে বিহ্বল হৈয়া কিছুই না জানে ॥২৫॥

গোবিন্দের চরণে কৈল আত্মসমর্পণ ।
গোবিন্দ-চরণারবিন্দ যার প্রাণধন ॥২৬॥

———

## শ্রীশ্রীনরোত্তম-প্রভোরষ্টকম্

(শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বিরচিত)

শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষিবক্ত্র-
চন্দ্রপ্রভা-ধ্বস্ত-তমোভরায় ।
গৌরাঙ্গ-দেবনুচরায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥১॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দজ-মন্দহাস্য-
দন্তদ্যুতি-দ্যোতিত-দিঙ্মুখায় ।
স্বেদাশ্রুধারা-স্নপিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥২॥

মৃদঙ্গ-নাম-শ্রুতিমাত্র-চঞ্চৎ-
পদাম্বুজ-দ্বন্দ্ব-মনোহরায় ।
সদ্যঃ সমুদ্যৎ-পুলকায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৩॥

গন্ধর্ব্ব-গর্ব্ব-ক্ষপণ-স্বলাস্য-
বিস্মাপিতশেষ-কৃতি-ব্রজায় ।

স্বস্বৃষ্ট-গান-প্রথিতায় তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৪॥

আনন্দ-মূর্চ্ছাবনিপাত-ভাত-
ধূলী-ভরালঙ্কৃত-বিগ্রহায়।
যদ্দর্শনং ভাগ্য-ভরেণ তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৫॥

স্থলে স্থলে যস্য কৃপা-প্রপাভিঃ
কৃষ্ণান্যতৃষ্ণা জন-সংহতীনাং।
নির্ম্মূলিতা এব ভবন্তি তস্মৈ
নমো নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৬॥

যদ্ভক্তি-নিষ্ঠোপল-রেখিকেব
স্পর্শঃ পুনঃ স্পর্শমণীব যস্য।
প্রামাণ্যমেবং শ্রুতিবদ্ যদীয়ং
তস্মৈ নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৭॥

মূর্ত্তৈব ভক্তিঃ কিময়ং কিমেষ
বৈরাগ্যসারস্তনুমান্ নৃলোকে।
সংভাব্যতে যঃ কৃতিভিঃ সদৈব
তস্মৈ নমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥৮॥

শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বিলাস-সিন্ধৌ
নিমজ্জতঃ শ্রীল-নরোত্তমস্য।

পঠেদ্ য এবাষ্টকমেতদুচ্চৈ-
রসৌ তদীয়াং পদবীং প্রযাতি ॥৯॥

কারুণ্যদৃষ্টি-শমিতাশ্রিত-মন্তুকোটি
রম্যাধরোষ্ঠদতি-সুন্দর-দন্তকান্তি ।
শ্রীমন্নরোত্তম-মুখাম্বুজ-মন্দহাস্যং
লাস্যং তনোতু হৃদি মে বিতরৎ স্বদাস্যম্ ॥১০॥

রাজন্মৃদঙ্গ-করতাল-কলাভিরামং
গৌরাঙ্গ-গানমধু-পানভরাভিরামং ।
শ্রীমন্নরোত্তম-পদম্বুজ-মঞ্জু-নৃত্যং
ভৃত্যং কৃতার্থয়তু মাং ফলিতেষ্টকৃত্যম্ ॥১১॥

---

## শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব বাসরে

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

অরুণ বসনে, সোনার সূরজ,
উদিছে কেন রে আজ ।
বসন্ত সুষমা, উজারি আপনা,
ঢালে কেন জগ-মাঝ ॥১॥
তরু গুল্মলতা, অপূর্ব্ব বারতা,
বহে কেন ফলে-ফুলে ।
ভৃঙ্গ ও বিহঙ্গে, কেন হেন রঙ্গে,
সঙ্গীত তরঙ্গ তুলে ॥২॥

পতিত দুর্জ্জন,　　　　কেন রে গর্জ্জন,
　　উল্লাসে ফাটিয়া পড়ে।
বিদ্যা-কুল-ধন,　　　　অভিমানী জন,
　　কেন ম্লান দুঃখ ভরে ॥৩॥
আকাশ-বাতাস,　　　　ঘুচাইয়া ত্রাস,
　　আশ্বাসে ভাসায়ে দেয়।
সাধুজন মন,　　　　সুখ বিতরণ,
　　আবেশে উন্মাদ হয় ॥৪॥
চৌদিকেতে ধ্বনি,　　　　কি অপূর্ব্ব শুনি,
　　বহুজন উচ্চরোল।
হরে কৃষ্ণ রাম,　　　　নাম দিব্যধাম,
　　হরি হরি হরি বোল ॥৫॥
ফাল্গুনী পূর্ণিমা,　　　　হিন্দোল রঙ্গিমা,
　　সুজন ভজন রাগে।
সংকীর্ত্তন সনে,　　　　মরম গহনে,
　　না জানি কি ভাব জাগে ॥৬॥
সন্ধ্যা সমাগম,　　　　তপন মগন,
　　কেন হেম-ঘন কোলে।
অপরূপ কত,　　　　পূরব পর্ব্বত,
　　সুবর্ণ-চন্দ্রমা ভালে ॥৭॥
সুবর্ণ-চন্দ্রমা,　　　　পশিছে নীলিমা,
　　সে নীল বিলীন হেমে।

ইথে কিবা ভায়, সাধুজন গায়,
কলঙ্ক না রহে প্রেমে ॥৮॥
মহাজনে বলে, গ্রহণের ছলে,
সঙ্গে নাম সংকীর্ত্তন।
গৌরচন্দ্রোদয়, পাপ রাহু-ক্ষয়,
চন্দ্রশোভা-প্রেমধন ॥৯॥
মর্ম্মজ্ঞ সকলে, কহে কুতূহলে,
নীলিমা বিলীন চাঁদে।
ছন্ন অবতার, লুকান কাহার,
রাধা-রুচি-রূপ-ছাঁদে ! ॥১০॥
ইথে হেন স্তুতি, রাধাভাবদ্যুতি,
সুবলিত শ্যাম রাও।
উদিল গৌরাঙ্গ, নাম-প্রেম সঙ্গ,
জয় জয় গোরা গাও ॥১১॥

— — —

## শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব

(শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত। চৈঃ চঃ ১/১৩/৮৯–১২৪)

চৌদ্দশত সাত শকে মাস যে ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হৈলে শুভক্ষণ ॥৮৯॥
সিংহ-রাশি, সিংহ-লগ্ন, উচ্চ গ্রহগণ।
ষড়্‌বর্গ,অষ্টবর্গ, সর্ব্ব সুলক্ষণ ॥৯০॥

অ-কলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
স-কলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন ॥৯১॥
এত জানি' চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' 'হরি' নামে ভাসে ত্রিভুবন ॥৯২॥
জয় জয় ধ্বনি হৈল সকল ভুবন।
চমৎকার হৈয়া লোক ভাবে মনে মন ॥৯৩॥
জগৎ ভরিয়া লোক বলে—'হরি' 'হরি'।
সেইক্ষণে গৌরকৃষ্ণ ভূমে অবতরি ॥৯৪॥
প্রসন্ন হইল সব জগতের মন।
'হরি' বলি' হিন্দুকে হাস্য করয়ে যবন ॥৯৫॥
'হরি' বলি' নারীগণ দেই হুলাহুলি।
স্বর্গে বাদ্য-নৃত্য করে দেব কুতূহলী ॥৯৬॥
প্রসন্ন হৈল দশ দিক্, প্রসন্ন নদীজল।
স্থাবর-জঙ্গম হৈল আনন্দে বিহ্বল ॥৯৭॥

নদীয়া-উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি,
কৃপা করি' হইল উদয়।
পাপ-তমো হৈল নাশ, ত্রিজগতের উল্লাস,
জগভরি' হরিধ্বনি হয় ॥৯৮॥
সেইকালে নিজালয়, উঠিয়া অদ্বৈত রায়,
নৃত্য করে আনন্দিত মনে।
হরিদাসে লঞা সঙ্গে, হুঙ্কার-কীর্ত্তন-রঙ্গে,
কেনে নাচে, কেহ নাহি জানে ॥৯৯॥

দেখি’ উপরাগ হাসি’, শীঘ্র গঙ্গাঘাটে আসি’,
আনন্দে করিল গঙ্গাস্নান।
পাঞা উপরাগ-ছলে, আপনার মনোবলে,
ব্রাহ্মণেরে দিল নানা দান ॥১০০॥
জগৎ আনন্দময়, দেখি’ মনে সবিস্ময়,
ঠারে-ঠোরে কহে হরিদাস।
“তোমার ঐছন রঙ্গ, মোর মন পরসন্ন,
দেখি—কিছু কার্য্যে আছে ভাস” ॥১০১॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, হৈল মনে সুখোল্লাস,
যাই’ স্নান কৈল গঙ্গাজলে।
আনন্দে বিহ্বল মন, করে হরিসঙ্কীর্ত্তন,
নানা দান কৈল মনোবলে ॥১০২॥
এই মত ভক্তযতি, যাঁর যেই দেশে স্থিতি,
তাহাঁ তাহাঁ পাঞা মনোবলে।
নাচে, করে সঙ্কীর্ত্তন, আনন্দে বিহ্বল মন,
দান করে গ্রহণের ছলে ॥১০৩॥
ব্রাহ্মণ-সজ্জন-নারী, নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি’,
আইলা সবে যৌতুক লইয়া।
যেন কাঁচা-সোণা-দ্যুতি, দেখি’ বালকের মূর্ত্তি,
আশীর্ব্বাদ করে সুখ পাঞা ॥১০৪॥
সাবিত্রী, গৌরী, সরস্বতী, শচী, রম্ভা, অরুন্ধতী,
আর যত দেব-নারীগণ।

নানা-দ্রব্যে পাত্র ভরি', ব্রাহ্মণীর বেশ ধরি',
আসি' সবে করেন দরশন ॥১০৫॥
অন্তরীক্ষে দেবগণ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, চারণ,
স্তুতি-নৃত্য করে বাদ্য-গীত ।
নর্ত্তক, বাদক, ভাট, নবদ্বীপে যার নাট,
সবে আসি' নাচে পাঞা প্রীত ॥১০৬॥
কেবা আসে কেবা যায়, কেবা নাচে কেবা গায়,
সম্ভালিতে নারে কার বোল ।
খণ্ডিলেক দুঃখ-শোক, প্রমোদপূরিত লোক,
মিশ্র হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥১০৭॥
আচার্য্যরত্ন, শ্রীনিবাস, জগন্নাথমিশ্র-পাশ,
আসি' তাঁরে করে সাবধান ।
করাইল জাতকর্ম্ম, যে আছিল বিধি-ধর্ম্ম,
তবে মিশ্র করে নানা দান ॥১০৮॥
যৌতুক পাইল যত, ঘরে বা আছিল কত,
সব ধন বিপ্রে দিল দান ।
যত নর্ত্তক, গায়ন, ভাট, অকিঞ্চন জন,
ধন দিয়া কৈল সবার মান ॥১০৯॥
শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী, নাম তাঁর 'মালিনী',
আচার্য্যরত্নের পত্নী-সঙ্গে ।
সিন্দূর, হরিদ্রা, তৈল, খই, কলা, নানা ফল,
দিয়া পূজে নারীগণ রঙ্গে ॥১১০॥

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতা ঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক-শিরোমণি ॥১১১॥
সুবর্ণের কড়ি-বউলি, রজতমুদ্রা-পাশুলি,
সুবর্ণের অঙ্গদ, কঙ্কণ।
দু-বাহুতে দিব্য শঙ্খ, রজতের মলবঙ্ক,
স্বর্ণমুদ্রার নানা হারগণ ॥১১২॥
ব্যাঘ্রনখ হেমজড়ি, কটি-পট্টসূত্র-ডোরী,
হস্ত-পদের যত আভরণ।
চিত্রবর্ণ পট্টসাড়ী, বুনি ফোতো পট্টপাড়ী,
স্বর্ণ-রৌপ্য-মুদ্রা বহুধন ॥১১৩॥
দুর্ব্বা, ধান্য, গোরোচন, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, চন্দন,
মঙ্গল-দ্রব্য পাত্র ভরিয়া।
বস্ত্র-গুপ্ত দোলা চড়ি', সঙ্গে লঞা দাসী চেড়ী,
বস্ত্রালঙ্কার পেটারি ভরিয়া ॥১১৪॥
ভক্ষ্য, ভোজ্য, উপহার, সঙ্গে লইল বহু ভার,
শচীগৃহে হৈল উপনীত।
দেখিয়া বালক-ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল-কান,
বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত ॥১১৫॥
সর্ব্ব অঙ্গ—সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ-প্রতিমা-ভান,
সর্ব্ব অঙ্গ—সুলক্ষণময়।

বালকের দিব্য জ্যোতি, দেখি' পাইল বহু প্রীতি,
বাৎসল্যেতে দ্রবিল হৃদয় ॥১১৬॥
দূর্ব্বা, ধান্য, দিল শীর্ষে, কৈল বহু আশীষে,
চিরজীবি হও দুই ভাই।
ডাকিনী-শাঁখিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে,
ডরে নাম থুইল 'নিমাই' ॥১১৭॥
পুত্রমাতা-স্নানদিনে, দিল বস্ত্র বিভূষণে,
পুত্রসহ মিশ্রেরে সম্মানি'।
শচী-মিশ্রের পূজা লঞা, মনেতে হরিষ হঞা,
ঘরে আইলা সীতা ঠাকুরাণী ॥১১৮॥
ঐছে শচী-জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হইল সকল বাঞ্ছিত।
ধন-ধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্য-কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত ॥১১৯॥
মিশ্র—বৈষ্ণব, শান্ত, অলম্পট, শুদ্ধ, দান্ত,
ধনভোগে নাহি অভিমান।
পুত্রের প্রভাবে যত, ধন আসি' মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেন দান ॥১২০॥
লগ্ন গণি' হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্তে কিছু কহিল মিশ্রেরে।
মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন,
দেখি,—এই তারিবে সংসারে ॥১২১॥

ঐছে প্রভু শচী-ঘরে,　　কৃপায় কৈল অবতারে,
যেই ইহা করয়ে শ্রবণ ।
গৌরপ্রভু দয়াময়,　　তাঁরে হয়েন সদয়,
সেই পায় তাঁহার চরণ ॥১২২॥
পাইয়া মানুষ-জন্ম,　　যে না শুনে গৌরগুণ,
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল ।
পাইয়া অমৃতধুনী,　　পিয়ে বিষগর্ত্ত-পানি,
জন্মিয়া সে কেনে নাহি মৈল ॥১২৩॥
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ,　　আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ-রূপ-রঘুনাথদাস ।
ইঁহা-সবার শ্রীচবণ,　　শিরে বন্দি নিজধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥১২৪॥

## শ্রীগৌরহরি কুসুম-স্তবকাষ্টকম্

শ্রীধরোঽধমকিঙ্করঃ

গুরুরূপ-বিরাজিত-নন্দসুতং
সুতনূন্নত-কাঞ্চন-ভূমিধরম্ ।
ধরণী-জন-তারণ-তুঙ্গ-তরিং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥১॥

বৃষভানুসুতা-দ্যুতি-ভাববৃতং
বৃতচিত্ত-নিজাদ্ভুতরূপ-মধুম্ ।
মধুবিভ্রম-নামদ-শশ্বদরিং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥২॥

উদিতাখিল-গৌরব-গৌড়-পুরং
পুরটোজ্জ্বল-মঙ্গল-মূর্ত্ত-রসম্ ।
রসনোৎসব-কীর্ত্তন-কৃষ্ণ-হরিং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥৩॥

নিজ-পার্ষদ-দর্শন-দত্ত-শুভং
শুভনামসুধা-কৃতমত্ত-জনম্ ।
জনতাঘ-হর-স্থিত-চিত্তদরিং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥৪॥

দদতং সততং নিজনাম-ধনং
ধন-মান ন বৈ বনিতাং কবিতাম্ ।
বিতরন্ ব্রজ-ভক্তিমদত্তচরীং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥৫॥

পতিতাধম-দীন-দয়াদ্র-হৃদং
হৃদয়াশ্রিত-যাচক-বেশ-কৃতম্ ।
কৃত-বেষ-যতি-শ্রিত-নীলগিরিং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥৬॥

শ্রুতি - কীর্ত্তিত - পূরুষ - রুক্ষ্ম - রুচিং
রুচি - রাগ - নিষেবণ - দানপরম্ ।
পরমার্থ - পুরাণ - বিগীত - হরিং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥৭॥

বহু - নর্ত্তন - কীর্ত্তন - মত্ত - করং
করতাল - মৃদঙ্গ - বিভঙ্গ - পরম্ !
পরমাদর - পামর - শান্তিপুরীং
ভজ গৌরহরিং ভজ গৌরহরিম্ ॥৮॥

---

## শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকম্

(শ্রীশ্রীমদ্রূপগোস্বামি বিরচিতম্)

সদোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃত - মনুজ - কায়ৈঃ প্রণয়িতাং
বহদ্ভির্গীর্ব্বাণৈর্গিরিশ - পরমেষ্ঠি - প্রভৃতিভিঃ ।
স্বভক্তেভ্যঃ শুদ্ধাং নিজ - ভজন - মুদ্রামুপদিশন্
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥১॥

সুরেশানাং দুর্গং গতিরতিশয়েনোপনিষদাং
মুনীনাং সর্ব্বস্বং প্রণত - পটলীনাং মধুরিমা ।
বিনির্যাসঃ প্রেম্নো নিখিল - পশুপালাম্বুজ - দৃশাং
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥২॥

স্বরূপং বিভ্রাণো জগদতুলমদ্বৈত-দয়িতঃ
প্রপন্ন-শ্রীবাসো জনিত-পরমানন্দ-গরিমা ।
হরির্দীনোদ্ধারী গজপতি-কৃপোৎসেক-তরলঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৩॥

রসোদ্দামা কামার্ব্বুদ-মধুর-ধামোজ্জ্বল-তনু-
র্যতীনামুত্তংসস্তরণি-কর-বিদ্যোতি-বসনঃ ।
হিরণ্যানাং লক্ষ্মীভরমভিভবন্নাঙ্গিক-রুচা
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৪॥

হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিত-রসনো নাম-গণনা-
কৃত-গ্রন্থিশ্রেণী সুভগ-কটিসূত্রোজ্জ্বল-করঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গল-যুগল-খেলাঞ্চিত-ভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৫॥

পয়োরাশেস্তীরে স্ফুরদুপবনালী-কলনয়া
মুহুর্বৃন্দারণ্য-স্মরণ-জনিত-প্রেম-বিবশঃ ।
ক্বচিৎ কৃষ্ণাবৃত্তি-প্রচল-রসনো ভক্তি-রসিকঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৬॥

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচল-পতে-
রদভ্র-প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত-নটনোল্লাস-বিবশঃ ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণব-জনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৭॥

ভুবং সিঞ্চন্নশ্রু-শ্রুতিভিরভিতঃ সান্দ্র-পুলকৈঃ
পরীতাঙ্গো নীপ-স্তবক-নব-কিঞ্জল্ক-জয়িভিঃ।
ঘন-স্বেদ-স্তোম-স্তিমিত-তনুরুৎকীর্ত্তন-সুখী
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥৮॥

অধীতে গৌরাঙ্গ-স্মরণ-পদবী-মঙ্গলতরং
কৃতী যো বিশ্রম্ভ-স্ফুরদমলধীরষ্টকমিদম্।
পরানন্দে সদ্যস্তদমল-পদাম্ভোজ-যুগলে
পরিস্ফারা তস্য স্ফুরতু নিতরাং প্রেম-লহরী ॥৯॥

## শ্রীশ্রীচৈতন্যাষ্টকের অনুবাদ

শিব, বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ পার্ষদরূপে মানব-দেহ ধারণ করিয়া প্রীতি-পূর্ব্বক সতত যাঁহার উপাসনা করিতেন এবং যিনি স্বরূপ-দামোদরাদি প্রিয় ভক্তগণকে স্বীয় বিশুদ্ধ-ভজন-প্রণালী উপদেশ প্রদান করিতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ? ॥১॥

যিনি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের অভয়-দাতা, যিনি নিখিল উপনিষদ্‌সমূহের লক্ষ্যস্থান অর্থাৎ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র যাঁহাকে উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যিনি মুনিগণের ঐহিক-পারত্রিকের সর্ব্বস্ব-ধন, যিনি ভক্তবৃন্দের পক্ষে সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-স্বরূপ এবং যিনি গোপসুন্দরীগণের প্রেমের সার, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনরায় আমি দেখিতে পাইব ? ॥২॥

যিনি ইহ জগতে অনুপম ভক্ত শ্রীস্বরূপ-দামোদর নামে প্রিয় পার্ষদকে কৃপামৃতধারায় প্লাবিত ও পুষ্ট করিয়াছেন,

যিনি শ্রীঅদ্বৈতের অতি প্রিয়, যিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের আশ্রয়স্বরূপ, যিনি পরমানন্দ নামক সন্ন্যাসীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, যিনি জগতে মায়ার প্রভাব ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিতাপ-দগ্ধ দীনহীনগণকে উদ্ধার করিয়াছেন এবং যিনি উৎকলাধিপতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের প্রতি করুণামৃত-বর্ষণে সমুৎসুক, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনর্ব্বার আমার দৃষ্টি-গোচর হইবেন ? ॥৩॥

যিনি পরম মধুর ভক্তিরসাস্বাদনে উন্মত্ত, যাঁহার অবয়ব কোটি কোটি কন্দর্পের ন্যায় মনোহর ও সমুজ্জ্বল, যিনি সন্ন্যাসিগণের শিরোমণি, যাঁহার বসন প্রভাত-কালীন সূর্য্য-কিরণের ন্যায় অরুণ-বর্ণ এবং যাঁহার অঙ্গ-কান্তি সুবর্ণ-রাশির অত্যুজ্জ্বল মনোহর কান্তিকেও পরাভব করিয়াছেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথে পতিত হইবেন ? ॥৪॥

যাঁহার রসনায় "হরেকৃষ্ণ" নাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তিত হইতেছে ও সেই নামের সংখ্যা রাখিবার নিমিত্ত গ্রন্থীকৃত কটিসূত্রে যাঁহার বামহস্ত সুশোভিত, যাঁহার বিশাল নয়নযুগল আকর্ণ-বিস্তৃত এবং যাঁহার বাহু যুগল আজানুলম্বিত, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব ? ॥৫॥

সমুদ্র-তীরে উপবন দর্শন করিয়া মুহুর্মুহুঃ শ্রীবৃন্দাবন স্মরণ হওয়ায় যিনি প্রেমভরে একবারে অধীর হইয়া পড়িতেন এবং কোথাও কোথাও বা কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে যাঁহার রসনা চঞ্চল হইত, সেই ভক্তিরস রসিক শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথে উদিত হইবেন ? ॥৬॥

রথাধিষ্ঠিত শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে পথিমধ্যে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, যিনি মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে করিতে বিহ্বল হইয়া পড়িতেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেবকে কি পুনর্ব্বার আমি দেখিতে পাইব ? ॥৭॥

সঙ্কীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলে যাঁহার অশ্রুধারায় ধরাতল প্লাবিত হইয়া যাইতে, যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কদম্ব কেশর বিজয়ী পুলক মালায় রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত এবং যাঁহার সমস্ত শরীর প্রচুর ঘর্ম্মজলে অভিষিক্ত হইত, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়ন গোচর হইবেন ? ॥৮॥

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে শ্রদ্ধা সহকারে শ্রীচৈতন্যদেবের স্মরণাত্মক এই মঙ্গলময় অষ্টক পাঠ করেন, শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরমানন্দময় সুবিমল শ্রীপাদপদ্মে ঐ ব্যক্তির সুবিশাল প্রেমলহরী উচ্ছলিত হউক।

---

# শ্রীশ্রীশচীসূন্বষ্টকং

শ্রীশ্রীশচীসূনবে নমঃ

হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর-গতমাত্মানমতুলং
স্বমাধুর্য্যং রাধা-প্রিয়তর-সখীবাপ্তুমভিতঃ।
অহো গৌড়ে জাতঃ প্রভুরপর-গৌরৈকতনু-ভাক্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥১॥

পুরীদেবস্যান্তঃ-প্রণয়-মধুনা স্নান-মধুরো
মহুর্গোবিন্দোত্থদ্‌বিশদ-পরিচর্য্যার্চ্চিত-পদঃ ।
স্বরূপস্য প্রাণার্ব্বুদ-কমল-নীরাজিত-মুখঃ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥২॥

দধানঃ কৌপীনং তদুপরি বহির্বস্ত্রমরুণং
প্রকাণ্ডো হেমাদ্রি দ্যুতিভিরভিতঃ সেবিত তনুঃ ।
মুদা গায়ন্নুচ্চৈর্নিজ-মধুর-নামাবলিমসৌ
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৩॥

অনাবেদ্যাং পূর্ব্বৈরপি মুনিগণৈর্ভক্তি-নিপুনৈঃ
শ্রুতের্গূঢ়াং প্রেমোজ্জ্বল-রসফলাং ভক্তি-লতিকাং !
কৃপালুস্তাং গৌড়ে প্রভুরতিকৃপাভিঃ প্রকটয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৪॥

নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণন-বিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ ।
ইতিপ্রায়াং শিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৫॥

পুরঃ পশ্যন্ নীলাচল-পতিমুরুপ্রেম-নিবহৈঃ
ক্ষরন্নেত্রাম্ভোভিঃ স্নপিত-নিজ-দীর্ঘোজ্জ্বল-তনুঃ ।
সদা তিষ্ঠন্ দেশে প্রণয়ি-গরুড়স্তম্ভ-চরমে
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৬॥

মুদা দন্তৈর্দষ্ট্বা দ্যুতি-বিজিত-বন্ধুকমধরং
করং কৃত্বা বামং কটি-নিহিতমন্যং পরিলসন্।
সমুত্থাপ্য প্রেম্নাগণিত-পুলকো নৃত্য-কুতুকী
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৭॥

সরিত্তীরারামে বিরহ-বিধুরো গোকুলবিধো-
র্নদীমন্যাং কুর্ব্বন্নয়ন-জলধারা-বিততিভিঃ।
মুহুর্মূর্চ্ছাং গচ্ছন্ মৃতকমিব বিশ্বং বিরচয়ন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়ন-শরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥৮॥

শচীসূনোরস্যাষ্টকমিদমভীষ্টং বিরচয়ৎ
সদা দৈন্যোদ্রেকাদতি-বিশদ-বুদ্ধিঃ পঠতি যঃ।
প্রকামং চৈতন্যঃ প্রভুরতি-কৃপাবেশ-বিবশঃ
পৃথু-প্রেমাম্ভোধৌ প্রথিত-রসদে মজ্জয়তি তং ॥৯॥

---

## শ্রীমন্মহাপ্রভোরষ্টকালীয়-লীলাস্মরণ-মঙ্গল-স্তোত্রম্

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বিরচিত)

শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোশ্চরণয়োর্যা কেশ-শেষাদিভিঃ
সেবাগম্যতয়া স্বভক্তবিহিতা সান্যৈর্যয়া লভ্যতে।
তাং তন্মানসিকীং স্মৃতিং প্রথয়িতুং ভাব্যা সদা সত্তমৈ-
র্নৌমি প্রাত্যহিকং তদীয়চরিতং শ্রীমন্নবদ্বীপজম্ ॥১॥

রাত্র্যন্তে শয়নোত্থিতঃ সুরসরিৎস্নাতো বভৌ যঃ প্রগে
পূর্ব্বাহ্ণে স্বগণৈর্লসত্যুপবনে তৈর্ভাতি মধ্যাহ্নকে।
যঃ পুর্য্যামপরাহ্নকে নিজগৃহে সায়ং গৃহেঽথাঙ্গনে
শ্রীবাসস্য নিশামুখে নিশি বসন্ গৌরং স নো রক্ষতু ॥২॥

রাত্র্যন্তে পিককুক্কুটাদিনিনদং শ্রুত্বা স্বতল্পোত্থিতঃ
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়য়া সমং রসকথাং সম্ভাষ্য সন্তোষ্য তাং।
গত্বান্যত্র ধরাসনোপরি বসন্ সদ্ভিঃ সুধৌতাননো
যো মাত্রাদিভিরীক্ষিতোঽতিমুদিতস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥৩॥

প্রাতঃ স্বঃ সরিতি স্বপার্ষদবৃতঃ স্নাত্বা প্রসূনাদিভি-
স্তাং সম্পূজ্য গৃহীতচারুবসনঃ স্রক্চন্দনালঙ্কৃতঃ।
কৃত্বা বিষ্ণুসমর্চ্চনাদি সগণো ভুক্ত্বান্নমাচম্য চ
দ্বিত্রং চান্যগৃহে সুখং স্বপিতি য স্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥৪॥

পূর্ব্বাহ্ণে শয়নোত্থিতঃ সুপয়সা প্রক্ষাল্যবক্ত্রাম্বুজং
ভক্তৈঃ শ্রীহরিনামকীর্ত্তনপরৈঃ সাঙ্গং স্বয়ং কীর্ত্তয়ন্।
ভক্তানাং ভবনেঽপি চ স্বভবনে ক্রীড়ন্নৃণাং বর্দ্ধয়-
ত্যানন্দং পুরবাসিনাং য উরুধা তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥৫॥

মধ্যাহ্নে সহ তৈঃ স্বপার্ষদগণৈঃ সঙ্কীর্ত্তনাদীদৃশং
সাদ্বৈতেন্দুগদাধরঃ কিল সহশ্রীলাবধূতপ্রভুঃ।
আরামে মৃদুমারুতৈঃ শিশিরিতৈর্ভৃঙ্গদ্বিজৈর্নাদিতে
স্বং বৃন্দাবিপিনং স্মরন্ ভ্রমতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥৬॥

যঃ শ্রীমানপরাহ্নকে সহগণৈস্তৈস্তাদৃশৈঃ প্রেমবাং-
স্তাদৃক্ষু স্বয়মপ্যলং ত্রিজগতাং শর্ম্মাণি বিস্তারয়ন্।
আরামাত্তত এতি পৌরজনতাচক্ষুশ্চকোরোড়ুপো
মাত্রা দূরমুদেক্ষিতো নিজগৃহং তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥৭॥

যস্ত্রিস্রোতসি সায়মাপ্তনিবহৈঃ স্নাত্বা প্রদীপালিভিঃ
পুষ্পাদ্যৈশ্চ সমর্চ্চিতঃ কলিত-সৎপটাম্বরঃ স্রগ্ধরঃ।
বিষ্ণোস্তৎসময়ার্চ্চনঞ্চ কৃতবান্ দীপালিভিস্তৈঃ সমং
ভুক্তান্নানি সুবীটিকামপি তথা তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥৮॥

যঃ শ্রীবাসগৃহে প্রদোষসময়ে হ্যদ্বৈতচন্দ্রাদিভিঃ
সর্ব্বৈর্ভক্তগণৈঃ সমং হরিকথাং পীযূষমাস্বাদয়ন্।
প্রেমানন্দসমাকুলশ্চ চলধীঃ সঙ্কীর্ত্তনে লম্পটঃ
কর্ত্তুং কীর্ত্তনমূর্দ্ধমুত্থমপরস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥৯॥

শ্রীবাসাদিভিরাবৃতো নিজগণৈঃ সার্দ্ধং প্রভুভ্যাং নট-
ন্নুচ্চৈস্তাল-মৃদঙ্গবাদনপরৈর্গায়দ্ভিরুল্লাসয়ন্।
শ্রীমান্ শ্রীলগদাধরেণ সহিতো নক্তং বিভাত্যদ্ভুতং
স্বং গৌরঃ শয়নালয়ে স্বপিতি যস্তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥১০॥

শ্রীগৌরাঙ্গবিধোঃ স্বধামনি নবদ্বীপেঽষ্টকালোদ্ভবাং
ভাব্যাং ভব্যজনেন গোকুলবিধোর্লীলাস্মৃতেরাদিতঃ।
লীলাং দ্যোতয়দেতদত্র দশকং প্রীতান্বিতো যঃ পঠেৎ
তং প্রীণাতি সদৈব যঃ করুণয়া তং গৌরমধ্যেম্যহম্ ॥১১॥

— — —

# শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শতনাম

(প্রথম গীত)

নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে' নেচে' গায় রে ॥ধ্রু॥

(১)

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
মায়াপুর-শশী নদ্বীপ-সুধাকর ॥১॥
শচীসুত গৌরহরি নিমাইসুন্দর।
রাধাভাবকান্তি-আচ্ছাদিত নটবর ॥২॥
নামানন্দ চপল বালক মাতৃভক্ত।
ব্রহ্মাণ্ডবদন তর্কী কৌতুকানুরক্ত ॥৩॥

(২)

বিদ্যার্থি-উড়ুপ চৌরদ্বয়ের মোহন।
তৈর্থিক-সর্ব্বস্ব গ্রাম্যবালিকা ক্রীড়ন ॥১॥
লক্ষ্মী-প্রতি বরদাতা উদ্ধত বালক।
শ্রীশচীর পতি-পুত্র শোক নিবারক ॥২॥
লক্ষ্মীপতি পূর্ব্বদেশ-সর্ব্বক্লেশহর।
দিগ্বিজয়ি-দর্পহারী বিষ্ণুপ্রিয়েশ্বর ॥৩॥

(৩)

আর্য্যধর্ম্মপাল পিতৃগয়া পিণ্ডদাতা।
পুরীশিষ্য মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়-পাতা ॥১॥

কৃষ্ণনামোন্মত্ত কৃষ্ণতত্ত্ব অধ্যাপক ।
নামসংকীর্ত্তন-যুগধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক ॥২॥
অদ্বৈত বান্ধব শ্রীনিবাস-গৃহধন ।
নিত্যানন্দ-প্রাণ গদাধরের জীবন ॥৩॥

(৪)

অন্তর্দ্বীপ-শশধর সীমন্ত-বিজয় ।
গোদ্রুম বিহারী মধ্যদ্বীপ লীলাশ্রয় ॥১॥
কোলদ্বীপ পতি ঋতুদ্বীপ মহেশ্বর ।
জহ্নু মোদদ্রুম রুদ্রদ্বীপের ঈশ্বর ॥২॥
নবখণ্ড-রঙ্গনাথ জাহ্নবী জীবন ।
জগাই-মাধাই-আদি দুর্ব্বৃত্ত-তারণ ॥৩॥

(৫)

নগরকীর্ত্তনসিংহ কাজী উদ্ধারণ ।
শুদ্ধনাম-প্রচারক ভক্তার্ত্তিহরণ ॥১॥
নারায়ণী-কৃপাসিন্ধু জীবের নিয়ন্তা ।
অধম-পড়ুয়া-দণ্ডী ভক্তদোষ-হন্তা ॥২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ভারতী-তারণ ।
পরিব্রাজশিরোমণি উৎকল-পাবন ॥৩॥

(৬)

অম্বুলিঙ্গ ভুবনেশ কপোতেশ পতি ।
ক্ষীরচোর গোপাল দর্শনসুখী যতি ॥১॥

নির্দ্দণ্ডি-সন্ন্যাসী সার্ব্বভৌম-কৃপাময়।
স্বানন্দ-আস্বাদানন্দী সর্ব্বসুখাশ্রয় ॥২॥
পুরটসুন্দর বাসুদেব-ত্রাণকর্ত্তা।
রামানন্দ-সখা ভট্টকুল ক্লেশহর্ত্তা ॥৩॥

(৭)

বৌদ্ধ-জৈন-মায়াবাদি-কুতর্ক-খণ্ডন।
দক্ষিণ-পাবন ভক্তিগ্রন্থ-উদ্ধারণ ॥১॥
আলাল-দর্শনানন্দী রথাগ্র-নর্ত্তক।
গজপতিত্রাণ দেবানন্দ-উদ্ধারক ॥২॥
কুলিয়াপ্রকাশে দুষ্ট পড়ুয়ার ত্রাণ।
রূপ-সনাতন-বন্ধু সর্ব্বজীবপ্রাণ ॥৩॥

(৮)

বৃন্দাবনানন্দমূর্ত্তি বলভদ্র-সঙ্গী।
যবন-উদ্ধারী ভট্ট-বল্লভের রঙ্গী ॥১॥
কাশীবাসি-সন্ন্যাসি-উদ্ধারী প্রেমদাতা।
মর্কটবৈরাগি-দণ্ডী আচণ্ডাল-ত্রাতা ॥২॥
ভক্তের গৌরবকারী ভক্তপ্রাণধন।
হরিদাস-রঘুনাথ-স্বরূপ-জীবন ॥৩॥
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে' নেচে' গায় রে।
ভকতিবিনোদ তাঁ'র পড়ে রাঙ্গাপায় রে ॥৪॥

(দ্বিতীয় গীত )

জয় গোদ্রুম পতি গোরা ।

নিতাই-জীবন, অদ্বৈতের ধন,

বৃন্দাবন-ভাব-বিভোরা ।

গদাধর-প্রাণ, শ্রীবাস-শরণ,

কৃষ্ণভক্তমানস-চোরা ॥১॥

(তৃতীয় গীত)

কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর ।

গৌড়চিত্তগগন-শশধর ।

কীর্ত্তন-বিধাতা, পরপ্রেমদাতা,

শচীসুত পুরটসুন্দর ॥১॥

(চতুর্থ গীত)

কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত প্রভু নিত্যানন্দ ।

গদাধর শ্রীনিবাস মুরারি মুকুন্দ ।

স্বরূপ-রূপ-সনাতন-পুরী রামানন্দ ॥১॥

---

## শ্রীমন্নবদ্বীপধাম-বন্দনা

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত)

শ্রুতিচ্ছান্দোগ্যাখ্যা বদতি পরমং ব্রহ্মপুরকং

স্মৃতির্বৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যং বিষ্ণুসদনম্ ।

সিতদ্বীপং চান্যে বিরলরসিকো যং ব্রজবনং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১॥

যদেকাংশে ব্রহ্মা নিজকুচরিতাৎ মোহজনিতাৎ
কৃপাসিন্ধুং গৌরং সততমনুতপ্তঃ সমভজৎ।
প্রভুস্তস্মৈ গূঢ়াং নিজহৃদয়বাঞ্ছাং সমবদৎ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥২॥

যদেকাংশে গৌরী গিরিবরসুতা বিশ্বজননী
শচীসূনোর্দৃষ্ট্বা ভজনবিষয়ং রূপমতুলম্।
স্বসীমন্তে প্রাদাৎ প্রভুচরণরেণুং ভগবতী
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥৩॥

যদেকাংশে বজ্রী নিজকুমতিতপ্তঃ স্বসুরভিং
সমাশ্রিত্য প্রেম্ণা দ্রুমতলসমীপে হরিপদম্।
ভজন্ সাক্ষাদ্ গৌরাদ্ বরমতিশুভং প্রাপ বিবুধো
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥৪॥

যদেকাংশে সপ্তর্ষিগণভজনাকৃষ্টহৃদয়ঃ
অহো ! গৌরঃ সার্দ্ধপ্রহরসময়ে প্রাদুরভবৎ।
বরং তেভ্যঃ প্রাদাচ্চরম-সময়ে যদ্বিতকরং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥৫॥

যদেকাংশে কশ্চিদ্দ্বিজকুলপতিঃ পুস্করমতিঃ
স্ব-বার্দ্ধক্যাত্তীর্থভ্রমণ-বিষয়ে শক্তিরহিতঃ।

দদর্শাগ্রে তীর্থং পরমশুভদং পুস্করমপি
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥৬॥

যদেকাংশে কোলাকৃতিধৃগতিচিত্রং মখপতিং
স্বভক্তায় প্রীত্যা রতিমতিবিশুদ্ধাং ত্রিভুবনে।
দদৌ শ্রীগৌরাঙ্গে স্বভজন-বলাকৃষ্ট-হৃদয়ো
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥৭॥

যদেকাংশে কুঞ্জে নিজবলবৃতোঽয়ং ঋতুপতিঃ
নটন্তং চৈতন্যং স্বগণপরিযুক্তং সমভজৎ।
লতা-গুল্মাকীর্ণে ফল-কুসুম-ভার-প্রণমিতে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥৮॥

যদেকাংশে জহ্নুর্ভজনসময়ে শুভ্রসলিলাং
সমায়াতাং দৃষ্ট্বা প্রতিকূল-তরঙ্গাং সমপিবৎ।
অমুঞ্চত্তাং ভক্ত্যা পুনরপি মুনির্জহ্নুতনয়াং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥৯॥

যদেকাংশে রামো দশরথসুতো লক্ষ্মণযুতঃ
পুরা সীতা-সার্দ্ধং কতিপয়দিনং গাঙ্গপুলিনে।
অবাৎসীত্রেতায়াং মুনিনিকরো মোদদ্রুমতলে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১০॥

যদেকাংশে নারায়ণমপি পরং নারদমুনি
র্দদর্শায়ং সাক্ষাৎ সকলভজনীয়ং সুরবরম্।

অপশ্যত্তং পশ্চাৎ পরমপুরুষং গৌরবপুষং
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১১॥

যদেকাংশে পার্থো দ্রুপদ-তনয়া-সেবিতপদঃ
অবাৎসীৎ সভ্রাতঃ কতিপয়দিনং গৌরকৃপয়া ।
মহারণ্যে পুণ্যে মুনিনিকরসেব্যে হরিসখঃ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১২॥

যদেকাংশে রুদ্রঃ স্বগণসহিতঃ প্রেমগলিতঃ
নটন্ মন্দং মন্দং কর-ডমরুবাদ্য-প্রমুদিতঃ ।
অহো গায়তুচ্চৈঃ সততমপি বিশ্বম্ভরমসৌ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১৩॥

যথা স্থানে স্থানে জলপরিবৃতাস্তীর্থনিকরাঃ
বিরাজন্তে শশ্বৎ সকলমুনিসেব্যা হ্যঘহরাঃ ।
তথা দেবাঃ সর্ব্বে গিরীশপরমেষ্ঠিপ্রভৃতয়ো
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১৪॥

যথা প্রৌঢ়া মায়া স্বপতি-সহিতা বৈষ্ণবরিপূন্
জড়ানন্দং দত্বা হরিনিয়মকর্ত্রী ছলয়তি ।
মৃষাশাস্ত্রাচারৈর্ম্মদবিচলিতান্মোহয়তি চ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১৫॥

যথা বৈষা কালী দনুজদলনী শম্ভুরমণী
হরের্ভক্তান্ স্নেহাৎ কপটরহিতা পালয়তি চ ।

পরানন্দং গৌরং ভজতি নিয়তং প্রেমগলিতা
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১৬॥

যথা বাণী সাক্ষাৎ প্রভুচরণসেবাশয়রতা
দ্বিজাতিভ্যো বিদ্যাং নিখিলনয়শাস্ত্রাদি-বিষয়াম্ ।
দদাত্যেষা নিত্যং বিবুধতটিনীতীরবিষয়ে
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১৭॥

হরিঃ শ্রীমদ্রাধাদ্যুতিকবলিতঃ পার্ষদবৃতঃ
শচীগর্ভোদ্ভূতঃ কলিকলুষ-নাশোদ্যতমনা ।
যথা নাম্নঃ সংকীর্ত্তনমতিপবিত্রং সমকরোৎ
নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১৮॥

অহো ভক্তাঃ কেচিৎ পরমরমণীয়ে জনপদে
নটন্তং গৌরাঙ্গং নিজজন-বলাকা-পরিবৃতম্ ।
যথা পশ্যন্ত্যদ্ধা হরিভজনসিদ্ধৌ স্বনয়নৈ-
র্নবদ্বীপং বন্দে তমিহ পরমানন্দনিলয়ম্ ॥১৯॥

নবদ্বীপে যো বৈ কৃতনিবসতি র্দ্বৈধরহিতঃ
ইদং স্তোত্রং ভক্ত্যা পঠতি হরিপূজাদিসময়ে ।
চিদানন্দে সাক্ষাৎ প্রণয়সুখভাবং ভগবতি
শচীসূনৌ কৃষ্ণে পরমরসণীয়ং স লভতে ॥২০॥

# শ্রীশ্রীগোদ্রুম-চন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

(শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত)

যদি তে হরি-পাদসরোজ-সুধা-রসপানপরং হৃদয়ং সততম্।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভাবময়ং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১॥

ধন যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্।
ত্যজ গ্রাম্যকথা-সকলং বিফলং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥২॥

রমণীজন-সঙ্গসুখঞ্চ সখে চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্।
হরিনাম-সুধারস-মত্তমতি-র্ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥৩॥

জড়কাব্যরসো ন হি কাব্যরসঃ কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥৪॥

বৃষভানু-সুতান্বিত-বামতনুং যমুনাতট-নাগর-নন্দসুতম্।
মুরলীকল গীতবিনোদপরং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥৫॥

হরিকীর্ত্তন-মধ্যগতং স্বজনৈঃ পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভ-হরিম্।
নিজগৌড়-জনৈক-কৃপাজলধিং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥৬॥

গিরিরাজসুতা-পরিবীতগৃহং নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরং।
সুরসজ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥৭॥

কলিকুক্কুর-মুদ্গর-ভাবধরং হরিনাম-মহৌষধ-দানপরম্।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র সুমূর্ত্তিধরং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥৮॥

রিপু-বান্ধব-ভেদবিহীন-দয়া যদভীক্ষ্ণমুদেতি মুখাব্জ-ততৌ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥৯॥

ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ।
নিজধামণি খেলতি বন্ধুযুতো ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১০॥

অবতারবরং পরিপূর্ণকলং পরতত্ত্বমিহাত্মবিলাসময়ম্ ।
ব্রজধাম-রসাম্বুধি-গুপ্তরসং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১১॥

শ্রুতি-বর্ণ-ধনাদি ন যস্য কৃপা-জননে বলবদ্ভজনেন বিনা ।
তমহৈতুকভাবপথা হি সখে ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১২॥

অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্ ।
অবিচিন্ত্যবলং শিবকল্পতরুং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৩॥

সুরভীন্দ্রতপঃ পরিতুষ্টমনা বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্য্যহরং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৪॥

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়ামশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্ব্বমিদম্ ।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৫॥

হরিসেবকসেবন-ধর্ম্মপরো হরিনাম-রসামৃত-পানরতঃ ।
নতি-দৈন্য দয়াপর-মানযুতো ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৬॥

বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে বদ রাম জনার্দন কেশব হে ।
বৃষভানুসুতা-প্রিয়নাথ সদা ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৭॥

বদযামুনতীর-বনাদ্রিপতে বদ গোকুলকানন-পুঞ্জরবে ।
বদ রাসরসায়ন-গৌরহরে ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৮॥

চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা ।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত-গাঙ্গতটং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥১৯॥

স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং ভব গৌর-গদাধরপক্ষচরঃ ।
শৃণু-গৌর-গদাধর-চারুকথাং ভজ গোদ্রুমকানন-কুঞ্জবিধুম্ ॥২০॥

— — —

# শ্রীশ্রীশিক্ষাষ্টকম্

(১)

**চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং**
**শ্রেয়ঃকৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।**
**আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং**
**সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনম্॥১॥**

পীতবরণ কলিপাবন গোরা।
গাওয়ই ঐছন ভাববিভোরা॥১॥
চিত্তদর্পণ-পরিমার্জ্জনকারী।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় চিত্তবিহারী॥২॥
হেলা-ভবদাব-নির্ব্বাপণ-বৃত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ক্লেশনিবৃত্তি॥৩॥
শ্রেয়ঃ-কুমুদবিধু-জ্যোৎস্না-প্রকাশ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় ভক্তিবিলাস॥৪॥
বিশুদ্ধবিদ্যাবধূ-জীবন রূপ।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় সিদ্ধস্বরূপ॥৫॥
আনন্দ-পয়োনিধি-বর্দ্ধন-কীর্ত্তি।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্লাবন-মূর্ত্তি॥৬॥
পদে পদে পীযূষ-স্বাদ-প্রদাতা।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেমবিধাতা॥৭॥
ভক্তিবিনোদ স্বাত্মস্নপন বিধান।
কৃষ্ণকীর্ত্তন জয় প্রেম নিদান॥৮॥

(২)

**নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি-**
**স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।**
**এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ ! মমাপি**
**দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥২॥**

তুহুঁ দয়া-সাগর তারয়িতে প্রাণী।
নাম অনেক তুয়া শিখাওলি আনি ॥১॥
সকল শকতি দেই নামে তোহারা।
গ্রহণে রাখলি নাহি কাল-বিচারা ॥২॥
শ্রীনামচিন্তামণি তোহারি সমানা।
বিশ্বে বিলাওলি করুণা-নিদানা ॥৩॥
তুয়া দয়া ঐছন পরম উদারা।
অতিশয় মন্দ, নাথ ! ভাগ হামারা ॥৪॥
নাহি জনমল নামে অনুরাগ মোর।
ভকতিবিনোদ-চিত্ত দুঃখে বিভোর ॥৫॥

(৩)

**তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।**
**অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥৩॥**

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস তোহার।
পরম যতনে তঁহি লভ অধিকার ॥১॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানবি সদা ছাড়ি' অহঙ্কার ॥২॥

বৃক্ষসম ক্ষমাগুণ করবি সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি' অন্যে করবি পালন ॥৩॥
জীবন-নির্ব্বাহে আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর-উপকারে নিজ সুখ পাসরিবে ॥৪॥
হইলেও সর্ব্বগুণে গুণী মহাশয়।
প্রতিষ্ঠাশা ছাড়ি' কর অমানী হৃদয় ॥৫॥
কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান সর্ব্বজীবে জানি' সদা।
করবি সম্মান সবে আদরে সর্ব্বদা ॥৬॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হই' করহ কীর্ত্তন ॥৭॥
ভকতিবিনোদ কাঁদি' বলে প্রভু পায়।
হেন অধিকার কবে দিবে হে আমায় ॥৮॥

(৪)

**ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।**
**মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥৪॥**

প্রভু ! তব পদযুগে মোর নিবেদন।
নাহি মাগি দেহ-সুখ, বিদ্যা, ধন, জন ॥১॥
নাহি মাগি স্বর্গ, আর মোক্ষ নাহি মাগি।
না করি প্রার্থনা কোন বিভূতির লাগি' ॥২॥
নিজ কর্ম্ম-গুণ-দোষে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন তব নাম গুণ গাই ॥৩॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী-ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥৪॥

বিষয়ে যে প্রীতি এবে আছয়ে আমার ।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥৫॥
বিপদে সম্পদে তাহা থাকুক সমভাবে ।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হউক নামের প্রভাবে ॥৬॥
পশুপক্ষী হয়ে থাকি স্বর্গে বা নিরয়ে ।
তব ভক্তি রহু ভক্তিবিনোদ-হৃদয়ে ॥৭॥

(৫)

**অয়ি নন্দতনুজ ! কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ ।**
**কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-স্থিত-ধূলী-সদৃশং বিচিন্তয় ॥৫॥**

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায় ।
এ-বিষয় হলাহলে, দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥১॥
আশা-পাশ শত শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-ঊর্ম্মির তাহে খেলা ।
কাম-ক্রোধ-আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা ॥২॥
জ্ঞান-কর্ম্ম ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই',
অবশেষে ফেলে সিন্ধু জলে ।
এ হেন সময়ে বন্ধু, তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি' তোল মোরে বলে ॥৩॥

পতিত কিঙ্করে ধরি'　　　পাদপদ্ম-ধূলি করি'
দেহ ভক্তিবিনোদে আশ্রয় ।
আমি তব নিত্য-দাস,　　　ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি, দয়াময় ॥৪॥

(৬)

**নয়নং গলদশ্রু-ধারয়া বদনং গদ্গদ-রুদ্ধয়া গিরা ।**
**পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম-গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥৬॥**

অপরাধ-ফলে মম,　　　চিত্ত-ভেল বজ্রসম,
তুয়া নামে না লভে বিকার ।
হতাশ হইয়া, হরি,　　　তব নাম উচ্চ করি,
বড় দুঃখে ডাকি বারবার ॥১॥
দীন-দয়াময় করুণা-নিদান !
ভাববিন্দু দেই' রাখহ পরাণ ॥২॥
কবে তুয়া নাম উচ্চারণে মোর ।
নয়নে ঝরব দরদর লোর ॥৩॥
গদ্গদ-স্বর কণ্ঠে উপজব ।
মুখে বোল আধ আধ বাহিরব ॥৪॥
পুলকে ভরব শরীর হামার ।
স্বেদ-কম্প-স্তম্ভ হ'বে বার বার ॥৫॥
বিবর্ণ শরীরে হারাওবুঁ জ্ঞান ।
নাম-সমাশ্রয়ে ধরবুঁ পরাণ ॥৬॥
মিলব হামার কিয়ে ঐছে দিন ।
রোওয়ে ভক্তিবিনোদ মতিহীন ॥৭॥

(৭)

**যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।**
**শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ॥৭॥**

গাইতে গাইতে নাম কি দশা হইল।
'কৃষ্ণ-নিত্যদাস মুঞি' হৃদয়ে স্ফুরিল ॥১॥
জানিলাম, মায়াপাশে এ জড়-জগতে।
গোবিন্দ-বিরহে দুঃখ পাই নানামতে ॥২॥
আর যে সংসার মোর নাহি লাগে ভাল।
কাঁহা যাই' কৃষ্ণ হেরি,—এ চিন্তা বিশাল ॥৩॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মোর আঁখি বরিষয়।
বর্ষাধারা হেন চক্ষে হইল উদয় ॥৪॥
নিমেষ হইল মোর শতযুগ-সম।
গোবিন্দ-বিরহ আর সহিতে অক্ষম ॥৫॥

শূন্য ধরাতল, চৌদিকে দেখিয়ে,
পরাণ উদাস হয়।
কি করি, কি করি, স্থির নাহি হয়,
জীবন নাহিক রয় ॥৬॥
ব্রজবাসিগণ, মোর প্রাণ রাখ,
দেখাও শ্রীরাধানাথে।
ভকতিবিনোদ, মিনতি মানিয়া,
লও হে তাহারে সাথে ॥৭॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ আর সহিতে না পারি ।
পরাণ ছাড়িতে আর দিন দুই চারি ॥১॥

গাইতে 'গোবিন্দ'-নাম, উপজিল ভাবগ্রাম,
দেখিলাম যমুনার কূলে ।
বৃষভানুসুতা-সঙ্গে, শ্যাম নটবর রঙ্গে,
বাঁশরী বাজায় নীপমূলে ॥২॥

দেখিয়া যুগলধন, অস্থির হইল মন,
জ্ঞানহারা হইলুঁ তখন ।
কতক্ষণে নাহি জানি, জ্ঞানলাভ হইল মানি,
আর নাহি ভেল দরশন ॥৩॥

সখি গো, কেমতে ধরিব পরাণ ।
নিমেষ হইল যুগের সমান ॥৪॥

শ্রাবণের ধারা, আঁখি বরিষয়,
শূন্য ভেল ধরাতল ।
গোবিন্দ-বিরহে, প্রাণ নাহি রহে,
কেমনে বাঁচিব বল ॥৫॥

ভকতিবিনোদ, অস্থির হইয়া,
পুনঃ নামাশ্রয় করি' ।
ডাকে, রাধানাথ, দিয়া দরশন,
প্রাণ রাখ, নহে মরি ॥৬॥

(৮)

**আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।**
**যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥৮॥**

বন্ধুগণ ! শুনহ বচন মোর।
ভাবেতে বিভোর, থাকিয়ে যখন,
দেখা দেয় চিত্তচোর ॥১॥
বিচক্ষণ করি', দেখিতে চাহিলে,
হয় আঁখি-অগোচর।
পুনঃ নাহি দেখি', কাঁদয়ে পরাণ,
দুঃখের না থাকে ওর ॥২॥

জগতের বন্ধু সেই কভু মোরে লয় সাথ।
যথা তথা রাখু মোরে আমার সে প্রাণনাথ ॥৩॥

দর্শন-আনন্দ-দানে, সুখ দেয় মোর প্রাণে,
বলে মোরে প্রণয়-বচন।
পুনঃ অদর্শন দিয়া, দগ্ধ করে মোর হিয়া,
প্রাণে মোরে মারে প্রাণধন ॥৪॥

যাহে তা'র সুখ হয়, সেই সুখ মম।
নিজ সুখে দুঃখে মোর সর্ব্বদাই সম ॥৫॥

ভকতিবিনোদ, সংযোগে বিয়োগে,
তাহে জানে প্রাণেশ্বর।
তা'র সুখে সুখী, সেই প্রাণনাথ,
সে কভু না হয় পর ॥৬॥

যোগপীঠোপরিস্থিত, অষ্টসখী-সুবেষ্টিত,
বৃন্দারণ্যে কদম্ব-কাননে ।
রাধাসহ বংশীধারী, বিশ্বজন-চিত্তহারী,
প্রাণ মোর তাঁহার চরণে ॥১॥

সখী-আজ্ঞামত করি দোঁহার সেবন ।
পাল্যদাসী সদা ভাবি দোঁহার চরণ ॥২॥

কভু কৃপা করি', মম হস্ত ধরি'
মধুর বচন বলে ।
তাম্বূল লইয়া, খায় দুইজনে,
মালা লয় কুতূহলে ॥৩॥

অদর্শন হয় কখন কি ছলে ।
না দেখিয়া দোঁহে হিয়া মোর জ্বলে ॥৪॥

যেখানে সেখানে, থাকুক দু'জনে,
আমি ত' চরণ-দাসী ।
মিলনে আনন্দে, বিরহে যাতনা,
সকলি সমান বাসি ॥৫॥

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর জীবনে মরণে ।
মোরে রাখি' মারি' সুখে থাকুক দু'জনে ॥৬॥

ভকতিবিনোদ, আন নাহি জানে,
পড়ি' নিজসখী-পায় ।
রাধিকার গণে, থাকিয়া সতত,
যুগল-চরণ চায় ॥৭॥

# শ্রীনামাষ্টকম্

(১)

**নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্নমালা-**
**দ্যুতিনীরাজিতপাদপঙ্কজান্ত।**
**অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং**
**পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি ॥১॥**

শ্রীরূপ-বদনে শ্রীশচীকুমার।
স্বনাম-মহিমা করল প্রচার ॥১॥
যো নাম, সো হরি—কিছু নাহি ভেদ,
সো নাম সত্যমিতি গায়তি বেদ ॥২॥

সবু উপনিষদ, রত্নমালাদ্যুতি,
ঝকমকি' চরণ-সমীপে।
মঙ্গল-আরতি, করই অনুক্ষণ,
দ্বিগুণিত-পঞ্চপ্রদীপে ॥৩॥
চৌদ্দ ভুবন মাহ, দেব-নর-দানব,
ভাগ যাঁকর বলবান্।
নামরস-পীযূষ, পিবই অনুক্ষণ,
ছোড়ত করম-গেয়ান ॥৪॥
নিত্যমুক্ত পুনঃ, নাম-উপাসনা,
সতত করই সামগানে।
গোলোকে বৈঠত, গাওয়ে নিরন্তর,
নাম-বিরহ নাহি জানে ॥৫॥

সবুরস-আকর, 'হরি' ইতি দ্বাক্ষর,
সবুভাবে করলুঁ আশ্রয়।
নাম-চরণে পড়ি', ভকতিবিনোদ কহে,
তুয়া পদে মাগহু নিলয় ॥৬॥

(২)

**জয় নামধেয় মুনিবৃন্দগেয়**
**জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।**
**ত্বমনাদরাদপি মনাগুদীরিতং**
**নিখিলোগ্রতাপপটলীং বিলুম্পসি ॥২॥**

জয় জয় হরিনাম, চিদানন্দামৃতধাম,
পরতত্ত্ব অক্ষর-আকার।
নিজজনে কৃপা করি', নামরূপে অবতরি',
জীবে দয়া করিলে অপার ॥১॥
জয় 'হরি' 'কৃষ্ণ' 'রাম', জগজন-সুবিশ্রাম,
সর্ব্বজন-মানস-রঞ্জন।
মুনিবৃন্দ নিরন্তর, যে নামের সমাদর,
করি' গায় ভরিয়া বদন ॥২॥
ওহে কৃষ্ণনামাক্ষর, তুমি সর্ব্বশক্তিধর,
জীবের কল্যাণ-বিতরণে।
তোমা বিনা ভবসিন্ধু, উদ্ধারিতে নাহি বন্ধু,
আসিয়াছ জীব-উদ্ধারণে ॥৩॥
আছে তাপ জীবে যত, তুমি সব কর হত,
হেলায় তোমারে একবার।

ডাকে যদি কোনজন, হ'য়ে দীন অকিঞ্চন,
নাহি দেখি' অন্য প্রতিকার ॥৪॥
তব স্বল্পস্ফূর্ত্তি পায়, উগ্রতাপ দূরে যায়,
লিঙ্গভঙ্গ হয় অনায়াসে ।
ভকতিবিনোদ কয়, জয় হরিনাম জয়,
পড়ে' থাকি তুয়া পদ-আশে ॥৫॥

(৩)

**যদাভাসোঽপ্যুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত-বিভবো**
**দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীং ।**
**জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে**
**কৃতী তে নির্ব্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি ॥৩॥**

বিশ্বে উদিত, নাম-তপন,
অবিদ্যা-বিনাশ লাগি' ।
ছোড়ত সব, মায়া-বিভব,
সাধু তাহে অনুরাগী ॥১॥
হরিনাম প্রভাকর, অবিদ্যা-তিমিরহর,
তোমার মহিমা কেবা জানে ।
কে হেন পণ্ডিতজন, তোমার মাহাত্ম্যগণ,
উচ্চৈঃস্বরে সকল বাখানে ॥২॥
তোমার আভাস পহিলহি ভায় ।
এ ভব তিমির কবলিতপ্রায় ॥৩॥
অচিরে তিমির নাশিয়া প্রজ্ঞান ।
তত্ত্বান্ধনয়নে করেন বিধান ॥৪॥

সেই ত' প্রজ্ঞান বিশুদ্ধা ভকতি।
উপজায় হরিবিষয়িণী মতি ॥৫॥
এ অদ্ভুত-লীলা সতত তোমার।
ভকতিবিনোদ জানিয়াছে সার ॥৬॥

(৪)

**যদ্ব্রহ্মসাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠয়াপি**
**বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।**
**অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে**
**প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ ॥৪॥**

জ্ঞানী জ্ঞান-যোগে, করিয়া যতনে,
ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে।
ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার, অপ্রারব্ধ কর্ম্ম,
সম্পূর্ণ জ্ঞানেতে হরে ॥১॥
তবু ত' প্রারব্ধ, নাহি হয় ক্ষয়,
ফলভোগ বিনা কভু।
ব্রহ্মভূত জীব, ফলভোগ লাগি',
জনম-মরণ লভু ॥২॥
কিন্তু ওহে নাম, তব স্ফূর্ত্তি হ'লে,
একান্তী জনের আর।
প্রারব্ধাপ্রারব্ধ, কিছু নাহি থাকে,
বেদে গায় বার বার ॥৩॥
তোমার উদয়ে, জীবের হৃদয়,
সম্পূর্ণ শোধিত হয়।

কর্ম্মজ্ঞান-বন্ধ, সব দূরে যায়,
অনায়াসে ভব-ক্ষয় ॥৪॥
ভকতিবিনোদ, বাহু তুলে’ কয়,
নামের নিশান ধর।
নামডঙ্কা-ধ্বনি, করিয়া যাইবে,
ভেটিবে মুরলীধর ॥৫॥

(৫)

**অঘদমনযশোদানন্দনৌনন্দসূনো**
**কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ।**
**প্রণতকরুণকৃষ্ণাবিত্যনেকস্বরূপে**
**ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥৫॥**

হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ।
যশোদানন্দন, আনন্দবর্দ্ধন,
নন্দতনয় রসকূপ ॥১॥
পূতনা-ঘাতন, তৃণাবর্ত্ত-হন,
শকট-ভঞ্জন গোপাল।
মুরলী-বদন, অঘ-বক-মর্দ্দন,
গোবর্দ্ধনধারী রাখাল ॥২॥
কেশী-মর্দ্দন, ব্রহ্ম-বিমোহন,
সুরপতি-দর্প-বিনাশী।
অরিষ্ট-পাতন, গোপীবিমোহন,
যামুনপুলিন-বিলাসী ॥৩॥

রাধিকা-রঞ্জন, রাস-রসায়ন,
রাধাকুণ্ড-কুঞ্জবিহারী।
রাম, কৃষ্ণ, হরি, মাধব, নরহরি,
মৎস্যাদি-গণ-অবতারী ॥৪॥
গোবিন্দ, বামন, শ্রীমধুসূদন,
যাদবচন্দ্র, বনমালী।
কালিয়-শাতন, গোকুলরঞ্জন,
রাধাভজন-সুখশালী ॥৫॥
ইত্যাদিক নাম, স্বরূপে প্রকাম,
বাড়ুক মোর রতি রাগে।
রূপ-স্বরূপ-পদ, জানি' নিজ সম্পদ,
ভক্তিবিনোদ ধরি' মাগে ॥৬॥

(৬)

**বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নামস্বরূপদ্বয়ং**
**পূর্ব্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।**
**যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণীসমন্তাদ্ভবে**
**দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপিহি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥৬॥**

বাচ্য ও বাচক, দুই স্বরূপ তোমার।
বাচ্য—তব শ্রীবিগ্রহ চিদানন্দাকার ॥১॥
বাচক-স্বরূপ তব 'শ্রীকৃষ্ণা'দি নাম।
বর্ণরূপী সর্ব্বজীব-আনন্দ-বিশ্রাম ॥২॥
এই দুই স্বরূপে তব অনন্ত প্রকাশ।
দয়া করি' দেয় জীবে তোমার বিলাস ॥৩॥

কিন্তু জানিয়াছি, নাথ, বাচক-স্বরূপ।
বাচ্যাপেক্ষা দয়াময়, এই অপরূপ ॥৪॥
নাম নামী ভেদ নাই, বেদের বচন।
তবু নাম—নামী হ'তে অধিক করুণ ॥৫॥
কৃষ্ণে-অপরাধী যদি নামে শ্রদ্ধা করি'।
প্রাণ ভরি' ডাকে নাম 'রাম, কৃষ্ণ, হরি' ॥৬॥
অপরাধ দূরে যায়, আনন্দ-সাগরে।
ভাসে সেই অনায়াসে রসের পাথারে ॥৭॥
বিগ্রহ-স্বরূপ বাচ্যে অপরাধ করি'।
শুদ্ধনামাশ্রয়ে সেই অপরাধে তরি ॥৮॥
ভকতিবিনোদ মাগে শ্রীরূপ-চরণে।
বাচক-স্বরূপ নামে রতি অনুক্ষণে ॥৯॥

(৭)

**সূদিতাশ্রিত-জনার্ত্তিরাশয়ে**
**রম্যচিদ্ঘন সুখস্বরূপিণে।**
**নাম গোকুলমহোৎসবায় তে**
**কৃষ্ণপূর্ণ বপুষে নমো নমঃ ॥৭॥**

ওহে হরিনাম, তব মহিমা অপার।
তব পদে নতি আমি করি বার বার ॥১॥
গোকুলের মহোৎসব আনন্দ-সাগর।
তোমার চরণে পড়ি হইয়া কাতর ॥২॥
তুমি কৃষ্ণ, পূর্ণ-বপু, রসের নিদান।
তব পদে পড়ি' তব গুণ করি গান ॥৩॥

যে করে তোমার পদে একান্ত আশ্রয়।
তা'র আর্ত্তিরাশি নাশ করহ নিশ্চয় ॥৪॥
সর্ব্ব অপরাধ তুমি নাশ কর তা'র।
নাম-অপরাধাবধি নাশহ তাহার ॥৫॥
সর্ব্বদোষ ধৌত করি' তাহার হৃদয়।
সিংহাসনে বৈস তুমি পরম আশ্রয় ॥৬॥
অতিরম্য চিদ্‌ঘন-আনন্দ-মূর্ত্তিমান্।
'রসো বৈ সঃ' বলি' বেদ করে তুয়া গান ॥৭॥
ভকতিবিনোদ রূপগোস্বামি-চরণে।
মাগয়ে সর্ব্বদা নাম-স্ফূর্ত্তি সর্ব্বক্ষণে ॥৮॥

(৮)

**নারদবীণোজ্জীবন সুধোর্ম্মি নির্য্যাস মাধুরীপূর।**
**ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফুর মে রসনে রসেন সদা ॥৮॥**

নারদমুনি, বাজায় বীণা,
'রাধিকারমণ'-নামে।
নাম অমনি, উদিত হয়,
ভকত-গীতসামে ॥১॥
অমিয়া-ধারা, বরিষে ঘন,
শ্রবণ-যুগলে গিয়া।
ভকতজন, সঘনে নাচে,
ভরিয়া আপন হিয়া ॥২॥
মাধুরীপূর, আসব পশি'
মাতায় জগত-জনে।

কেহ বা কাঁদে, কেহ বা নাচে,
কেহ মাতে মনে মনে ॥৩॥
পঞ্চবদন, নারদে ধরি’
প্রেমের সঘন রোল।
কমলাসন, নাচিয়া বলে,
‘বোল বোল হরি বোল’ ॥৪॥
সহস্রানন, পরমসুখে,
‘হরি হরি’ বলি’ গায়।
নাম-প্রভাবে, মাতিল বিশ্ব,
নাম-রস সবে পায় ॥৫॥
শ্রীকৃষ্ণনাম, রসনে স্ফুরি’
পুরা’ল আমার আশ।
শ্রীরূপ-পদে, যাচয়ে ইহা,
ভকতিবিনোদ-দাস ॥৬॥

## শ্রীকৃষ্ণের বিংশোত্তর শতনাম

(জনসাধারণের অষ্টপ্রহর নামকীর্ত্তনের জন্য)

(প্রথম গীত)

নগরে নগরে গোরা গায় ॥ধ্রু॥

(১)

যশোমতী স্তন্যপায়ী শ্রীনন্দনন্দন।
ইন্দ্রনীলমণি ব্রজ-জনের জীবন ॥১॥
শ্রীগোকুল-নিশাচরী-পূতনা-ঘাতন।
দুষ্ট-তৃণাবর্ত্তহন্তা শকট-ভঞ্জন ॥২॥

নবনীত-চোর দধিহরণ-কুশল ।
যমল-অর্জ্জুন-ভঞ্জী গোবিন্দ গোপাল ॥৩॥

(২)

দামোদর বৃন্দাবন-গোবৎস-রাখাল ।
বৎসাসুরান্তক হরি নিজজনপাল ॥১॥
বকশত্রু অঘহন্তা ব্রহ্মবিমোহন ।
ধেনুকনাশন কৃষ্ণ কালিয়দমন ॥২॥
পীতাম্বর শিখিপিচ্ছধারী বেণুধর ।
ভাণ্ডীরকাননলীল দাবানল-হর ॥৩॥

(৩)

নটবর গুহাচর শরতবিহারী ।
বল্লবীবল্লভ দেব গোপীবস্ত্রহারী ॥১॥
যজ্ঞপত্নীগণ প্রতি করুণার সিন্ধু ।
গোবর্দ্ধনধৃক্ মাধব ব্রজবাসিবন্ধু ॥২॥
ইন্দ্রদর্পহারী নন্দরক্ষিতা মুকুন্দ ।
শ্রীগোপীবল্লভ রাসক্রীড় পূর্ণানন্দ ॥৩॥

(৪)

শ্রীরাধাবল্লভ রাধামাধব সুন্দর ।
ললিতা-বিশাখা-আদি সখী-প্রাণেশ্বর ॥১॥
নবজলধরকান্তি মদনমোহন ।
বনমালী স্মেরমুখ গোপীপ্রাণধন ॥২॥
ত্রিভঙ্গী মুরলীধর যামুন-নাগর ।
রাধাকুণ্ড-রঙ্গনেতা রসের সাগর ॥৩॥

(৫)

চন্দ্রাবলী-প্রাণনাথ কৌতুকাভিলাষী।
রাধামান সুলম্পট মিলন-প্রয়াসী ॥১॥
মানসগঙ্গার দানী প্রসূনতস্কর।
গোপীসহ হঠকারী ব্রজবনেশ্বর ॥২॥
গোকুলসম্পদ্ গোপদুঃখ-নিবারণ।
দুর্ম্মদ-দমন ভক্তসন্তাপ-হরণ ॥৩॥

(৬)

সুদর্শন-মোচন শ্রীশঙ্খচূড়ান্তক।
রামানুজ শ্যামচাঁদ মুরলীবাদক ॥১॥
গোপীগীতশ্রোতা মধুসূদন মুরারি।
অরিষ্টঘাতক রাধাকুণ্ডাদি-বিহারী ॥২॥
ব্যোমান্তক পদ্মনেত্র কেশিনিসূদন।
রঙ্গক্রীড় কংসহন্তা মল্লপ্রহরণ ॥৩॥

(৭)

বসুদেব-সুত বৃষ্ণিবংশ-কীর্ত্তিধ্বজ।
দীননাথ মথুরেশ দেবকীগর্ভজ ॥১॥
কুব্জাকৃপাময় বিষ্ণু শৌরি নারায়ণ।
দ্বারকেশ নরকঘ্ন শ্রীযদুনন্দন ॥২॥
শ্রীরুক্মিণীকান্ত সত্যাপতি সুরপাল।
পাণ্ডব-বান্ধব শিশুপালাদির কাল ॥৩॥

(৮)

জগদীশ জনার্দ্দন কেশবার্ত্তত্রাণ ।
সর্ব্ব-অবতার-বীজ বিশ্বের নিদান ॥১॥
মায়েশ্বর যোগেশ্বর ব্রহ্মতেজাধার ।
সর্ব্বাত্মার আত্মা প্রভু প্রকৃতির পার ॥২॥
পতিতপাবন জগন্নাথ সর্ব্বেশ্বর ।
বৃন্দাবনচন্দ্র সর্ব্বরসের আকর ॥৩॥
নগরে নগরে গোর গায় ।
ভকতিবিনোদ তছু পায় ॥৪॥

(দ্বিতীয় গীত)

কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে
গোপীবল্লভ শৌরে ॥১॥
শ্রীনিবাস দামোদর শ্রীরাম মুরারে ।
নন্দনন্দন মাধব নৃসিংহ কংসারে ॥২॥

(তৃতীয় গীত)

রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি মুকুন্দ ।
গোপীনাথ মদনমোহন রাস-রসানন্দ ।
অনঙ্গ-সুখদ-কুঞ্জ-বিহারী গোবিন্দ ॥১॥

(চতুর্থ গীত)

রাধামাধব কুঞ্জবিহারী ।
গোপীজনবল্লভ গিরিবরধারী ।
যশোদানন্দন, ব্রজজনরঞ্জন,
যামুনতীর-বনচারী ॥১॥

(পঞ্চম গীত)

রাধাবল্লভ, রাধাবিনোদ ।
রাধামাধব, রাধাপ্রমোদ ॥১॥
রাধারমণ, রাধানাথ,
রাধাবরণামোদ ।
রাধারসিক, রাধাকান্ত,
রাধামিলনমোদ ॥২॥

(যষ্ঠ গীত)

জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ ।
জয় মদনমোহন হরে অনন্ত মুকুন্দ ॥১॥
জয় অচ্যুত মাধব রাম বৃন্দাবনচন্দ্র ।
জয় মুরলীবদন শ্যাম গোপীজনানন্দ ॥২॥

— — —

ময়ূর-মুকুট পীতাম্বরধারী ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥১॥
শ্রীরাধাবর কুঞ্জবিহারী ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥২॥
জয় যশোদা-নন্দন কৃষ্ণ মুরারি ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥৩॥
জয় গোপীজনবল্লভ বংশীবিহারী ।
মুরলীধর গোবর্দ্ধনধারী ॥৪॥

— — —

(শ্রীল জয়দেব গোস্বামী বরচিত)

শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল
কলিত-ললিত-বনমাল !
জয় জয় দেব হরে ॥১॥

দিনমণি-মণ্ডল মণ্ডন ভব-খণ্ডন
মুনিজনমানস-হংস !
জয় জয় দেব হরে ॥২॥

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন
যদুকুল-নলিন-দিনেশ !
জয় জয় দেব হরে ॥৩॥

মধু-মুর-নরকবিনাশন গরুড়াসন
সুরকুল-কেলি-নিদান !
জয় জয় দেব হরে ॥৪॥

অমল-কমল-দল-লোচন-ভব-মোচন
ত্রিভুবন-ভবন-নিধান !
জয় জয় দেব হরে ॥৫॥

জনকসুতা-কৃতা-ভূষণ জিত দূষণ
সমর-শমিত-দশকণ্ঠ !
জয় জয় দেব হরে ॥৬॥

অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখচন্দ্র-চকোর,
জয় জয় দেব হরে ॥৭॥

তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু
জয় জয় দেব হরে ॥৮॥

শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি,
জয় জয় দেব হরে ॥৯॥

---

# শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

(কার্ত্তিক মাসে ও নিয়ম সেবার আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যহ ইহা পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য)

নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানং।
যশোদাভিয়োলুখলাদ্ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যং ততো দ্রুত্য গোপ্যা ॥১॥

রুদন্তং মুহুর্নেত্রযুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজযুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাসকম্প-ত্রিরেখাঙ্ককণ্ঠ
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্ ॥২॥

ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তং।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্তং শতাবৃত্তি বন্দে ॥৩॥

বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ ॥৪॥

ইদন্তে মুখাম্ভোজমব্যক্ত-নীলৈ-
র্বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধরক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ ॥৫॥

নমো দেব ! দামোদরানন্ত ! বিষ্ণো !
প্রসীদ প্রভো ! দুঃখজালাব্ধিমগ্নং।
কৃপাদৃষ্টিবৃষ্ট্যাতিদীনং বতানু-
গৃহাণেশ ! মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ ॥৬॥

কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্ত্যৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ ॥৭॥

নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তিধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্ ॥৮॥

——— ——— ———

# শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্

(শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত প্রার্থনা)

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবায় নমঃ ।

কদাচিৎ কালিন্দীতট-বিপিনসঙ্গীত-তরলো
মুদাভীরীনারী-বদনকমলাস্বাদ-মধুপঃ ।
রমা-শম্ভু-ব্রহ্মা-মরপতি-গণেশার্চ্চিতপদো ।
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥১॥

ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপিচ্ছং কটিতটে
দুকূলং নেত্রান্তে সহচরকটাক্ষং বিদধতে ।
সদা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন-বসতি-লীলাপরিচয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥২॥

মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশিখরে
বসন্ প্রাসাদান্তং সহজবলভদ্রেণ বলিনা ।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকল-সুরসেবাবসরদো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৩॥

কৃপা-পারাবারঃ সজল-জলদ-শ্রেণিরুচিরো
রমাবাণী-রামঃ স্ফুরদমল-পঙ্কেরুহমুখঃ ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ-শ্রুতিগণশিখা-গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৪॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিত-ভূদেব-পটলৈঃ

স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসদয়ো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৫॥

পরংব্রহ্মাপীড়ঃ কুবলয়-দলোৎফুল্ল-নয়নো
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দী রাধা-সরসবপুরালিঙ্গন-সুখো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৬॥

ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনক-মাণিক্য-বিভবং
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজন-কাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথ-পতিনা গীতচরিতো
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৭॥

হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে!
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো দীনেঽনাথে নিহিতচরণো নিশ্চিতমিদং
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥৮॥

জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
সর্ব্বপাপ-বিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥

# শ্রীকৃষ্ণ-বন্দনা

(হে) দেব ভবন্তং বন্দে ।

মন্মানস-মধুকর মর্পয় নিজপদ-পঙ্কজ-মকরন্দে ॥
যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্রমরীচিম্ ।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুতবীচিম্ ॥১॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী ।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী ॥২॥
অয়মবিলোল-তয়াদ্য সনাতন কলিতাদ্ভুত-রসভারম্ ।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি বিন্দন্মধুরিম-সারম্ ॥৩॥

——— ——— ———

জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার—
সৌরভসঙ্কট-বৃন্দাবনতট-বিহিত-বসন্তবিহার ॥ধ্রু॥
অভিনব-কুট্মলগুচ্ছসমুজ্জ্বল-কুঞ্চিত-কুন্তল-ভার ।
প্রণয়িজনেরিত-বন্দনসহকৃত-চূর্ণিতবরঘন-সার ॥
অধরবিরাজিত-মন্দতরস্মিত-লোভিত-নিজপরিবার ।
চটুলদৃগঞ্চল-রচিতরসোজ্জ্বল-রাধা-মদনবিকার ॥
ভুবনবিমোহন-মঞ্জুলনর্ত্তন-গতিবল্গিত-মণিহার ।
নিজবল্লভজন-সুহৃতসনাতন-চিত্তবিহরদবতার ॥

——— ——— ———

# শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রাষ্টকম্

(শ্রীল কৃষ্ণদাস করিবাজ গোস্বামী বিরচিত)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি-কান্তি-ডম্বরঃ
কুঙ্কুমোত্থদর্ক-বিদ্যুদংশু-দিব্যদম্বরঃ।
শ্রীমদঙ্গ-চর্চ্চিতেন্দু-পীতনাক্ত-চন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥১॥

গণ্ড-তাণ্ডবাতি-পণ্ডিতাণ্ডজেশ-কুণ্ডল-
শ্চন্দ্র-পদ্মষণ্ড-গর্ব্ব-খণ্ডনাস্য-মণ্ডলঃ।
বল্লবীষু বর্দ্ধিতাত্ম-গূঢ়ভাব-বন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥২॥

নিত্যনব্য-রূপ-বেশ হার্দ্দ-কেলি-চেষ্টিতঃ
কেলিনর্ম্ম-শর্ম্মদায়ি-মিত্রবৃন্দ-বেষ্টিতঃ।
স্বীয়-কেলি-কাননাংশু-নির্জ্জিতেন্দ্র-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৩॥

প্রেমহেম-মণ্ডিতাত্ম-বন্ধুতাভিনন্দিতঃ
ক্ষৌণিলগ্ন-ভাল-লোকপাল-পালি-বন্দিতঃ।
নিত্যকালসৃষ্ট-বিপ্র-গৌরবালি-বন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৪॥

লীলয়েন্দ্র-কালিয়োষ্ণ-কংস-বৎস-ঘাতক-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-বৃষ্টি-পুষ্ট-ভক্তচাতকঃ।

বীর্য্যশীল-লীলায়াত্ম-ঘোষবাসি-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৫॥

কুঞ্জ-রাসকেলি-সীধু-রাধিকাদি তোষণ-
স্তত্তদাত্ম-কেলি-নর্ম্ম-তত্তদালি-পোষণঃ ।
প্রেম-শীল-কেলি-কীর্ত্তি-বিশ্বচিত্ত-নন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৬॥

রাসকেলি-দর্শিতাত্ম-শুদ্ধভক্তি-সৎপথঃ
স্বীয়-চিত্র-রূপবেশ-মন্মথালি-মন্মথঃ ।
গোপিকাসু-নেত্রকোণ-ভাববৃন্দ-গন্ধনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৭॥

পুষ্পচায়ি-রাধিকাভিমর্ষ-লব্ধি-তর্ষিতঃ
প্রেমবাম্য-রম্য-রাধিকাস্য-দৃষ্টি-হর্ষিতঃ ।
রাধিকোরসীহ-লেপ এষ হারিচন্দনঃ
স্বাঙ্ঘ্রিদাস্যদোঽস্তু মে স বল্লবেন্দ্র-নন্দনঃ ॥৮॥

অষ্টকেন যস্ত্বনেন রাধিকাসু-বল্লভং
সংস্তবীতি দর্শনেঽপি সিন্ধুজাদি-দুর্ল্লভম্ ।
তং যুনক্তি তুষ্টচিত্ত এষ ঘোষ-কাননে
রাধিকাঙ্গ-সঙ্গ-নন্দিতাত্ম-পাদ-সেবনে ॥৯॥

# বৃন্দাবনোৎসব

(শ্রীলপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত)

বসতু মনো মম মদনগোপালে ।
নবরতিকেলি-বিলাসপরাবধি-রাধা-সুরত-রসালে ॥ধ্রু॥

মদশিখিপিঞ্ছমুকুটপরিলাঞ্ছিতকুঞ্চিতকচনিকুরম্বে ।
মুখরিতবেণু-হতত্রপধাবিত-নবব্রজযুবতীকদম্বে ॥১॥

কলিতকলিন্দসুতা-পুলিনোজ্জ্বল-কল্পমহীরুহমূলে ।
কিঙ্কিণীকলরব-রঞ্জিতকটিতট-কোমলপীতদুকূলে ॥২॥

মুরলীমনোহর-মধুরতরাধর-ঘনরুচিচৌরকিশোরে ।
শ্রীবৃষভানুকুমারীমোহন-রুচি-মুখচন্দ্রচকোরে ॥৩॥

গুঞ্জাহার-মকরমণিকুণ্ডল-কঙ্কন-নূপুরশোভে ।
মৃদুমধুরস্মিত চারুবিলোচনা রসিকবধূকৃতলোভে ॥৪॥

মত্তমধুব্রত-গুঞ্জিতরঞ্জিত-গলদোলিতবনমালে ।
গন্ধোদ্বর্ত্তিত-সুবলিতসুন্দর-পুলকিতবাহুবিশালে ॥৫॥

উজ্জ্বলরত্ন-তিলকললিতালক-সকনকমৌক্তিকনাসে ।
শারদকোটি-সুধাকিরণোজ্জ্বল-শ্রীমুখকমলবিলাসে ॥৬॥

গ্রীবাকটি-পদভঙ্গীমনোহর-অতিসুকুমারশরীরে ।
বৃন্দাবন-নবকুঞ্জগৃহান্তর-রতি-রণরঙ্গসুধীরে ॥৭॥

পরিমলসার-সকেশর-চন্দন-চর্চ্চিতরস-লসদঙ্গে ।
পরমানন্দ-রসৈকঘনাকৃতি-প্রবহতনন্দতরঙ্গে ॥৮॥

পদনখচন্দ্র-মণিচ্ছবিলজ্জিত-মনসিজকোটিসমাজে।
অদ্ভুতকেলি-বিলাস-বিশারদ-ব্রজপুরনবযুবরাজে ॥৯॥
রসিকসরস্বতী-বর্ণিত-মাধব-রূপসুধারসসারে।
রময়ত সাধু-বুধা নিজহৃদয়ং ভ্রমত মুদা কিমসারে ॥১০॥

---

## শ্রীশ্রীরাধামাধব-মহোৎসব

(শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বিরচিত)

স্মরতু মনো মম নিরবধি রাধাম্।
মধুপতিরূপ-গুণশ্রবণোদিত-সহজ-মনোভব-বাধাম্ ॥১॥
সুরুচির-কবরী-বিরাজিত-কোমল-পরিমল-মল্লিসুমালাম্।
মদচলখঞ্জন-খেলন-গঞ্জন-লোচন-কমল-বিশালাম্ ॥২॥
মদকরিরাজ-বিরাজদনুত্তম-চলিত-ললিতা-গতিভঙ্গীম্।
অতিসুকুমার-কনক-নবচম্পক-গৌরমধুর-মধুরাঙ্গীম্ ॥৩॥
মণিকেয়ুর-ললিত-বলয়াবলী-মণ্ডিতমৃদুভুজবল্লীম্।
প্রতিপদমদ্ভুত রূপচমৎকৃতি-মোহন-যুবতীমতল্লীম্ ॥৪॥
মৃদুমৃদুহাস-ললিতমুখমণ্ডল-কৃতশশিবিম্ব-বিড়ম্বাম্।
কিঙ্কিণিজাল খচিতপৃথুসুন্দর-নবরসরাশি-নিতম্বাম্ ॥৫॥
চিত্রিত-কঞ্চুলিকা-স্থগিতোদ্ভট-কুচহাটক ঘটশোভাম্।
স্ফুরদরুণাধর-স্বাদুসুধারস-কৃতহরি-মানসলোভাম্ ॥৬॥
সুন্দরচিবুক বিরাজিতমোহন-মেচক-বিন্দুবিলাসাম্।
সকনকরত্ন-খচিত-পৃথুমৌক্তিক-রুচি-রুচিরোজ্জ্বল-নাসাম্ ॥৭॥

উজ্জ্বলরাগ-রসামৃতসাগর-সারতনুং সুখরূপাম্।
নিপতিতমাধব-মুগ্ধমনো-মৃগনাভিসুধারস-কূপাম্ ॥৮॥

নূপুরহার-মনোহরকুণ্ডল-কৃতরুচিমরুণ-দুকূলাম্।
পথি পথি মদনমদাকুল গোকুলচন্দ্র-কলিত পদমূলাম্ ॥৯॥

রসিকসরস্বতী-গীতমহাদ্ভুত-রাধা-রূপরহস্যম্।
বৃন্দাবন-রসলালস-মনসামিদমুপগেয়মবশ্যম্ ॥১০॥

— — —

জয় জয় রাধামাধব রাধামাধব রাধে।
(জয়দেবের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধামদনগোপাল রাধামদনগোপাল রাধে।
(সীতানাথের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাগোবিন্দ রাধাগোবিন্দ রাধে।
(রূপগোস্বামীর প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধামদনমোহন রাধামদনমোহন রাধে।
(সনাতনের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাগোপীনাথ রাধাগোপীনাথ রাধে।
(মধুপণ্ডিতের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাদামোদর রাধাদামোদর রাধে।
(জীব গোস্বামীর প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধারমণ রাধারমণ রাধে।
(গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে)

জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে।
(লোকনাথের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাগিরিধারী রাধাগিরিধারী রাধে।
(দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাশ্যামসুন্দর রাধাশ্যামসুন্দর রাধে।
(শ্যামানন্দের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাবঙ্কুবিহারী রাধাবঙ্কুবিহারী রাধে।
(হরিদাসের প্রাণধন হে)
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাকান্ত রাধে।
(বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে)

---

## ব্রজরাজ-সুতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীব্রজরাজ-সুতায় নমঃ।

নবনীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং
রসসাগর-নাগরভূপ-বরম্।
শুভ-বঙ্কিম-চারু-শিখণ্ডশিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥১॥

ভ্রূ বিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্র-ধনুং
মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত কোটি-বিধুম্।
মৃদু-মন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য-যুতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥২॥

স্থবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গ-ধরং
ব্রজবাসি-মনোহর-বেশকরম্ ।
ভৃশ-লাঞ্ছিত-নীলসরোজ-দৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্থতম্ ॥৩॥

অলকাবলি-মণ্ডিত-ভালতটং
শ্রুতিদোলিত-মাকর-কুণ্ডলকম্ ।
কটি-বেষ্টিত-পীতপটং স্থধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্থতম্ ॥৪॥

কলনূপুর-রাজিত-চারুপদং
মণি-রঞ্জিত-গঞ্জিত-ভৃঙ্গমদম্ ।
ধ্বজ-বজ্র-ঝষাঙ্কিত-পাদযুগং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্থতম্ ॥৫॥

ভৃশ-চন্দন-চর্চ্চিত-চারু-তনুং
মণি-কৌস্তুভ-গর্হিত-ভানুতনুম্ ।
ব্রজ-বাল-শিরোমণি-রূপ-ধৃতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্থতম্ ॥৬॥

স্থরবৃন্দ-স্থবন্দ্য-মুকুন্দ-হরিং
স্থরনাথ-শিরোমণি-সর্ব্বগুরুম্ ।
গিরিধারি-মুরারি-পুরারি-পরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-স্থতম্ ॥৭॥

বৃষভানুসুতা-বর-কেলি-পরং
রসরাজ-শিরোমণি-বেশধরম্ ।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতম্ ॥৮॥

---

## শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনবাস-প্রার্থনাদশকম্

(শ্রীমদ্‌রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভু বিরচিত)

শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধনপাদপদ্মেভ্যো নমঃ

নিজপতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং প্রপদ্য
প্রতিহত-মদধৃষ্টোদ্দণ্ড-দেবেন্দ্রগর্ব্ব ।
অতুল-পৃথুল-শৈলশ্রেণি-ভূপপ্রিয়ং মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১॥

প্রমদ-মদন-লীলাঃ কন্দরে কন্দরে তে
রচয়তি নবযুনোর্দ্বন্দ্বমস্মিন্নমন্দম্ ।
ইতি কিল কলনার্থং লগ্নকস্তৎ দ্বয়োর্মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥২॥

অনুপম-মণিবেদী-রত্নসিংহাসনোর্ব্বী-
রুহ-ঝর-দর-সানু-দ্রোণিসঙ্ঘেষু রঙ্গৈঃ ।
সহ বলসখিভিঃ সংখেলয়ন্ স্বপ্রিয়ং মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৩॥

রসনিধি-নবযূনোঃ সাক্ষিণীং দানকেলে-
র্দ্যুতি-পরিমল-বিদ্ধাং শ্যামবেদীং প্রকাশ্য ।
রসিকবর-কুলানাং মোদমাস্ফালয়ন্মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৪॥

হরি-দয়িতমপূর্ব্বং রাধিকাকুণ্ডমাত্ম-
প্রিয়সখমিহ কণ্ঠে নর্ম্মণালিঙ্গ্য গুপ্তঃ ।
নব-যুবযুগ-খেলাস্তত্র পশ্যন্ রহো মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৫॥

স্থল-জল-তল-শষ্পৈর্ভূরুহচ্ছায়য়া চ
প্রতিপদমনুকালং হন্ত সম্বর্দ্ধয়ন্ গাঃ ।
ত্রিজগতি নিজগোত্রং সার্থকং খ্যাপয়ন্মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৬॥

সুরপতি-কৃত-দীর্ঘ-দ্রোহতো গোষ্ঠরক্ষাং
তব নব-গৃহরূপস্যান্তরে কুর্ব্বতৈব ।
অঘ-বক-রিপুণোচ্চৈর্দত্তমান দ্রুতং মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৭॥

গিরিনৃপ ! হরিদাস-শ্রেণী-বর্য্যেতি নামা-
মৃতমিদমুদিতং শ্রীরাধিকা-বক্ত্র-চন্দ্রাৎ ।
ব্রজ-নব-তিলকত্বে ক্লৃপ্ত ! বেদৈঃ স্ফুটং মে
নিজনিকট-নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৮॥

নিজজনযুত - রাধাকৃষ্ণ - মৈত্রীরসাক্ত -
ব্রজনর - পশুপক্ষি - ব্রাত - সৌখ্যৈকদাতঃ ।
অগণিত - করুণত্বান্মামুরীকৃত্য তান্তং
নিজনিকট - নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥৯॥

নিরুপধি - করুণেন শ্রীশচীনন্দনেন
ত্বয়ি কপটি - শঠোঽপি ত্বৎপ্রিয়েণার্পিতোঽস্মি ।
ইতি খলু মম যোগ্যাযোগ্যতাং তামগৃহ্ণন্
নিজনিকট - নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধন ত্বম্ ॥১০॥

রসদ - দশকমস্য শ্রীলগোবর্দ্ধনস্য
ক্ষিতিধর - কুল - ভর্ত্তুর্যঃ প্রযত্নাদধীতে ।
স সপদি সুখদেঽস্মিন্ বাসমাসাদ্য সাক্ষা -
চ্ছুভদ - যুগল - সেবা - রত্নমাপ্নোতি তূর্ণম্ ॥১১॥

---

# শ্রীকুঞ্জবিহারী স্তবাষ্টকং

(শ্রীমদ্রূপগোস্বামী বিরচিত)

নমঃ শ্রীকুঞ্জবিহারিণে ॥

ইন্দ্রনীলমণি - মঞ্জুল - বর্ণঃ, ফুল্লনীপ - কুসুমাঞ্চিত - কর্ণঃ ।
কৃষ্ণলাভিরকৃশোরসি - হারী, সুন্দরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥১॥
রাধিকা - বদন - চন্দ্র - চকোরঃ, সর্ব্ব - বল্লববধূ - ধৃতি - চৌরঃ ।
চর্চ্চরী - চতুরতাঞ্চিত - চারী - চারুতো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥২॥
সর্ব্বতঃ প্রথিত - কৌলিকপর্ব্ব - ধ্বংসনেন হৃত - বাসব - গর্ব্বঃ ।

গোষ্ঠ-রক্ষণ-কৃতে গিরিধারী, লীলয়া জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৩॥
রাগ-মণ্ডল-বিভূষিতবংশী- বিভ্রমেণ মদনোৎসবশংসী ।
স্তূয়মানচরিতঃ শুকশারী- শ্রেণিভির্জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৪॥

শাতকুম্ভ-রুচি-হারি-দুকূলঃ কেকিচন্দ্রক-বিরাজিত-চূলঃ ।
নব্যযৌবন-লসদ্ব্রজনারী- রঞ্জনো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৫॥

স্থাসকীকৃত-সুগন্ধিপটীরঃ, স্বর্ণকাঞ্চিপরিশোভিকটীরঃ ।
রাধিকোন্নতপয়োধরবারী- কুঞ্জরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৬॥

গৈরধাতু-তিলকোজ্জ্বল-ভালঃ কেলি-চঞ্চলিত-চম্পক-মালঃ ।
আদ্রি-কন্দরগৃহে-স্বভিসারী, সুভ্রুবাং জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৭॥

বিভ্রমোচ্চল-দৃগঞ্চল-নৃত্য- ক্ষিপ্ত-গোপ-ললনা-খিল-কৃত্যঃ ।
প্রেমমত্ত-বৃষভানু-কুমারী- নাগরো জয়তি কুঞ্জবিহারী ॥৮॥

অষ্টকং মধুর-কুঞ্জবিহারি-ক্রীড়য়া পঠতি যঃ কিল হারি ।
স প্রয়াতি বিলসৎপরভাগং তস্য পাদ কমলার্চ্চনরাগম্ ॥৯॥

---

# শ্রীরাধাকুণ্ডাষ্টকম্

(শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রণীতম্)

শ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ

বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম্মধর্ম্মোক্তিরঙ্গৈ-
র্নিখিলনিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণম্ ।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞ্যা প্রমোদৈ-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥১॥

ব্রজভুবি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ-
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেমকল্পদ্রুমং তম্ ।
জনয়তি হৃদি ভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
ত্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥২॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসরকৃতকটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামম্ ।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃস্নানসেবানুবন্ধৈ-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥৩॥

ব্রজভুবনসুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজমধুরকিশোরীমৌলিরত্নপ্রিয়েব ।
পরিচিতমপি নাম্না যচ্চ তেনৈব তস্যা-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥৪॥

অপি জন ইহ কশ্চিদ্ যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ
প্রণয়সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ ।
সপদি কিল মদীশ-দাস্যপুষ্পপ্রশস্যা
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥৫॥

তটমধুরনিকুঞ্জাঃ ক্৯প্তনামান উচ্চৈ-
র্নিজপরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ ।
মধুকর-রুতরম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥৬॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতিহৃদ্যাং
মধুরমধুরবার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা ।

প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥৭॥

অনুদিনমতিরঙ্গৈঃ প্রেমমত্তালিসঙ্ঘৈ-
র্বরসরসিজগন্ধৈর্হারিবারিপ্রপূর্ণে ।
বিহরত ইহ যস্মিন্ দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥৮॥

অবিকলমতি দেব্যাশ্চারু কুণ্ডাষ্টকং যঃ
পরিপঠতি তদীয়োল্লাসিদাস্যার্পিতাত্মা ।
অচিরমিহ শরীরে দর্শয়ত্যেব তস্মৈ
মধুরিপুরতিমোদৈঃ শ্লিষ্যমাণাং প্রিয়াং তাম্ ॥৯॥

## শ্রীগোবিন্দকুণ্ড-মাহাত্ম্য

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

সমুদ্র-সম্ভবা গাভী সুরভী আপন ।
দুগ্ধে অভিষেক কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১॥
সেই দুগ্ধে পূর্ণ কুণ্ড ‘শ্রীগোবিন্দ’ নাম ।
রম্য গিরি-গোবর্দ্ধনে শোভে অভিরাম ॥২॥
কুণ্ডবারি মহাপাপহারী সে চিন্ময় ।
স্নানে পানে ভবভয় ত্রিতাপ নাশয় ॥৩॥
বহুভাগ্যে কেহ সেই দুগ্ধাস্বাদ পায় ।
চিদানন্দ-দেহ লভি কৃষ্ণলোকে যায় ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ - মানসে যেবা করে হেথা স্নান ।
গুপ্ত - গোবর্দ্ধনে রাধাকৃষ্ণ - সেবা পান ॥৫॥

---

## শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (১)

(শ্রীল কৃষ্ণদাস করিবাজ গোস্বামী বিরচিত)

কুঙ্কুমাক্ত - কাঞ্চনাব্জ - গর্ব্বহারি - গৌরভা
পীতনাঞ্চিতাব্জ - গন্ধ - কীর্ত্তি - নিন্দি - সৌরভা ।
বল্লবেশসূনুসর্ব্ববাঞ্ছিতার্থসাধিকা
মহ্যমাত্ম - পাদপদ্ম - দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥১॥

কৌরবিন্দকান্তিনিন্দি - চিত্রপট্ট - শাটিকা
কৃষ্ণ - মত্তভৃঙ্গকেলি - ফুল্লপুষ্পবাটিকা ।
কৃষ্ণনিত্যসঙ্গমার্থ - পদ্মবন্ধু - রাধিকা
মহ্যমাত্ম - পাদপদ্ম - দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥২॥

সৌকুমার্য্য - সৃষ্ট - পল্লবালি - কীর্ত্তিনিগ্রহা
চন্দ্র - চন্দনোৎপলেন্দুসেব্য - শীত - বিগ্রহা ।
স্বাভিমর্ষ - বল্লবীশ - কামতাপ - বাধিকা
মহ্যমাত্ম - পাদপদ্ম - দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৩॥

বিশ্ববন্দ্য - যৌবতাভিবন্দিতাপি যা রমা
রূপনব্য - যৌবনাদি - সম্পদা ন যৎসমা ।
শীলহার্দ্দলীলয়া চ সা যতোঽস্তি নাধিকা
মহ্যমাত্ম - পাদপদ্ম - দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৪॥

রাসলাস্য-গীতনর্ম্ম-সৎকলালি-পণ্ডিতা
প্রেমরম্য-রূপবেশ-সদ্‌গুণালি-মণ্ডিতা ।
বিশ্বনব্য-গোপযোষিদালিতোঽপি যাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৫॥

নিত্যনব্য-রূপকেলি-কৃষ্ণভাব-সম্পদা
কৃষ্ণ-রাগবন্ধ-গোপ-যৌবতেষু কম্পদা ।
কৃষ্ণরূপ-বেশকেলি-লগ্ন-সৎসমাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৬॥

স্বেদকম্প-কণ্টকাশ্রু-গদগদাদি-সঞ্চিতা
মর্ষহর্ষ-বামতাদি-ভাবভূষণাঞ্চিতা ।
কৃষ্ণনেত্র-তোষিরত্ন-মণ্ডনালিদাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৭॥

যা ক্ষণার্দ্ধ-কৃষ্ণবিপ্রয়োগ-সন্ততোদিতা-
নেকদৈন্য-চাপলাদি-ভাববৃন্দমোদিতা ।
যত্নলব্ধ-কৃষ্ণসঙ্গ-নির্গতাখিলাধিকা
মহ্যমাত্ম-পাদপদ্ম-দাস্যদাস্তু রাধিকা ॥৮॥

অষ্টকেন যস্ত্বনেন নৌতি কৃষ্ণবল্লভাং
দর্শনেঽপি শৈলজাদি-যোষিদালি-দুর্ল্লভাম্ ।
কৃষ্ণসঙ্গনন্দিতাত্ম-দাস্যসীধুভাজনং
তং করোতি নন্দিতালি-সঞ্চয়াশু সা জনম্ ॥৯॥

# শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (২)

(শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু বিরচিত)

শ্রীশ্রীরাধিকায়ৈ নমঃ।

দিশি দিশি রচয়ন্তীং সঞ্চরন্নেত্রলক্ষ্মী-
বিলসিত-খুরলীভিঃ খঞ্জরীটস্য খেলাম্।
হৃদয়-মধূপ-মল্লীং বল্লভাধীশ-সূনো-
রখিল-গুণ-গভীরাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥১॥

পিতুরিহ বৃষভানোরনন্ববায়-প্রশস্তিং
জগতি কিল সমস্তে সুষ্ঠু বিস্তারয়ন্তীম্।
ব্রজ-নৃপতি-কুমারং খেলয়ন্তীং সখীভিঃ
সুরভিনি নিজ-কুঞ্জে রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥২॥

শরদুপচিত-রাকা-কৌমূদীনাথ-কীর্ত্তি-
প্রকর-দমন-দীক্ষা-দক্ষিণ-স্মেরবক্ত্রাম্।
নটদঘভিদপাঙ্গোত্তুঙ্গিতানঙ্গ-রঙ্গাং
কলিত-রুচি-তরঙ্গাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥৩॥

বিবিধ-কুসুম-বৃন্দোৎফুল্ল-ধম্মিল্ল-ধাটী-
বিঘটিত-মদ-ঘূর্ণৎ-কেকি-পিচ্ছ-প্রশস্তিম্।
মধুরিপু-মুখ-বিম্বোদগীর্ণ-তাম্বুল-রাগ-
স্ফুরদমল-কপোলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥৪॥

অমলিন-ললিতান্তঃস্নেহ-সিক্তান্তরঙ্গা-
মখিল-বিধ-বিশাখা-সখ্য-বিখ্যাত-শীলাম্।

স্ফুরদঘভিদনর্ঘ-প্রেম-মাণিক্য-পেটীং
ধৃত-মধুর-বিনোদাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥৫॥

অতুল-মহসি বৃন্দারণ্য-রাজ্যেঽভিষিক্তাং
নিখিল-সময়-ভর্ত্তুঃ কার্ত্তিকস্যাধিদেবীম্।
অপরিমিত-মুকুন্দ-প্রেয়সী-বৃন্দ-মুখ্যাং
জগদঘহর-কীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥৬॥

হরি-পদনখ-কোটী-পৃষ্ঠ-পর্য্যন্ত-সীমা-
তটমপি কলয়ন্তীং প্রাণ-কোটেরভীষ্টম্।
প্রমুদিত-মদিরাক্ষী-বৃন্দ-বৈদগ্ধি-দীক্ষা-
গুরুমতি-গুরুকীর্ত্তিং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥৭॥

অমল-কনক-পট্টোদ্ঘৃষ্ট-কাশ্মীর-গৌরীং
মধুরিম-লহরীভিঃ সংপরীতাং কিশোরীম্।
হরিভুজ-পরিরব্ধাং লব্ধ-রোমাঞ্চ-পালিং
স্ফুরদরুণ-দুকূলাং রাধিকামর্চ্চয়ামি ॥৮॥

তদমল-মধুরিম্নাং কামমাধাররূপং
পরিপঠতি বরিষ্ঠং সুষ্ঠু রাধাষ্টকং যঃ।
অহিম-কিরণ-পুত্রী-কূল-কল্যাণ-চন্দ্রঃ
স্ফুটমখিলমভীষ্টং তস্য তুষ্টস্তনোতি ॥৯॥

# শ্রীশ্রীরাধিকাষ্টকম্ (৩)

(শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী প্রভু বিরচিত)

রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি-মাণিক্য-লক্ষ্মীঃ
প্রমুদিত-মুরবৈরি-প্রেমবাপী-মরালী।
ব্রজবর-বৃষভানোঃ পুণ্য-গীর্ব্বাণ-বল্লী
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥১॥

স্ফুরদরুণ-দুকূল-দ্যোতিতোদ্যন্নিতম্ব-
স্থলমভি বরকাঞ্চী-লাস্যমুল্লাসয়ন্তী।
কুচ-কলস-বিলাস-স্ফীত-মুক্তাসর-শ্রীঃ
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥২॥

সরসিজ-বর-গর্ভাখর্ব্ব-কান্তিঃ সমুদ্যৎ-
তরুণিম-ঘনসারাশ্লিষ্ট-কৈশোর-সীধুঃ।
দর-বিকশিত-হাস্য-স্যন্দি-বিম্বাধরাগ্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৩॥

অতি-চটুলতরং তং কাননান্তর্মিলন্তং
ব্রজনৃপতি-কুমারং বীক্ষ্য শঙ্কাকুলাক্ষী।
মধুর-মৃদু-বচোভিঃ সংস্তুতা নেত্রভঙ্গ্যা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৪॥

ব্রজকুল-মহিলানাং প্রাণভূতাখিলানাং
পশুপ-পতি-গৃহিণ্যাঃ কৃষ্ণবৎ প্রেমপাত্রম্।

সুললিত-ললিতান্তঃ-স্নেহ-ফুল্লান্তরাত্মা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৫॥

নিরবধি সবিশাখা শাখিযুথ-প্রসূনৈঃ
স্রজমিহ রচয়ন্তী বৈজয়ন্তীং বনান্তে।
অঘ-বিজয়-বরোরঃপ্রেয়সী শ্রেয়সী সা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৬॥

প্রকটিত-নিজবাসং স্নিগ্ধ-বেণু-প্রণাদৈ-
র্দ্রুতগতি হরিমারাৎ প্রাপ্য কুঞ্জে স্মিতাক্ষী।
শ্রবণ-কুহর-কণ্ডূং তন্বতী নম্রবক্ত্রা
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৭॥

অমল-কমল-রাজি-স্পর্শি-বাত-প্রশীতে
নিজ-সরসি নিদাঘে সায়মুল্লাসিনীয়ম্।
পরিজনগণ-যুক্তা ক্রীড়য়ন্তী বকারিং
স্নপয়তি নিজ-দাস্যে রাধিকা মাং কদা নু ॥৮॥

পঠতি বিমল-চেতা মৃষ্ট-রাধাষ্টকং যঃ
পরিহৃত-নিখিলাশা-সন্ততিঃ কাতরঃ সন্।
পশুপ-পতি-কুমারঃ কামমামোদিতস্তং
নিজ-জন-গণমধ্যে রাধিকায়াস্তনোতি ॥৯॥

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা ॥১॥
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি ॥২॥
কেবল মাধব পূজয়ে সো অজ্ঞানী।
রাধা অনাদর করই অভিমানী ॥৩॥
কবহি নাহি করবি তাঁকর সঙ্গ।
চিত্তে-ইচ্ছসি যদি ব্রজরস রঙ্গ ॥৪॥
রাধিকা দাসী যদি হোয় অভিমান।
শীঘ্রই মিলই তব গোকুল কান ॥৫॥
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, শ্রুতি, নারায়ণী।
রাধিকা পদরজ পূজয়ে মানি ॥৬॥
উমা, রমা, সত্যা, শচী, চন্দ্রা, রুক্মিণী।
রাধা অবতার সবে অম্নায় বাণী ॥৭॥
হেন-রাধা-পরিচর্য্যা যাঁকর ধন।
ভকতিবিনোদ তাঁর মাগয়ে চরণ ॥৮॥

---

রাধিকা চরণ পদ্ম, সকল শ্রেয়ের সদ্ম,
যতনে যে নাহি আরাধিল।
রাধাপদাঙ্কিত ধাম, বৃন্দাবন যার নাম,
তাহা যে না আশ্রয় করিল ॥১॥

রাধিকা ভাব গম্ভীর, চিন্তে যে বা মহাধীর,
গণসঙ্গ না কৈল জীবনে।
কেমনে সে শ্যামানন্দ, রসসিন্ধু স্নানানন্দ,
লভিবে বুঝহ একমনে ॥২॥

রাধিকা উজ্জ্বল রসের আচার্য্য।
রাধামাধব শুদ্ধ প্রেম বিচার্য্য ॥৩॥

যে ধরিল রাধাপদ পরম যতনে।
সে পাইল কৃষ্ণপদ অমূল্য রতনে ॥৪॥

রাধাপদ বিনা কভু কৃষ্ণ নাহি মিলে।
রাধার দাসীর কৃষ্ণ সর্ব্ব বেদে বলে ॥৫॥

ছোড়ত ধন জন, কলত্র সুতমিত,
ছোড়ত করম গেয়ান।
রাধাপদ পঙ্কজ, মধুরত সেবন,
ভকতিবিনোদ পরমাণ ॥৬॥

— — —

রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগল কিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর ॥১॥
কালিন্দীর কূলে কেলি-কদম্বের বন।
রতন বেদীর উপর বসাব দুজন ॥২॥
শ্যামগৌরী অঙ্গে দিব (চুয়া) চন্দনের গন্ধ।
চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখচন্দ্র ॥৩॥

গাঁথিয়া মালতীর মালা দিব দোঁহার গলে ।
অধরে তুলিয়া দিব কর্পূর তাম্বুলে ॥৪॥
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ ।
আজ্ঞায় করিব সেবা চরণারবিন্দ ॥৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস ।
সেবা অভিলাষ করে নরোত্তমদাস ॥৬॥

— — —

(জয়) রাধে ! রাধে ! গোবিন্দ ! গোবিন্দ !
শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র ।
রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুলচন্দ্র ॥১॥
রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ ।
রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥২॥
শ্রীরূপমঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ ।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ ॥৩॥
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরাবৃন্দ ।
সবে মিলি’ কর কৃপা আমি অতি মন্দ ॥৪॥
কৃপা করি দেহ যুগলচরণারবিন্দ ।
(যেন) আকুলপ্রাণে গাইতে পারি শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥৫॥

— — —

বরজ-বিপিনে, যমুনা কুলে।
মঞ্চ মনোহর শোভিত ফুলে ॥১॥
বনস্পতি লতা, তুষয়ে আঁখি।
তদুপরি কত ডাকয়ে পাখী ॥২॥
মলয় অনিল, বহয়ে ধীরে।
অলিকুল মধু-লোভেতে ফিরে ॥৩॥
বাসন্তীর রাকা, উডুপ তদা।
কৌমুদী বিতরে আদর সদা ॥৪॥
এমত সময়ে রসিকবর।
আরম্ভিল রাস মুরলীধর ॥৫॥
শতকোটী-গোপী মাঝেতে হরি।
রাধাসহ নাচে আনন্দ করি ॥৬॥
মাধব-মোহিনী, গাইয়া গীত।
হরিল সকল, জগত-চিত্ত ॥৭॥
স্থাবর-জঙ্গম, মোহিলা সতী।
হারাওল চন্দ্রাবলীর মতি ॥৮॥
মথিয়া বরজ কিশোর মন।
অন্তরিত হয়, রাধা-তখন ॥৯॥
ভকতিবিনোদ পরমাদ গণে।
রাস ভাঙ্গল আজি রাধা বিহনে ॥১০॥

শতকোটি গোপী মাধব মন ।
রাখিতে নারিল করি যতন ॥১১॥
বেণুগীতে ডাকে, রাধিকা নাম ।
‘এস এস রাধে !’ ডাকয়ে শ্যাম ॥১২॥
ভাঙ্গিয়া শ্রীরাস-মণ্ডল তবে ।
রাধা অন্বেষণে চলয়ে যবে ॥১৩॥
‘দেখা দিয়া রাধে ! রাখহ প্রান !’
বলিয়া কাঁদয়ে, কাননে কান ॥১৪॥
নির্জ্জন কাননে, রাধারে ধরি’ ।
মিলিয়া পরাণ জুড়ায় হরি ॥১৫॥
বলে, ‘তুঁহু বিনা, কাহার রাস ?
তুঁহু লাগি’ মোর, বরজ বাস’ ॥১৬॥
এহেন রাধিকা-চরণ-তলে ।
ভকতিবিনোদ, কাঁদিয়া বলে ॥১৭॥
‘তুয়া গণ-মাঝে, আমার গণি’ ।
কিঙ্করী করিয়া, রাখ আপনি ॥১৮॥

## গোষ্ঠ

আমার শপতি লাগে, না ধাইও ধেনুর আগে,
পরাণের পরাণ নীলমণি ।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পূরিহ মোহন বেণু,
ঘরে বসি আমি যেন শুনি ॥

বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে,
শ্রীদাম সুদাম সব পাছে ।
তুমি তার মাঝে যাইও, সঙ্গ ছাড়া না হইও,
মাঠে বড় রিপু-ভয় আছে ॥
ক্ষুধা পাইলে লইয়া খাইও, পথপানে চাহি' যাইও,
অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে ।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাতে না যাইও কানু,
হাত তুলি দেহ মো মাথে ॥
থাকিবে তরুর ছায়, মিনতি করিছে মায়,
রবি যেন না লাগয়ে গায় ।
যাদবেন্দ্রে সঙ্গে লইও, বাধা পানি হাতে থুইও,
বুঝিয়া যোগাবে রাঙ্গা পায় ॥

## শ্রীসদাশিব গঙ্গাধর প্রণাম মন্ত্র

(শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

দেবাদিদেবমহিভূষণমিন্দুকাশং
পঞ্চাননং পশুপতিং বরদং প্রসন্নম্ ।
গঙ্গাধরং প্রণতপালকমাশুতোষং
বন্দে সদাশিব-হরিপ্রিয়-চন্দ্রমৌলিম্ ॥

# শ্রীশ্রীললিতাষ্টকম্

(শ্রীমদ্রূপ গোস্বামী প্রভু বিরচিত)

শ্রীশ্রীললিতায়ৈ নমঃ ।

রাধামুকুন্দ-পদ-সম্ভব-ঘর্ম্মবিন্দু-
নির্মঞ্ছনোপকরণীকৃত-দেহলক্ষাম্ ।
উত্তুঙ্গ-সৌহৃদ-বিশেষ-বশাৎ প্রগল্ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥১॥

রাকাসুধা-কিরণ-মণ্ডল-কান্তি-দণ্ডি-
বক্ত্রশ্রিয়ং চকিত-চারু-চমূরু-নেত্রাম্ ।
রাধা-প্রসাধন-বিধান-কলা-প্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥২॥

লাস্যোল্লসদ্ভুজগ-শত্রু-পতত্র-চিত্র-
পট্টাংশুকাভরণ-কঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীম্ ।
গোরোচনা-রুচি-বিগর্হণ-গৌরিমাণং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৩॥

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্র-তনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনি ! লাঘবায় ।
রাধে ! গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৪॥

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীম্ ।
বাগ্ ভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৫॥

বাৎসল্য-বৃন্দ-বসতিং পশুপাল-রাজ্ঞ্যাঃ
সখ্যানুশিক্ষণ-কলাসু গুরুং সখীনাম্ ।
রাধা-বলাবরজ-জীবিত-নির্ব্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৬॥

যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ
প্রেক্ষ্য স্বপক্ষ-পদবীমনুরুদ্ধ্যমানাম্ ।
সদ্যস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৭॥

রাধা-ব্রজেন্দ্রসুত-সঙ্গম-রঙ্গচর্য্যাং
বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।
তাং গোকুল-প্রিয়সখী-নিকুরম্ব-মুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৮॥

নন্দন্নমূনি ললিতা-গুণ-লালিতানি
পদ্যানি যঃ পঠতি নির্ম্মল-দৃষ্টিরষ্টৌ ।
প্রীত্যা বিকর্ষতি জনং নিজবৃন্দ-মধ্যে
তং কীর্ত্তিদাপতি-কুলোজ্জ্বল-কল্পবল্লী ॥৯॥

# শ্রীমদ্-উপদেশামৃতম্

(শ্রীলরূপ গোস্বামী প্রভু বিরচিত)

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্ ।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥১॥

অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি ॥২॥

উৎসাহান্নিশ্চয়াদ্ধৈর্য্যাৎ তত্তৎকর্ম্ম-প্রবর্ত্তনাৎ ।
সঙ্গত্যাগাৎ সতো বৃত্তেঃ ষড়্ভির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥৩॥

দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি গুহ্যমাখ্যাতি পৃচ্ছতি ।
ভুঙ্ক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্বিধং প্রীতি-লক্ষণম্ ॥৪॥

কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্ ।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥৫॥

দৃষ্টৈঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈ-
র্ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ্-ফেন-পঙ্কৈ-
র্ব্রহ্মদ্রবত্বমপগচ্ছতি নীরধর্ম্মৈঃ ॥৬॥

স্যাৎ কৃষ্ণনাম-চরিতাদি-সিতাপ্যবিদ্য-
পিত্তোপতপ্তরসনস্য ন রোচিকা নু ।
কিন্ত্বাদরাদনুদিনং খলু সৈব জুষ্টা
স্বাদ্বী ক্রমাদ্ভবতি তদ্‌গদমূলহন্ত্রী ॥৭॥

তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-সুকীর্ত্তনানু-
স্মৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য ।
তিষ্ঠন্ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী
কালং নয়েদখিলমিত্যুপদেশ-সারম্ ॥৮॥

বৈকুণ্ঠাজ্জনিতো বরা মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎসবাদ্
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমণাত্তত্রাপি গোবর্দ্ধনঃ ।
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমামৃতাপ্লাবনাৎ
কুর্য্যাদস্য বিরাজতো গিরিতটে সেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥

কর্ম্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ ।
তেভ্যস্তাঃ পশুপালপঙ্কজদৃশ-স্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০॥

কৃষ্ণস্যোচ্চৈঃ প্রণয়বসতিঃ প্রেয়সীভ্যোঽপি রাধা
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি !
যৎ প্রেষ্ঠৈরপ্যলমসুলভং কিং পুনর্ভক্তিভাজাং
তৎ প্রেমেদং সকৃদপি সরঃ স্নাতুরাবিস্করোতি ॥১১॥

— — —

## ঋক্ তাৎপর্য্যম্

(শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং শ্রুতিমতং মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ
দ্রষ্টা চক্ষুরিব প্রসারিত-মহাসূর্য্যেব দিব্যাততম্ ।
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্ত-কুহকং সত্যং পরং শব্দিতং
জ্যোতিঃপ্রীতিতিতনুং হিরণ্যপুরুষং পশ্যন্তি তং সূরয়ঃ ॥

## শ্রীমদ্ভাগবত-ধারায় গায়ত্রীর স্বরূপার্থ-বৈচিত্র্য

অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্ণয়ঃ ।
গায়ত্রী-ভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থঃ পরিবৃংহিতঃ ॥

## শ্রীগায়ত্রী-নির্গলিতার্থম্

(শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ বিরচিত)

ভূাদেস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যবিহিতং ক্ষেত্রজ্ঞসেব্যার্থকং
(ভূরাদেঃ সবিতুর্বরেণ্য-বিহিতং ক্ষেত্রজ্ঞ-সেব্যার্থকং ।)
ভর্গো বৈ বৃষভানুজাত্মবিভবৈকারাধনা-শ্রীপুরম্ ।
(ভর্গো জ্যোতিরচিন্ত্যলীলনসুধৈকারাধনা-শ্রীপুরম্ ।)
(ভর্গো ধাম-তরঙ্গ-খেলন-সুধৈকারাধনা শ্রীপুরম্ ।)
(ভর্গো ধাম সদা নিরস্তকুহকং প্রজ্ঞান-লীলাপুরম্ ।)
(দেবস্যামৃতরূপলীলরসধেরারাধ-ধীঃ প্রেরিণঃ )
(দেবস্যামৃতরূপলীলপুরুষস্যারাধ-ধী প্রেষিণঃ)
দেবস্য দ্যুতিসুন্দরৈকপুরুষস্যারাধ্য-ধী-প্রেষিণঃ ।
গায়ত্রী-মুরলীষ্ট-কীর্ত্তনধনং রাধাপদং ধীমহি ॥
(গায়ত্রী-গদিতং মহাপ্রভুমতং রাধাপদং ধীমহি ॥)
(ধীরারাধনমেব নান্যদিতিতদ্রাধাপদং ধীমহি ।)

# তিলক ধারণ মন্ত্র

১। ললাটে - ওঁ কেশাবায় নমঃ ।
২। উদরে - ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
৩। বক্ষস্থলে - ওঁ মাধবায় নমঃ ।
৪। কণ্ঠে - ওঁ গোবিন্দায় নমঃ ।
৫। দক্ষিণ পার্শ্বে - ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
৬। দক্ষিণ বাহুতে - ওঁ মধুসূদনায় নমঃ ।
৭। দক্ষিণ স্কন্ধে - ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
৮। বাম পার্শ্বে - ওঁ বামনায় নমঃ ।
৯। বাম বাহুতে - ওঁ শ্রীধরায় নমঃ ।
১০। বাম স্কন্ধে - ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ।
১১। পৃষ্ঠে - ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ ।
১২। কটিতে - ওঁ দামোদরায় নমঃ ।

ডানহাতের অনামিকা (চতুর্থ আঙুল) দিয়ে তিলক ধারণ করতে হয় । ডানহাতের বাহুতে তিলক দেওয়ার জন্য বাম হাতের অনামিকা ব্যবহার করতে হবে । সর্বাঙ্গে তিলকাঙ্কনের পর বাম হাতের তালুর অবশিষ্ট তিলক-মিশ্রণ সামান্য জলে ধুয়ে ঐ জল 'ওঁ বাসুদেবায় নমঃ' উচ্চারণপূর্ব্বক মস্তকে দিতে হবে ।

# নাম সঙ্কীর্ত্তন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ পাহি মাম্ ॥

কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্ ।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্ ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

নামসংকীর্ত্তনং যস্য সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।
প্রণাম দুঃখশমনস্তং নমামি হরিং পরম্ ॥

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥১॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন ॥২॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥৩॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥৪॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥৫॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুঁই তাঁর দাস ।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চগ্রাস ॥৬॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত-সনে বাস ।
জনমে জনমে মোর এই অভিলাষ ॥৭॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস ।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ ॥৮॥
আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন ।
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পদে মজাইয়া মন ॥৯॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি আশ ।
(হরি) নাম সংকীর্ত্তন কহে নরোত্তম দাস ॥১০॥

## নামাপরাধ

(১) সাধুনিন্দা, (২) কৃষ্ণেতর দেবতায় স্বতন্ত্র ভগবদ্ জ্ঞান, (৩) গুর্ব্বজ্ঞা, (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দন, (৫) শ্রীহরিনামে অর্থবাদ, (৬) শ্রীনামে কল্পনা জ্ঞান, (৭) শ্রীনামবলে পাপবুদ্ধি, (৮) শ্রীহরিনাম গ্রহণকে প্রমাদবশতঃ অন্য শুভকর্ম্মের সহিত সমান জ্ঞান, (৯) জড়-আসক্তি-ক্রমে শ্রদ্ধাহীনে নাম-দান, (১০) শ্রীনাম-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও জড় অহং-মমাদি ভাবপ্রযুক্ত নামের প্রতি অপ্রীতি।

## বৈষ্ণবাপরাধ

যিনি বৈষ্ণবের (১) জাতি দোষ, (২) কাদাচিৎক অর্থাৎ প্রমাদাগত দোষ, (৩) নষ্টপ্রায় দোষ, (৪) শরণাগতির পূর্ব্বাচরিত দোষ ধরিয়া বৈষ্ণবকে নিন্দা করেন, তিনি বৈষ্ণব নিন্দুক।

## সেবাপরাধ

(১) যানাদি-যোগে অথবা পাদুকা পরিধান করিয়া ভগবদ্-গৃহে গমন, (২) ভগবজ্জন্মাদি যাত্রার উৎসব না করা, (৩) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্টগাত্রে অথবা অশুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনা, (৫) একহস্তে প্রণাম, (৬) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পায়চারি করা, (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ, (৮) পর্য্যঙ্ক-বন্ধন অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বয়দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৯–১৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে শয়ন, ভোজন, মিথ্যাভাষণ, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা , পরস্পর ইত কথার আলোচনা, রোদন, কলহ, কাহারও প্রতি নিগ্রহ, কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, (১৮) সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর-বাক্য-ব্যবহার, (১৯) লোমকম্বলে আবৃত হইয়া সেবাকার্য্যাদি করা, (২০-২৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরনিন্দা, পরস্তুতি, অশ্লীল-বাক্য ব্যবহার, অপানবায়ু পরিত্যাগ, (২৪) বিত্তশাঠ্য অর্থাৎ সামর্থ্য থাকিতে অল্প উপচারে অথবা অল্প ব্যয়ে পূজা ও উৎসবাদি করা, (২৫) অনিবেদিত বস্তু গ্রহণ, (২৬) যে সময়ে যে ফল ও শস্যাদি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তাহা অর্পণ না করা, (২৭) সংগৃহীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে প্রদান করিয়া অবশিষ্টাংশ ব্যঞ্জনে প্রদান, (২৮) শ্রীমূর্ত্তিকে পশ্চাতে রাখিয়া উপবেশন, (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্যকে

অভিবাদন, (৩০) গুরুদেবের অগ্রে স্তবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, (৩১) শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে আত্ম-প্রশংসা, (৩২) দেবতা-নিন্দা।

## ধামাপরাধ

(১) শ্রীধাম-প্রদর্শক শ্রীগুরু ও সাধুকে অবজ্ঞা, (২) শ্রীধামকে অনিত্য-বোধ, (৩) শ্রীধামবাসী ও ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতিবুদ্ধি, (৪) শ্রীধামে বসিয়া বিষয়কার্যাদির অনুষ্ঠান, (৫) শ্রীধাম-সেবাচ্ছলে শ্রীধাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জন, (৬) জড়-বুদ্ধিতে ধামের সহিত জড়দেশের অথবা অন্য দেবতীর্থের সমজ্ঞান ও পরিমাণচেষ্টা, (৭) শ্রীধামবাস-বলে পাপাচরণ, (৮) শ্রীনবদ্বীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে ভেদজ্ঞান, (৯) ধামমাহাত্ম্যমূলক শাস্ত্র-নিন্দা এবং (১০) শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

## কলির পাঁচ স্থান

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ হইতে উদ্ধৃত)

(১) **দ্যূত**; যথা—তাস, দাবা, পাশা, ঘোড়দৌড়, জলের খেলা, জুয়া, লটারি, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, বাঘবন্দী, প্রভৃতি। তার মধ্যে মিথ্যা থাকে। এই করিলে সত্যের নাশ হয়।

(২) **পান**—তাম্বূল, গুবাক, নস্য, তামাক, গাঁজা, অহিফেন, সুরা, ভাং, কালকূট, ধুস্তর, তাড়ি, প্রভৃতি। মাধ্বিক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষ্য, তাল, খর্জ্জুর, পনসজাত, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজাত ও অন্নজাত এই দ্বাদশপ্রকার মদ্যও পান মধ্যে গণ্য। তার মধ্যে গর্ব্ব থাকে। এই করিলে দয়ার নাশ হয়।

(৩) **স্ত্রী**—অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নিজ বৈধ স্ত্রীতে আসক্তি (এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ)। তার মধ্যে কাম থাকে। এই করিলে শৌচের নাশ হয়।

(৪) **সূনা**—নিজ দেহ পোষণের জন্য অপরকে হত্যা করা। প্রাণিবধের মধ্যে হিংসা থাকে। এই করিলে সত্য, দয়া, শৌচ এবং তপের নাশ হয়। পশুহননে অনুমোদনকারী, হতপশুর মাংসবিভাগকারী, স্বয়ং হন্তা, মাংসক্রয়বিক্রয়কারী, পাচক, পরিবেশক, এবং ভক্ষক এই কয়জনই ঘাতকশ্রেণীভুক্ত।

(৫) **জাত**—সুবর্ণ, রৌপ্যাদি দ্রব্য এবং টাকা পসায়া। স্বর্ণের মধ্যে মিথ্যা, গর্ব্ব, স্ত্রীজনিত কাম, হিংসা, ও শত্রুতা নামক একটী পঞ্চম অনর্থ বিরাজিত।

## পঞ্চরোগ

(১) **অবিদ্যা** — অজ্ঞান অর্থাৎ জীব নিজের চিৎস্বরূপ ভুলিয়াছে।

(২) **অস্মিতা** — স্থূল জড়দেহে আত্মবুদ্ধি ও স্ত্রী-পুত্রাদির নশ্বরদেহে মমতাবুদ্ধি।

(৩) **রাগ** — দেহের অনুকূল জড়বিষয়ে তীব্র আসক্তি।

(৪) **দ্বেষ** — বিষয় ভোগের প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষবুদ্ধি।

(৫) **অভিনিবেশ** — অনুকূল বিষয়ের প্রতি মমতা বা আবিষ্টতা এবং তাহার ত্যাগে অসহিষ্ণুতা।

## ভক্তির প্রতিকূল

**বাক্যবেগ, মনবেগ, ক্রোধবেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ, উপস্থবেগ** এবং :

(১) **অত্যাহার** — অধিক আহরণ বা সংগ্রহ বা সঞ্চয়চেষ্টা।

(২) **প্রয়াস** — ভক্তি-বিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যম।

(৩) **প্রজল্প** — কালহরণকারী অনাবশ্যক গ্রাম্যকথা।

(৪) **নিয়মাগ্রহ** — উচ্চাধিকার-প্রাপ্ত-সময়ে নিম্নাধিকারগত নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তিপোষক নিয়মের অগ্রহণ।

(৫) **জনসঙ্গ** — শুদ্ধভক্ত-জনসঙ্গ ব্যতীত অন্যজনসঙ্গ।

(৬) **লৌল্য** — নানামতবাদি-সঙ্গে অস্থির-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ চাঞ্চল্য এবং তুচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া।

## ভক্তির অনুকূল

(১) **উৎসাহ** — ভক্তির অনুষ্ঠানে ঔৎসুক্য, আদরের সহিত অনুশীলন।

(২) **নিশ্চয়** — দৃঢ় বিশ্বাস।

(৩) **ধৈর্য্য** — অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনাঙ্গে শৈথিল্য না করা।

(৪) **ভক্তিপোষক কর্ম্ম** — শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা এবং শ্রীকৃষ্ণের জন্য স্বীয় ভোগ-সুখ-পারিত্যাগাদি।

(৫) **সঙ্গত্যাগ** — অধর্ম্ম, স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রৈণভাবরূপ যোষিৎসঙ্গ, যোষিৎসঙ্গি-সঙ্গ এবং অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী, মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর সঙ্গত্যাগ।

(৬) **সদ্বৃত্তি** — সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন, ইহাই সদ্বৃত্তি।

# জয় ধ্বনি

- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি তিলক নিরীহ্ মহারাজ কী জয়
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ কী জয়
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য অষ্টোত্তরশতশ্রী জগদ্গুরু শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ কী জয়
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস-কুল-চূড়ামণি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ কী জয়
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ ভগবান্ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ কী জয়
- জয় ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়
- সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কী জয়
- সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ কী জয়
- জয় সপরিকর শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দর জীউ কী জয়
- শ্রীরূপানুগ গুরুবর্গ কী জয়
- নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কী জয়
- বৃন্দাদেবী, তুলসীদেবী, শ্রীভক্তিদেবী কী জয়
- শ্রীশ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্দ্ধন কী জয়
- শ্রীমায়াপুরধাম, শ্রীনবদ্বীপধাম, শ্রীবৃন্দাবন, মথুরা কী জয়
- শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র কী জয়
- বলদেব-সুভদ্রা-জগন্নাথ জীউ কী জয়

- আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্য মঠ কী জয়
- মায়াপুর যোগপীঠ কী জয়

- শ্রীচৈতন্য - সারস্বত মঠ কী জয়
- তদীয় শাখা মঠসমূহ কী জয়
- শ্রীমঠের সেবকবৃন্দ ভক্তবৃন্দ কী জয়
- অনন্তকোটী বৈষ্ণববৃন্দ কী জয়
- শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যবৃন্দ কী জয়
- ত্রিদণ্ডিপাদগণ কী জয়

- সপার্ষদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কী জয়
- সপার্ষদ শ্রীমন্মহাপ্রভু কী জয়
- ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদ মহারাজ কী জয়
- শুদ্ধ ভক্তির বিঘ্ন বিনাশকারী ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব কী জয়
- শ্রীসদাশিব গঙ্গাধর, গিরিরাজ গোবর্দ্ধন কী জয়

- সমাগত শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কী জয়
- বিশ্বব্যাপী ভক্তবৃন্দ কী জয়

- হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন কী জয়
- নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি বোল

# শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের গ্রন্থাবলী

**শ্রীল ভক্তি নির্মল আচার্য্য মহারাজের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী ঃ**

- শ্রীউপদেশ (১, ২, ৩, ৪)
- শ্রীপুরীধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য-মুক্তা-মালা

**শ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :**

- শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
- শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহিমামৃত
- পরমানন্দময় ধামের ধন
- রচনামৃত
- প্রকৃত উৎসের সন্ধানে

**শ্রীল ভক্তি রক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী :**

- শ্রীভক্তিরক্ষক হরিকথামৃত
- প্রেমময় অন্বেষণ
- স্বুবর্ণ সোপান
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- শ্রীগৌরসুন্দরের বহ্নিগর্ভ বিপ্রলম্ভ লীলার সমাহার
- শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
- শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
- শাশ্বত সুখনিকেতন
- শ্রীশ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্
- শ্রীশিক্ষাষ্টক

**শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর :**

- শরণাগতি
- শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ
- পরমার্থ-ধর্ম্মনির্ণয়
- শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
- কল্যাণকল্পতরু

**বিবিধ**

- শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত
- শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
- শ্রীগর্গ-সংহিতা
- শ্রীনাম-ভজন বিচার ও প্রণালি
- শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ
- শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত
- শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ
- শ্রীগৌড়ীয়-গিতাঞ্জলি
- শুদ্ধভক্তি সাধন সম্পদ

# শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ (ভারতীয়কেন্দ্রসমূহ)

— ঃ সর্ব্ব প্রধান কেন্দ্র ঃ —

কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ,

পিন নং — ৭৪১৩০২, **ফোন— +৯১ ৯৬০৯৩ ০২৩১০**

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
নৃসিংহপল্লী (দেবপল্লী), স্বুবর্ণবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ**
৪৯১ দমদম পার্ক, কলিকাতা

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ**
কৈখালি চিড়িয়ামোড়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, এয়ারপোর্ট, কলিকাতা

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
বিধবা আশ্রম রোড়, গৌরবাটসাহী, পুরী

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
১১৩ সেবাকুঞ্জ রোড়, বৃন্দাবন, মথুরা

**শ্রীলশ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম**
দশবিসা, গোবর্দ্ধন, মথুরা, ত্তর প্রদেশ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ**
বীরচন্দ্রপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
হায়দার পাড়া, নিউ পাল পাড়া,
১৫৫ নেতাজী সরণী, শিলিগুড়ি-৬

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাসদন**
চকফুলডুবি, সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সেবাশ্রম**
গঙ্গাসাগার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
ভঞ্জিপুর, তারকেশ্বর, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
মেঝিয়ারী, পূর্ব বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীশ্রীধরস্বামী ভক্তিযোগ কালচারাল সেন্টার** (মহিলা আশ্রম)
শাশপুর, কালনা, বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
জানাপাড়া, মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম**
হাপানিয়া, পূর্ব বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত শ্রীধর গোবিন্দ সেবাশ্রম**
বামুনপাড়া, খাঁপুর, পূর্ব বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল**
নাদনঘাট, বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
মাহাদিয়া, কান্দী, মুর্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল**
ইসলামপুর, মুর্শীদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত সংকীর্ত্তন মহামণ্ডল**
বকুলতলা, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ**
কাজিয়াখালী, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ

**শ্রীচৈতন্য-সারস্বত গোবিন্দ সেবাশ্রম**
ক্ষেত্রনাথতলা, চৈৎপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ

# সূচীপত্র


অক্রোধ পরমানন্দ . . . . . . . . . ৩৬
অনাদি করমফলে . . . . . . . . . ২৬৬
অন্য-অভিলাষ ছাড়ি' . . . . . . . ১০৮
অপরাধ-ফলে মম . . . . . . . . ২৬৭
অবতার সার . . . . . . . . . . . ৬৭
অম্বুদাঞ্জনেন্দ্রনীল-নিন্দি . . . . . ২৯১
অরুণ বসনে সোনার . . . . . . . ২৩৪
অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং . . . . . ৩২০

আত্মনিবেদন তুয়া পদে . . . . . ৯৮
আত্মসমর্পণে গেলা . . . . . . . . ১০২
আপনাকে জানাই . . . . . . . . ১৫৩
আমার জীবন সদা . . . . . . . . ৯১
আমার শপতি লাগে . . . . . . . ৩১৪
আমার সমান হীন নাহি . . . . . ১২১
আর কেন মায়াজালে . . . . . . . ১১৫
আরে ভাই! নিতাই আমার . . . ৩৮
আরে মোর জীবন ধন . . . . . . ২২৩
আরে মোর শ্রীরূপ . . . . . . . . ২১০
আশ্রয়মি শ্রীশ্রীবাসং . . . . . . . ১৯৭

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশস্তুবন্তি . . . . ৬০
ইন্দ্রনীলমণি-মঞ্জুল-বর্ণঃ . . . . ৩০০
ইহা কলিযুগ ধন্য . . . . . . . . ৪৩

উদিল অরুণ পূরব ভাগে . . . . ৬২

এ ঘোর-সংসারে পড়িয়া . . . . ৯৬
এ মন ! গৌরাঙ্গ বিনে . . . . . . ৭৩
এইবার করুণা কর ববণেব . . . . ২৪
এইবার করুণা কর বৈতন্য . . . . ৪৩
একদিন নীলাচলে . . . . . . . . ১৪৬
একদিন শান্তিপুরে . . . . . . . . ১৪৫
এমন দুর্ম্মতি সংসার . . . . . . . ৯৩

ও মন ! কি করে বরণ . . . . . ১১৪
ও মোর জীবন-গতি . . . . . . . ২০৬
ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর . . . . . . . . ২৩
ওহে হরিনাম, তব মহিমা . . . ২৭৮

কদাচিৎ কালিন্দীতট . . . . . . . ২৮৮
কনকস্থরুচিরাঙ্গং . . . . . . . . ১৫৬
কবে আহা গৌরাঙ্গ বলিয়া . . . . ৭২
কবে গৌর-বনে . . . . . . . . . . ৭৫
কবে শ্রীচৈতন্য মোরে . . . . . . ৬৬
কবে হবে বল . . . . . . . . . . . ৪৫
কলি-কুক্কুর-কদন . . . . . . . . ৬০
কলি-ঘোর-তিমিরে . . . . . . . ৬৮
কলিযুগপাবন বিশ্বম্ভর . . . . . ২৫৬
কি জানি কি বলে . . . . . . . . . ৯২
কিরূপে পাইব সেবা . . . . . . . ২৭
কুঙ্কুমাক্ত-কাঞ্চনাব্জ . . . . . . ৩০৪

কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর ...... ২৬
কৃষ্ণ গোবিন্দ হরে ........... ২৮৩
কৃষ্ণ হৈতে চতুর্ম্মুখ ........... ৩
কৃষ্ণচৈতন্য অদ্বৈত ........... ২৫৬
কৃষ্ণোৎকীর্ত্তন-গান ........... ১৯৮
কে যাবি কে যাবি ভাই ....... ৭৬
ক্ষিতৌ লুঠদ্গৌর ........... ১৯৫

গঙ্গাতীরে তৎপয়োভি ...... ১৯২
গাইতে গাইতে নাম ........ ২৬৮
গায় গোরা মধুর স্বরে ........ ৭৪
গায় গোরাচাঁদ জীবের তরে .... ৭৫
'গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে ........ ৪৫
গুরু-রূপ-হরিং গৌরং ....... ১৭১
গুরুদং গ্রন্থদং গৌরধামদং .... ১৭১
গুরুদেব ! কবে তব করুণা ..... ১৯
গুরুদেব ! কবে মোর ........ ২০
গুরুদেব ! কৃপাবিন্দু দিয়া ..... ১৮
গুরুদেব ! বড় কৃপা করি' ..... ১৮
গুরুদেবে ব্রজবনে ........... ২১
গুরুরূপ-বিরাজিত ........... ২৪২
গুরোর্গুরো মে পরমো ....... ১৮৭
গোপীনাথ, আমার উপায় .... ১১৯
গোপীনাথ, ঘুচাও সংসার .... ১১৭
গোপীনাথ, মম নিবেদন ..... ১১৬
গোরা পহুঁ না ভজিয়া ........ ৯৭
গোরা প্রেমে গরগর ......... ৪২
গৌড়ে গাঙ্গতটে নবব্রজ ..... ১৬৬
গৌরাঙ্গের দুটি পদ ........... ৬৭
গৌরাঙ্গৈক-গতির্ব্রজ ......... ১৬৬
গৌরাঙ্গৈকগতিং ........... ১৭১

চিৎকণ জীব কৃষ্ণ ........... ১২০
চৌদ্দশত সাতশকে ......... ২৩৬

জগন্নাথসুত মহাপ্রভু ........ ২৫৩
জনম সফল তা'র ........... ১২৬
জয় 'গুরু-মহারাজ' ........... ৯
জয় গুরু মহারাজ করুণা ..... ১৩৯
জয় গুরু শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত ..... ১৭৯
জয় গোদ্রুম পতি গোরা .... ২৫৬
জয় জয় গিরিরাজের বিশাল ... ১৪০
জয় জয় গিরিরাজের শোভা ... ১৪১
জয় জয় গুরুদেব আচার্য্য ....... ৬
জয় জয় গুরুদেবের আরতি ..... ৭
জয় জয় গোরাচাঁদের ......... ১৩৭
জয় জয় পহুঁ শ্রীল সনাতন ..... ২১৭
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-যুগল ...... ১৪২
জয় জয় রাধামাধব ........... ২৯৫
জয় জয় রূপ মহারস ......... ২১২
জয় জয় সুন্দর নন্দকুমার .... ২৯০
জয় জয় হরিনাম চিদানন্দ ... ২৭৩
জয় ধ্বনি ................. ৩২৪
জয় যশোদানন্দন কৃষ্ণ ....... ২৮৪
জয় রাধামাধব জয় .......... ১৩০

জয় রাধে জয় কৃষ্ণ . . . . . . . . ১২৯
জয় রাধে ! রাধে ! গোবিন্দ . ৩১২
জয় শচীনন্দন সুরমুনিবন্দন . . . . ৬৪
জয়রে জয়রে জয় গৌর . . . . . ১৩৭
জয়রে জয়রে জয় নিত্যানন্দ . . . . ৪১
জয়রে জয়রে জয় পরমহংস . . . ১৭০
জীব জাগ জীব জাগ . . . . . . . . ৬১
জ্ঞানী জ্ঞান-যোগ করিয়া . . . ২৭৫

ঠাকুর বৈষ্ণব পদ অবনীর . . . . ২৪
ঠাকুর বৈষ্ণবগণ করি এই . . . . . ২৫

তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং . . . . ৩২০
তপনমিশ্রের পুত্র রঘুনাথ . . . ২২৯
তাতল সৈকতে বারি . . . . . . . ১০৫
তিলক ধারণ মন্ত্র . . . . . . . . ৩২১
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর . . . . . . . . ১২২
তুহুঁ দয়া-সাগর . . . . . . . . ২৬৪
ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ . . . . . . . . . . ৬০

দয়া কর মোরে নিতাই . . . . . . ৪০
দয়াল-নিতাই চৈতন্য ব'লে . . . ৩৭
দিশি দিশি রচয়ন্তীং . . . . . . ৩০৬
দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া . . . . . ৯৪
দুষ্ট মন তুমি কিসের বৈষ্ণব . . . ৩০
দেব-সিদ্ধ-মুক্ত-যুক্ত. . . . . . . ৭৮
দেবাদিদেবমহিভূষণ . . . . . . . ৩১৫
ধন মোর নিত্যানন্দ . . . . . . . . ২৭
ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নম . . . . . . ৫৯

নগর ভ্রমণ করে গৌর এল . . . ৭৭
নগরে নগরে গোরা গায় . . . . ২৮০
নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ . . . . . ৪০
নদীয়া-নগরে নিতাই নেচে . . ২৫৩
নবনীরদ-নিন্দিত . . . . . . . . . ২৯৬
নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দ . . . . . ২৮৬
নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণপ্রেয়সী . . . ১৪৪
নমো নমঃ তুলসী মহারাণি . . ১৪৩
নারদমুনি, বাজায় বীণা . . . . . ২৭৯
নিখিল-ভুবন-মায়া. . . . . . . . ১৬৬
নিজপতি-ভুজদণ্ডচ্ছত্রভাবং . . ২৯৮
নিতাই আমার পরম দয়াল . . . . ৪০
নিতাই গুণমণি আমার . . . . . . ৩৬
নিতাই চৈতন্য দোঁহে . . . . . . . . ৪৪
নিতাই পদ-কমল . . . . . . . . . ৩৫
নিতাই মোর জীবন ধন . . . . . . ৩৯
নিন্দন্তং পুলকোত্করেণ . . . . . . ৬০
নীতে যস্মিন্ নিশান্তে . . . . . ১৭৪
নীলাম্ভোধিতটে সদা স্ববিরহ . . ১৯৪
নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং . . . . . . ১৫৭

পরম করুণ পহুঁ দুই জন . . . . . ৩৭
পীতবরণ কলিপাবন গোরা . . ২৬৩
প্রপঞ্চে পড়িয়া অগতি . . . . . ১০৩
প্রভু তব পদযুগে মোর . . . . . ২৬৫
প্রলয়পয়োধিজলে . . . . . . . ১৩৩

বড় সুখের খবর গাই . . . . . . . ৪৭
বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ . . . . . . . . . ১

বন্ধুগণ শুনহ বচন মোর .... ২৭০
বন্ধুসঙ্গে যদি তব রঙ্গ ........ ১১৫
বরজ-বিপিনে যমুনা কূলে ... ৩১৩
বলরাম নিত্যানন্দ দয়া কর .... ৪৮
বসতু মনো মম ............ ২৯৩
বাচো বেগং মনসঃ ......... ৩১৮
বাচ্য ও বাচক দুই স্বরূপ .... ২৭৭
বিভাবরী শেষ ............ ১২৩
বিমল হেমজিনি ........... ৭০
বিরজার পারে শুদ্ধ পরব্যোম . ১৩১
বিশ্বে উদিত, নাম-তপন .... ২৭৪
বৃষভদনুজ-নাশান্নর্ম্মধর্ম্ম .... ৩০১

ভগবান্-ভক্তিসিদ্ধান্ত...... ১৬৭
ভজ ভকতবৎসল .......... ১৩৫
ভজ রে ভজ রে আমার মন ... ২৯
ভজহুঁ রে মন, শ্রীনন্দনন্দন..... ৯৬
ভয়ভঞ্জন-জয়শংসন ....... ১৬৭
ভাইরে ভজ গোরাচাঁদের .....৭২
ভাগ্যাধীশ ত্বদীয়ো ......... ১৬০
ভুলিয়া তোমারে সংসারে ....১০০
ভ্বাদেস্তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্য ..... ৩২০

মন রে কেন বর্ণ অভিমান ... ১১২
মন তুমি তীর্থে সদা রত ...... ২৮
মন্মানস-মধুকর মর্পয় ...... ২৯০
ময়ূর-মুকুট পীতাম্বরধারী ... ২৮৪
মাধব বহুত মিনতি করি ......১০৫
মানস দেহ গেহ ...........১০১

যঃ সাংখ্যপঙ্কেন .......... ২২৩
যঙ কলি রূপ শরীর না ধরত ..২১১
যদি গৌর না হ'ত ......... ৬৯
যদি তে হরি-পাদসরোজ ... ২৬১
যবে রূপ-সনাতন ......... ২১৮
যশোদানন্দন কৃষ্ণ ........ ২৮৪
যশোমতী স্তন্যপায়ী........ ২৮০
যশোমতীনন্দন ........... ১২৫
যে আনিল প্রেমধন ........ ৩৪
যোহনন্তোহনন্তবক্ত্রৈর্নিরবধি ... ৫০

রস-বলিত-মৃগাক্ষী-মৌলি .. ৩০৮
রাঢ় মাঝে এক চাকা নামে .....৪২
রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি . ৩১০
রাধাকুণ্ডতট-কুঞ্জকুটীর ..... ১৩০
রাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর ........৩১১
রাধাকৃষ্ণ বল্ বল্ .......... ১৩২
রাধাবল্লভ মাধব শ্রীপতি.....২৮৩
রাধাবল্লভ রাধাবিনোদ ..... ২৮৪
রাধামাধব কুঞ্জবিহারী .....২৮৩
রাধামুকুন্দ-পদ-সম্ভব ..... ৩১৬
রাধিকা চরণ পদ্ম ......... ৩১০
রাধে জয় জয় মাধবদয়িতে ...১৩১
রাধে ! রাধে ! গোবিন্দ .... ৩১২
রূপের গৌরব কেন ভাই .... ১১৩
রূপের বৈরাগ্যকালে ....... ২১৩

**শ**চীর অঙ্গনে কভু ........ ১৪৬
শতকোটি গোপী ........ ৩১৪
শরচ্চন্দ্র-ভ্রান্তিং স্ফুরদমল...... ৫৫
শরীর অবিদ্যা-জাল ........ ১৪৫
শুদ্ধ ভকত-চরণ-রেণু ...... ১৪৮
শুন মোর দুঃখের কাহিনী .... ১০৪
শুন হে রসিক জন ........ ১২৭
শ্রিত-কমলা-কুচ-মণ্ডল ..... ২৮৫
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি মানস ..... ২৬৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু জীবে দয়া ... ৬৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর ..... ৬৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ ... ৩২২
শ্রীকৃষ্ণনামামৃতবর্ষিবক্ত্র ...... ২৩২
শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম ........ ১৫
শ্রীগুপরম্পরা কীর্ত্তন ........ ৩
শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু তুয়া ..... ২২৮
শ্রীগৌড়ধামাশ্রিতশুদ্ধভক্তং .... ১৯১
শ্রীগৌরমণ্ডল-মাঝে হাপানিয়া ... ১৬৩
শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভোশ্চরণ ... ২৫০
শ্রীচৈতন্য কৃপা হৈতে ........ ২১৯
শ্রীমচ্চৈতন্যপাদৌ ........ ২০২
শ্রীমদ্রূপগোস্বামির-শোচক .. ২০৬
শ্রীরূপ-বদনে শ্রীশচীকুমার ... ২৭২
শ্রীরূপমঞ্জরী-পদ ........ ২২
শ্রীরূপের বড় ভাই ........ ২১৪
শ্রীল-গোপালভট্টের-শোচক... ২২৮
শ্রীল-জীবগোস্বামির-শোচক... ২২৩
শ্রীল-রঘুনাথদাসের-শোচক ... ২১৮
শ্রীল-রঘুনাথভট্টের-শোচক ... ২২৯
শ্রীল-সনাতন-গোস্বামির শোচক.. ২১৩
শ্রীশ্রীপ্রেমধাম-দেব-স্তোত্রম্ ... ৭৮
শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ .......... ১৫৬
শ্রীহরি-বাসরে হরি-কীর্ত্তন.... ১৪৭
শ্রুতিচ্ছাদোগ্যাখ্যা বদতি ..... ২৫৬

**স**দোপাস্যঃ শ্রীমান্ ধৃতমনুজ .. ২৪৪
সমুদ্র-সম্ভবা গাভী সুরভী .... ৩০৩
সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া ... ৯৯
সংসার-দাবানল .......... ১৬
সুজনার্ব্বুদরাধিতপাদযুগং ..... ১০
স্মরতু মনো মম নিরবধি ..... ২৯৪

**হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ** ...... ৩২৩
হরি হরি বড় শেল ........ ১০৭
হরি হরি বিফলে জনম ...... ১০৬
হরি হে দয়াল মোর ....... ১২৮
হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রসার .. ১৫১
হরিনাম, তুয়া অনেক স্বরূপ ... ২৭৬
হরিবল হরিবল হরিবল ভাই .. ১১১
হরিভক্তিরসামৃতদানপরং .... ১৬১
হরির্দৃষ্ট্বা গোষ্ঠে মুকুর ........ ২৪৮
‘হরি’ ব’লে মোদের গৌর ..... ৭৭
হা হা কবে গৌর-নিতাই ..... ৭১
হা হা ভক্তিবিনোদঠক্কুর ...... ১৮২

শাস্ত্র থেকে জ্ঞান-সমুদ্র জড় করার কোন দরকার নেই। আপনার একমাত্র দরকার হচ্ছে আপনার ভগবানের নামের প্রতি সতীত্ব ও বিশ্বাস। কেন রে ? কারণটা আছে, আর সেটা বুঝতে সহজ। এই জগতে অনেক বিজ্ঞানীগণ অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন। আমরা ইমেল, ইন্টারনেট, টেলিফোন ও টেলিভিশন কি করে পাই ? শব্দের দ্বারা। এই জড়-জগতের সেটা সম্ভব হলে শব্দের দ্বারা অপ্রাকৃত ধামে যোগদান করা কেন সম্ভব নয় ? ওই সংযোগ জড়-জগতে নেমে আসতে পারে। আমরা এই রশ্মি দেখতে পেয়ে তার মাধ্যমে ওখানে যেতে পারি। ইথারের মাধ্যমে আমরা এখানে সব কিছুর সঙ্গে যোগদান করতে পারি আর যদি আমরা আর কিছু এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে আমরা ভগবানর অপ্রাকৃত স্বরূপের সঙ্গে (তাঁর নামের স্বরূপের সঙ্গে) যোগদান করতে পারি। যদি সেটা অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু, তাহলে তাঁর এই জ্ঞান আমাদেরকে বিস্তৃত করবার জন্য ক্ষমতা থাকতে হবে—এই নাম সর্বত্রই প্রবেশ করতে পারেন। যখন টেলিফোন কল এখানে কোন সমস্যা ছাড়া আসছে, তাহলে ওই অপ্রাকৃত জ্ঞান (দিব্যজ্ঞান) কেন আমার হৃদয়ে আসতে পারবে না ? অপ্রাকৃত জ্ঞান কেন ওখানে বিরাজ করতে পারে না ? আমাদের বিশ্বাস করতে হবে। গবেষণা করুন, বুঝতে চেষ্টা করুন, কি করে সেটা সম্ভব হতে পারে। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন যে, ভগবানের অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গস্বরূপ হচ্ছে শ্রীহরিনাম। সেটা আপনাদের হৃদয়ে প্রকশিত হবে।

—শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

“শ্রীশ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের সুখ-বিধানের নাম ভজন বা কীর্তন। শ্রীমন্মমহাপ্রভু গান করতে বলেন নি। তিনি কীর্তন করতে বলেছেন। কীর্তনই ভজন। নিজের সাধন-ভজনের পক্ষে অনুকূল কোন্ কীর্তনটা করবে, তা আগে থেকে চিন্তা করা উচিত। মঙ্গলারাত্রিক, মধ্যাহ্ন ভোগারাত্রিক ও সন্ধ্যারাত্রিক কীর্তন নির্দ্দিষ্ট। আরতির সময় অন্য কীর্তন করা চলে না। কিন্তু পরিক্রমা-কীর্তন পরিবর্তনযোগ্য। যারা আন্তরিকতার সহিত ভজন করেন, তাদের হৃদয়ে স্ফূর্তি হয়। কীর্তনের সময় প্রাণ ঢেলে দিতে হয়। প্রাণের রস মাখিয়ে কীর্তন করলে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবগণ খুশী হন, কিন্তু যারা সুর-তাল-মানের দিকে লক্ষ্য করে, তাদের অধিকাংশেরই কীর্তন জনগণের মন-তোষণ হয়। গান গাওয়া হয়, কিন্তু কীর্তন হয় না। আরতি একটি শ্রীভগবানের লীলা—এটা একটা সেবা। তাঁর সঙ্গে নিজেকে সম্বন্ধযুক্ত করে কীর্তন করলে ফললাভ বেশী হয়। নাম, রূপ, গুণ, লীলা-কীর্তনের মধ্যে নাম-সংকীর্তনই শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু নাম-সংকীর্তনের উপর জোর দিয়েছেন। অধিকার-বিশেষে লীলা-কীর্তন করতে পারে কিন্তু মঠে এইরকম অধিকারী বৈষ্ণব নেই, শ্রদ্ধাবান্, ভজনশীল বৈষ্ণবগণ যে কীর্তনটা করতে আদেশ করেন, সেইটা করা উচি । প্রার্থনাজাতীয় কীর্তন বা নিজের হৃদয়ের কথা নিবেদন করা সাধনের পক্ষে খুব অনুকূল । কীর্তন করার সময় পদগুলির অর্থের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিতে হবে। কীর্তনটা ভজন না হলে গান গাওয়া হয়ে যাবে। কীর্তনটা ভজন, তাতে নিজের পারমার্থিক অনুশীলন হয়, ভজনে উন্নতি হয়। গান গাইলে নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, অপরের ইন্দ্রিয়-তর্পণ হয়, কিন্তু কীর্তনে শ্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবের তোষণ হয়। কীর্তন ভজন না হলে ভোগের দিকে নিয়ে যায়। কীর্তন একটা বিশেষ ভজন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ইহা বিশেষ অবদান, কীর্তন দিয়ে ভজন শিক্ষা—এমনটি তাঁর পূর্ব্বে আর কেউ করেন নি। গান গাওয়াটা ভজনে লাগানো যায়। মহাজনগণ যে নাম-সংকীর্তন প্রবর্তন করেছেন, তা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কনিষ্ঠ অধিকারে নাম-সংকীর্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অনেকে গান গায়—‘বৃন্দাবনে চবুতারা, তাহে মোর মনোঘেরা’—মনটা যে কোথায় ঘেরা, তা আমার বেশ জানা আছে।”

**—ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তি নির্ম্মল আচার্য্য মহারাজ**